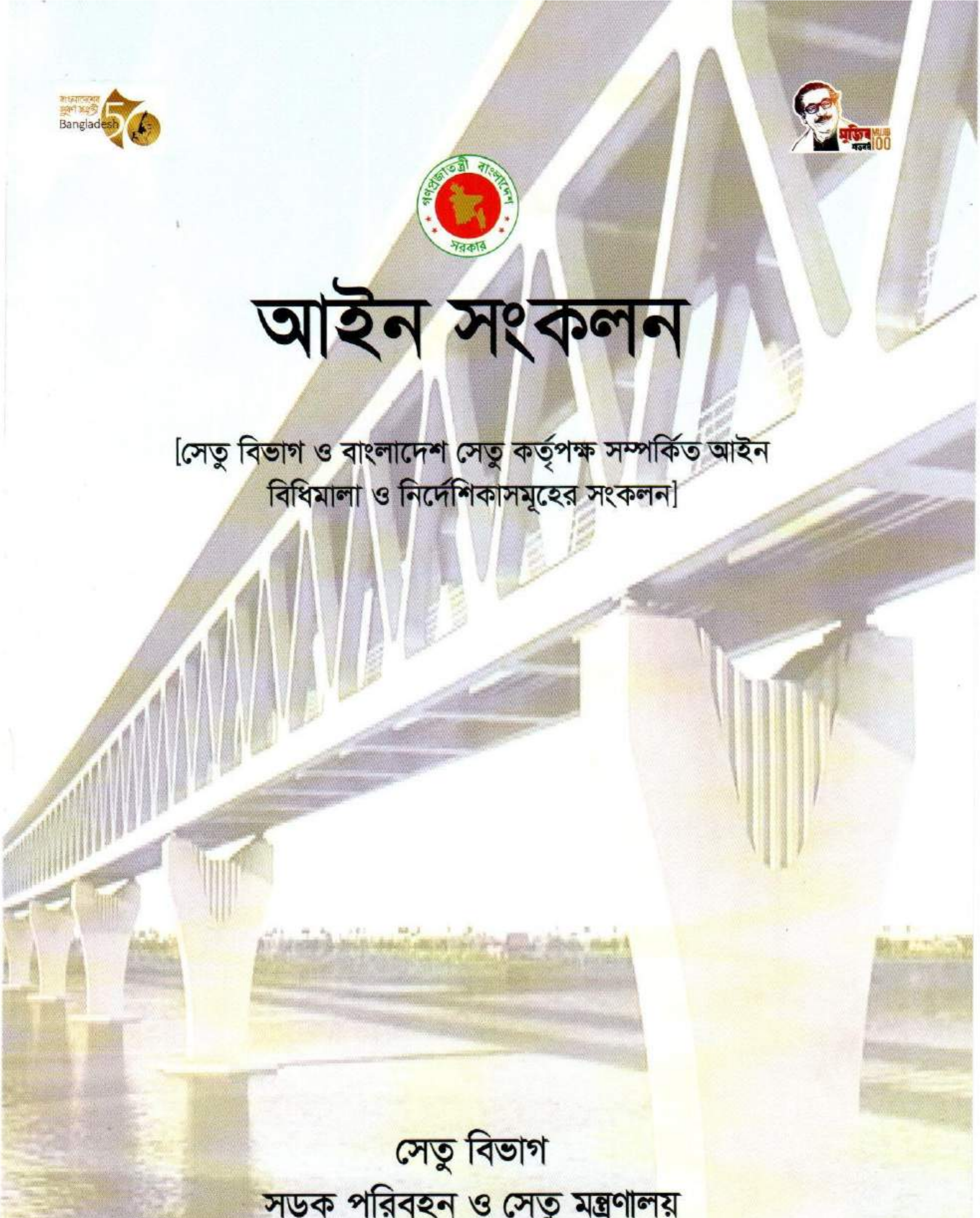

আইন সংকলন

[সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন বিধিমালা ও নির্দেশিকাসমূহের সংকলন]

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০২১

আইন সংকলন

[সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন

বিধিমালা ও নির্দেশিকাসমূহের সংকলন]

সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা-১২১২

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০২১

প্রকাশনা ও স্বত্ব

সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সার্বিক নির্দেশনায়

জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক

সচিব, সেতু বিভাগ

আইন সংকলন কমিটি ও সম্পাদনা পরিষদ

১. জনাব রশিদুল হাসান — আহ্বায়ক
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ

২. জনাব রাহিমা আক্তার — সদস্য
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ

৩. জনাব মুহাম্মাদ রেজায়ে রাব্বী — সদস্য সচিব
উপসচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ

৪. জনাব মো: আবুল হোসেন — সদস্য
তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

৫. জনাব আঞ্জুমান আরা — সদস্য
উপপরিচালক (এস্টেট), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

সম্পাদনা পরিষদ

মুদ্রণে

মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

২৭৮/৩ এলিফেন্ট রোড, কাটাবন, ঢাকা

মোবাইল: ০১৮১৮২৫৭৬৪৪

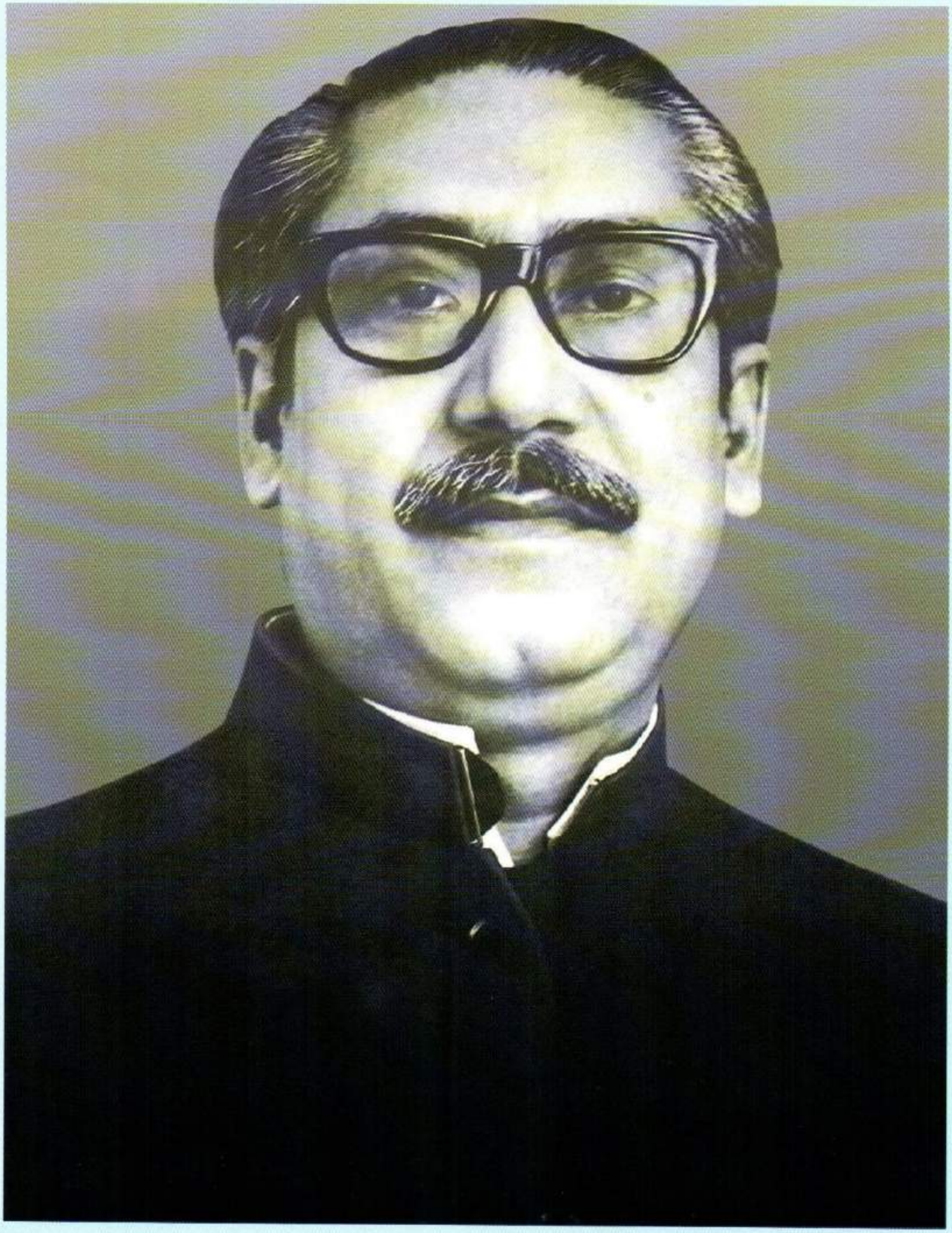

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওবায়দুল কাদের
মন্ত্রী
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অধীন সেতু বিভাগ কর্তৃক সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থ প্রকল্পসমূহ সম্পর্কিত আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশিকাসমূহের সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এ শুভ লগ্নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে একটি উন্নত, আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার রূপকল্প বাস্তবায়নে সেতু বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্বের সোনালী ফসল পদ্মা সেতু। এ সেতু আমাদের সক্ষমতা এবং সাহসের প্রতীক। পদ্মা সেতু এখন আর কোন স্বপ্ন নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতা। পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ প্রান্তে। ২০২২ এর জুনের মধ্যে এ সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে সেতু বিভাগ। চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে দেশের প্রথম "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল" নির্মাণ কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে টানেলটির দু'টি টিউবেরই খননকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে এ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আমরা আশাবাদি। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কাজেও গতি ফিরে এসেছে। চারলেন বিশিষ্ট প্রায় ২৪ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের স্ট্যাটিক লোড টেস্টের পাইলট পাইল বোরিং কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। রাজধানী ঢাকার ২৫৩ কিলোমিটার সাবওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বৃহৎ সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। আগামী দিনে সেতু বিভাগের কর্মপরিধি আরো বৃদ্ধি পাবে। সে লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনের সংস্কার এবং নতুন আইন প্রণয়নে এ আইন সংকলনটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২ সাল নাগাদ চলমান মেগা প্রকল্পসমূহের কাজ শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে সড়ক যোগাযোগ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দৃশ্যমান হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রূপকল্প, ২০২১ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২১০০ সালের মধ্যে 'নিরাপদ জলবায়ু পরিবর্তন অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী বদ্বীপ' গড়ে তোলার ভিশন বাস্তবায়নে সেতু বিভাগ অঙ্গীকারবদ্ধ।

আমি আইন সংকলন, ২০২১ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ওবায়দুল কাদের এমপি)

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নত ও আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে সমগ্র জাতি অভূতপূর্ব উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করছে। যে কোন উন্নত দেশের জন্য আধুনিক ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহদাকারের সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, সাবওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণের লক্ষ্যে সেতু বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্ব, সাহসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনায় পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিগত এক দশকে সেতু বিভাগ উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

নতুন নতুন সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সেতু বিভাগের কর্মপরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সকল আইন ও বিধি-বিধান একসঙ্গে সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে সেতু বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বর্তমান সংকলনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে- এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ সংকলন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক)

রশিদুল হাসান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন)
সেতু বিভাগ
ও
আহ্বায়ক, আইন সংকলন কমিটি

সম্পাদকীয়

সেতু বিভাগের আইন সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। সেতু বিভাগের সচিব জনাব মো: আবু বকর ছিদ্দীক যোগদানের পর একটি আইন সংকলন প্রণয়নের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহ, সময়োপযোগী পরিকল্পনা, সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায় আইন সংকলনটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য সচিব মহোদয়ের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মূলত: The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 এর মাধ্যমে 'যমুনা বহুমূখী সেতু কর্তৃপক্ষ' গঠন করা হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 অধ্যাদেশ জারি করা হয়। ১৯৯৫ সালের ২৯ জুন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'যমুনা সেতু বিভাগ' নামে একটি নতুন বিভাগ গঠন করা হয়। ২০০৯ সালে 'যমুনা বহুমূখী সেতু কর্তৃপক্ষ' এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' নামকরণ করা হয়। ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ সেতু বিভাগ গঠন করা হয়।

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আদেশে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়। উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 রহিতক্রমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়।

এই সংকলনে সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশিকাসমূহ কালানুক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সেতু বিভাগের দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনে আমি বিশ্বাস করি এবং ভবিষ্যতে টেকসই আইন ও নীতি প্রণয়নে আইন সংকলনটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

(রশিদুল হাসান)

আইন সংকলন কমিটি ও সম্পাদনা পরিষদ

রশিদুল হাসান
যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ ও
আহ্বায়ক, আইন সংকলন কমিটি

রাহিমা আক্তার
যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সেতু বিভাগ
ও সদস্য, আইন সংকলন কমিটি

মুহাম্মাদ রেজায়ে রাব্বী
উপসচিব (বাজেট), সেতু বিভাগ ও
সদস্য সচিব, আইন সংকলন কমিটি

মো: আবুল হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও
সদস্য, আইন সংকলন কমিটি

আঞ্জুমান আরা
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও
সদস্য, আইন সংকলন কমিটি

সূচিপত্র

(ক) আইন ও অধ্যাদেশ

১।	The Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985	০১
২।	Corrigendum to the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985	২৭
৩।	যমুনা বহুমূখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (বাংলা অনুবাদ)	২৮
৪।	The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985	৪৮
৫।	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 1985	৫২
৬।	The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 সংশোধন [ধারা ৯, অর্থ আইন, ১৯৯২]	৫৪
৭।	The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 রহিতকরণ [ধারা ৭, অর্থ আইন, ১৯৯৪]	৫৫
৮।	যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫	৫৬
৯।	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 1996	৫৯
১০।	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996	৬৩
১১।	The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998	৬৭
১২।	Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009	৮১
১৩।	পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯	৮৫
১৪।	ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন ২০১১	৮৯
১৫।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬	৯৩
১৬।	মহাসড়ক আইন, ২০২১	১০৯

(খ) বিধিমালা ও নির্দেশিকাসমূহ

১।	The Collection and Recovery of Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order 1985	১২৩
২।	Corrigendum to the Collection and Recovery of Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order 1985	১২৭
৩।	Amendments in the Collection and Recovery of Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order 1985	১২৮
৪।	যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯	১২৯
৫।	যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা সংশোধনী, ১৯৯৩	১৬৪
৬।	'যমুনা সেতু বিভাগ' গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	১৬৬
৭।	যমুনা সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	১৬৭
৮।	বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার ধার্যকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	১৭০
৯।	বঙ্গবন্ধু সেতুকে '১ক' ক্যাটাগরির কেপিআই হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ	১৭১
১০।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি সংক্রান্ত অফিস আদেশ	১৭২
১১।	সেতু বিভাগ (Bridges Division) গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন	১৭৩
১২।	সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business)	১৭৪
১৩।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) বিজ্ঞাপন নির্দেশিকা, ২০০৮	১৮১
১৪।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক ও ফিস আদায়, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১০	১৮৫
১৫।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০	২০৪
১৬।	যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা সংশোধনী, ১৯৮৯	২১২
১৭।	বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার পূর্ণনির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি	২২৮
১৮।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা সংশোধনী, ২০১০	২২৯
১৯।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারি কল্যাণ নীতিমালা, ২০১৯	২৩০
২০।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা	২৩৩
২১।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০	২৩৮
২২।	সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা, ২০২০	২৯৪
২৩।	"পদ্মা সেতু বণ্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণা সংক্রান্ত পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন	৩০১
২৪।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা, ২০২০	৩১৬
২৫।	সেতু বিভাগের কার্যতালিকা (Allocation of Business) সংশোধনী	৩২১
২৬।	বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুর জন্য অনুমোদিত যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস ও টোল হার	৩২৩
২৭।	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা সংশোধনী, ২০১০	৩২৫

আইন ও অধ্যাদেশ

*THE BANGLADESH BRIDGE AUTHORITY ORDINANCE, 1985

ORDINANCE NO. XXXIV OF 1985

[4th *July*, 1985]

An Ordinance to provide for the establishment of the [1][Bangladesh Bridge Authority].

WHEREAS it is expedient to provide for the establishment of the [2][Bangladesh Bridge Authority] and for matters connected therewith;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance:-

Short title

1. This Ordinance may be called the [3][Bangladesh Bridge Authority] Ordinance, 1985.

Definitions

2. In this Ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) "Authority" means the [4][Bangladesh Bridge Authority] established under this Ordinance;

---

* The Ordinance was declared void by the Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh in Civil Appeal No. 48 of 2011 and subsequently the Ordinance has been made effective as an Act of Parliament by ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ০৭ নং আইন), ধারা ৪।

1 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 2 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

2 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 3 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

3 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 4 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

4 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 5(a) of Jamuna Multipuropose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act No LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

[1][(aa) " bridge" means a bridge having a length of one thousand five hundred meters or more on any river or water body established or being established by the Authority, and includes-

(i) a multipurpose bridge,

(ii) approach roads of any such bridge,

(iii) slope, berm, borrow-pits and side drains of the approach roads of any such bridge,

(iv) all lands and embankments attached to any such bridge vested in the Authority for the purpose of the bridge,

(v) all *ghats*, landing places, jetties, spurs and protective bunds in the river or water body within the area of any such bridge,

(vi) river or water bed below the area of any such bridge;]

(b) "Chairman" means the Chairman of the Authority;

(c) "Executive Director" means the Executive Director appointed under this Ordinance;

(d) "Government Agency" means any Ministry, Division, Department or Organisation of the Government and includes a Corporation or other body or authority established by a law for the time being in force or set up by the Government;

[2][(dd) "maintenance", in relation to a bridge or toll-road, includes maintenance of such facilities and establishments as may be necessary for the purpose of keeping the bridge or, as the case may be, the toll-road fit for use and for preserving and protecting it, and, in relation to a bridge, it also includes maintenance of river training works;]

[3][(e) "multipurpose bridge" means a bridge established for more than one purpose;]

(f) "Member" means a member of the Authority;

---

1 Clause (aa) was inserted by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

2 Clause (dd) was substituted by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 Clause (e) was substituted by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

[1][(g) "operation", [2][in relation to a bridge or toll-road, includes] control of traffic and inspection of vehicles on such [3][bridge or toll-road] or within the restricted area, and activities connected therewith;

(h) "prescribed" means prescribed by rules or regulations made under this Ordinance;

[4][(hh) "regulation" means a regulation made by the Authority under this Ordinance;]

(i) "restricted area" means such area or areas in the vicinity of [5][a bridge or toll-road, as the case may be,] as the Authority may specify for the purposes of this Ordinance;

[6][(j) "river training works" means guide bunds, grounds, embankments, protected banks, filled areas and other works forming the protection system of a bridge, both upstream and downstream, and in relation to any bridge on any river, and it includes the protection works thereof] [7][;

(k) "rule" means a rule made by the Government under this Ordinance;

---

1 Clauses (g), (h), (i) and (j) were substituted for former clause (g) by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

2 The words and comma "in relation to a bridge or toll-road, includes" were substituted for the words and comma "in relation to the multipurpose bridge, includes control of the approach roads thereof and" by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 The words "bridge or toll-road" were substituted for the words "roads or the bridge" by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

4 Clause (hh) was inserted by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

5 The words and the commas "a bridge or toll-road, as the case may be," were substituted for the words "the multipurpose bridge" by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

6 Clause (j) was substituted by section 5(b) of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

7 The semi-colon (;) was substituted for the full-stop (.) and thereafter clauses (k) and (l) were added by section 2 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

(l) "toll-road" means a road, [1][by-pass], flyover, expressway, causeway or ring road constructed or being constructed by the Authority for the use of which toll shall be charged and collected from the users, and includes-

(i) the slope, berm, borrow-pits and side drains of any such road,

(ii) all lands and embankments attached to any such road vested in the Authority for the purpose of the road,

(iii) access or link roads, if any, of any such road,

(iv) all bridges and culverts built on or across any such road,

(v) all fences, posts, structures and facilities on any such road or on any land attached to any such road and all road side trees on such land.]

Ordinance to override other laws, etc.

3. The provisions of this Ordinance and the rules made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

Establishment of the Authority

4. (1) There shall be an Authority to be called the [2][Bangladesh Bridge Authority] for carrying out the purpose of this Ordinance.

(2) The Authority shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and shall by the said name sue and be sued.

Head Office, etc.

5. (1) The Head Office of the Authority shall be located in Dhaka.

---

1 The word and symbol "by-pass" were substituted for the word "by pass" by section 5(c) of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

2 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 6 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

(2) The Authority may establish offices at such other places as it may think fit.

Composition of the Authority

[1][6. The Authority shall consist of the following members, namely:-

(a) Minister-in-charge of the Ministry or Division dealing with the Authority, who shall also be the Chairman of the Authority, *ex-officio*;

(b) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with the Authority, who shall also be the Vice-Chairman of the Authority, *ex-officio*;

(c) Chief of General Staff, Bangladesh Army, *ex-officio*;

(d) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with roads and railways, *ex-officio*;

(e) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with police, *ex-officio*;

(f) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with electricity and gas, *ex-officio*;

(g) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with land, *ex-officio*;

(h) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with water resources, *ex-officio*;

(i) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with economic relations, *ex-officio*;

(j) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with finance, *ex-officio*;

(k) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with law, *ex-officio*;

(l) Member, Planning Commission, dealing with physical infrastructure, *ex-officio*;

(m) Executive Director, who shall also be the Secretary to the Authority, *ex-officio*.]

Adviser

[2][**6A.** (1) There shall be two Advisers to the Authority who shall be nominated by the Government from amongst the

---

1 Section 6 was substituted by section 3 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

2 Section 6A was inserted by section 4 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

members of Parliament.

(2) An Adviser shall hold office for such period as the Government may determine from time to time.

(3) An Adviser may resign his office by writing under his hand addressed to the Government [1][:

Provided that no resignation shall take effect until it is accepted by the Government.]]

Functions of the Authority

7. Subject to general direction, supervision and control of the Government, the functions of the Authority shall be to-

[2][(a) undertake a feasibility studies for the establishment of bridges or for the construction of toll-roads;

(b) prepare comprehensive plans for the establishment of bridges or for the construction of toll-roads for the consideration and approval of the Government;

(c) take all necessary actions for the implementation of the plans approved by the Government under clause (b);]

(d) undertake steps to secure required fund both from external and internal sources for the implementation of such [3][plans];

[4][(e) enter into agreements with various agencies or organisations, internal or external, for securing funds for the implementation of such plans;]

---

1 The colon (:) was substituted for the full stop (.) and thereafter the proviso was added by section 7 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

2 Clauses (a), (b) and (c) were substituted by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 The word "plans" was substituted for the word "plan" by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

4 Clause (e) was substituted by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

[1][[2][(f) carry on administration, management, operation and maintenance of bridges and toll-roads established or constructed by it;]

[3][(g) take necessary steps to control, regulate or prohibit on, above or under any bridge or toll-road or in any part thereof, or in any restricted area of a bridge or toll-road, or in any part thereof, movement of any vehicles, men, animals or goods or carrying on any kind of activity or work, including construction, installation, repairing, or excavation work, which is prejudicial or likely to be prejudicial to the administration, management, operation, maintenance, preservation, safety and land use plan of such bridge or toll-road;

(gg) provide for the control, regulation and safety of traffic and vehicles on any bridge or toll-road and for the prevention and removal of obstructions, encroachments and nuisances on or near any bridge or toll-road;]

(h) do all necessary acts and things connected with the above functions and such other functions as may be advised by the Government for the purposes of this Ordinance.]

Meetings of the Authority

8. (1) The meetings of the Authority shall be held at such [4][times] and places and in such manner as may be prescribed:

Provided that, until so prescribed, such meetings shall be held at such times and places as may be determined by the Chairman.

(2) To constitute a quorum at a meeting of the Authority,

---

1 Clauses (f), (g) and (h) were substituted for the former clause (f) by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

2 Clause (f) was substituted by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 Clauses (g) and (gg) were substituted for the former clause (g) by section 5 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

4 The word "times" was substituted for the word "time" by section 8 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

not less than one-third of the total number of members shall be present:

Provided that for calculating the requisite one-third of the number of members, fraction of one-third shall be ignored and fraction of two-thirds shall be rounded off into a whole number.

[1][(3) All meetings of the Authority shall be presided over by the Chairman and, in his absence, by the Co-Chairman; and in the absence of both the Chairman and the Co-Chairman, by the Vice-Chairman.]

(4) All matters at a meeting of the Authority shall be decided by the votes of the majority of the members present and voting.

(5) At a meeting of the Authority, each member shall have one vote and, in the event of equality of votes, the person presiding shall have a second or casting vote.

(6) No act or proceeding of the Authority shall be invalid or be called in question merely on the ground of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Authority.

Acquisition of land

9. (1) Any land required by the Authority for carrying out the purpose of this Ordinance shall be deemed to be needed for a public purpose and such land may be requisitioned or acquired according to the requirements of the Authority.

(2) Whenever the Authority decides to lease or sell land acquired by it from any person, it shall offer to that person, or his heirs, executors or administrator, as the case may be, a prior right to take on lease or to purchase such land, at a rate to be fixed by the Authority.

(3) If, in any case, two or more persons claim to exercise a right offered under sub-section (2), to take on lease or to purchase any land, the right shall be exercisable by the persons who agrees to pay the highest sum for the land, not being less than the rate fixed by the Authority under that sub-section to the exclusion of the others.

General power of the Authority

10. (1) Subject to the other provisions of this Ordinance and

1 Sub-section (3) was substituted by section 3 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1992 (XXXVI of 1992).

the rules made thereunder[1][,] the Authority may take such measures and exercise such powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, the Authority may-

(a) cause studies, surveys, experiments and technical researches to be made or contribute towards the cost of any such studies, experiments or technical researches made by any other person at the request of the Authority;

(b) train personnel for the purposes of the [2][any bridge or toll-road];

(c) undertake any work or incur any expenditure within the budget or special allotment of fund for the purposes of the [3][any bridge or toll-road];

(d) place wires, poles, wall brackets, pipes, apparatus and appliances and erect pillars and construct bridge for transmission of electricity, gas, telephonic or telegraphic communications or movement of railways or road transport necessary for the [4][establishment, construction, operation or maintenance of any bridge or toll-road];

---

1 The comma (,) was inserted after the word "thereunder" by section 9 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

2 The words "any bridge or toll-road" were substituted for the words "multipurpose bridge" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 The words "any bridge or toll-road" were substituted for the words "multipurpose bridge" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

4 The words and commas "establishment, construction, operation or maintenance of any bridge or toll-road" were substituted for the words and comma "establishment, operation and maintenance of the multipurpose bridge" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

(e) seek and obtain advice and assistance for any purpose relating to [1][any bridge or toll-road] from any local authority or Government agency and such local authority or Government agency shall give advice and assistance sought by the Authority to the best of its ability, knowledge and judgement and the expenditure, if any, involved in such advice or assistance shall be borne by the Authority [2][;

(f) allow, under written agreement or other suitable arrangement, any Government agency or other organisation or person to install, operate and maintain such establishment and facilities on [3][any bridge or toll-road or in any part of the restricted area thereof] as the Authority may consider necessary for public purpose;

(g) charge and collect fees and tolls for the use of [4][any bridge or toll-road or any part of the restricted area thereof] by any Government agency or other organisation or person or any specified class of them;

(h) prohibit, for the purpose of maintenance of [5][any bridge or toll-road or for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge or toll-road] or any part thereof by all or any class of user for a specified period:

---

1 The words "any bridge or toll-road" were substituted for the words "multipurpose bridge" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

2 The semi-colon (;) was substituted for the full-stop (.) and thereafter clauses (f), (g) and (h) were added by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

3 The words "any bridge or toll-road or in any part of the restricted area thereof" were substituted for the words "the multipurpose bridge or within the restricted area" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

4 The words "any bridge or toll-road or any part of the restricted area thereof" were substituted for the words "the multipurpose bridge or any part of the restricted area" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

5 The words and comma "any bridge or toll-road or for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge or toll-road" were substituted for the words and comma "the multipurpose bridge and for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge" by section 6 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

Provided that where the Authority so prohibits, it shall notify all concerned in such manner as it may consider appropriate in the prevailing circumstances.]

Clearing and breaking of certain land prohibited

11. [1][(1) No person shall, except with the previous permission of the Authority, clear or break any land or erect or remove any structure within or from [2][any restricted area] or such part thereof as the Authority may specify.]

(2) The Authority shall pay compensation to such persons as may be affected by the prohibition under sub-section (1) in such manner and at such rate as may be prescribed.

Power to entry

12. (1) The Executive Director or any [3][officer of the Authority or other person] authorised by him in this behalf may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land or order to make any inspection, survey, experiment or enquiry or to erect pillars, make boring and excavation or to do any other act which may be necessary for the purpose of the Ordinance:

Provided that no such entry shall be made without giving the owner or the occupier of the land at least three days previous notice of the intention to make such entry.

(2) The Authority shall pay compensation for the damage, if any, caused to the land on account of any action under sub-section (1) at such rate and in such manner as may be prescribed.

Executive Director

13. (1) There shall be an Executive Director of the Authority who shall be appointed by the Government on such terms and conditions as may be determined by it or as may be prescribed.

---

1 Sub-section (1) was substituted by section 7 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

2 The words "any restricted area" were substituted for the words "the restricted area" by section 7 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 The words "officer of the Authority or other person" were substituted for the word "officer" by section 8 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

(2) The Executive Director shall be a whole time officer and the chief executive of the Authority.

(3) Subject to the provisions of this Ordinance, the Executive Director shall manage the business and fund of the Authority and shall be responsible for the proper execution of the decisions of the Authority.

(4) The Executive Director shall perform such other functions as may be assigned by the Authority or as may be prescribed.

(5) If a vacancy occurs in the office of the Executive Director or if the Executive Director is unable to discharge the functions of his office on account of absence, illness or any other cause, the Authority shall make such arrangement for discharging the functions of the Executive Director as it may consider expedient.

Appointment of officers, etc.

14. (1) The Authority shall, subject to such general and special instruction as the Government may give from time to time, appoint such officers, advisers, experts, consultants or other employees as it may consider necessary for the performance of its functions on such terms and conditions as may be determined or as may be prescribed.

(2) Where the service of a person in the service of the Republic or of a local authority is considered necessary for the purpose of establishment [1][or construction of any bridge or toll-road], it shall be lawful for the Government or, as the case may be, local authority to depute, upon a requisition from the Authority, that person to the Authority.

(3) A person deputed under sub-section (2) shall serve the Authority on such terms and conditions as may be determined by the Government or, as the case may be, local Authority.

Power to borrow

15. The Authority may, with the previous approval of the Government, borrow money for carrying out the purposes of this Ordinance and for securing any loan obtained by it.

---

1 The words "or construction of any bridge or toll-road" were substituted for the words "of the multipurpose bridge" by section 8 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

Authority Fund

16. (1) There shall be a fund to be called the [1][Bangladesh Bridge Authority] Fund which shall be utilised by the Authority to meet the charges in connection with its functions under this Ordinance.

(2) To the credit of the [2][Bangladesh Bridge Authority] Fund shall be placed-

(a) grants made by the Government;

(b) loans obtained from the Government;

(c) grants made by the local authorities;

(d) loans raised by the Authority from inside Bangladesh;

(e) foreign aid and loans obtained with the approval of the Government;

(f) sale proceeds of bonds issued by the Authority;

[3][(ff) tolls and fees collected by the Authority;]

(g) all other sums received by the Authority.

(3) The funds of the Authority shall be kept in such scheduled bank or banks as it may deem fit.

Budget

17. The Authority shall, by such date as the Government may fix, submit to the Government for its approval a budget for each financial year showing the estimated receipts and expenditure during that year and the sum which are likely to be required from the Government for that financial year.

Audit and Accounts

18. (1) The Authority shall maintain its accounts in such manner and form as the Government may prescribe.

---

1 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 10(a) of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

2 The words "Bangladesh Bridge Authority" were substituted for the words "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" by section 10(b) of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

3 Clause (ff) was inserted by section 9 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

(2) The accounts of the Authority shall be audited by not less than two auditors, being chartered accountants within the meaning of the Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973), who shall be appointed by the Authority with the approval of the Government.

(3) Every auditor appointed under sub-section (2) shall be given a copy of the accounts of the Authority together with the accounts books and vouchers relating thereto for examination and shall at all reasonable times have access to all records, books, documents, cash, sureties, stores and other property of the Authority, and may in connection with such accounts examine the Chairman, any member, officer or employee of the Authority.

[1][(4) The auditors shall complete the audit within six months of the expiry of the financial year in respect of which the audit is made and shall, within three months send to the Authority the audit report with a copy thereof to the Government.]

(5) The accounts of the Authority shall also be audited by the Comptroller and Auditor-General of Bangladesh, hereinafter in this section referred to as the Auditor-General, in such manner as he deems fit.

(6) For the purpose of an Audit under sub-section (5), the Auditor-General or any person authorised by him in this behalf shall have access to all records, books, documents, cash, securities, stores and other property of the Authority and may examine the Chairman, any member or any officer or employee of the Authority.

(7) The Auditor-General shall, as soon as possible after completion of the audit, send to the Authority his audit report with a copy thereof to the Government.

19. (1) The Authority shall submit a half-yearly report to the Government on the conduct of its affairs. Submission of reports and returns

1 Sub-section (4) was substituted by section 9 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

(2) The Government may require the Authority to furnish any return, statement, estimate, statistics or other information regarding any matter under the control of the Authority and the Authority shall comply with every such requisition.

Committee

20. The Authority may appoint such committees as may be necessary to discharge such functions as may be assigned to them by the Authority or to assist the Executive Director in the performance of his functions.

Establishment of Police Stations

[1][**20A.** (1) There shall be established two police stations-one for the eastern part of the Bangabandhu Bridge on Jamuna river, including the restricted area thereof, in the district of Tangail and the other for the western part of the said Bridge including the restricted area thereof, in the district of Sirajganj.

(2) The Government may, if deemed necessary for proper administration, by notification in the *official Gazette*, add any other areas to the said police stations.

(3) The areas of the said police stations, including the areas added to them under sub-section (2), shall stand excluded from the areas of the police stations to which they were included immediately before their forming the police-stations or addition thereto, as the case may be; and the relevant notifications or orders relating to the areas of the old police station shall also stand amended accordingly.

(4) The officer-in-charge of each such police station shall be a police officer not below the rank of an Inspector of Police.

(5) The expenditure in respect of the police stations shall be borne by the Authority.

(6) In discharging their duties in respect of any matter under this Ordinance or under any rules or regulations, or, under any orders or directions made or given by the Authority thereunder, the police officers of these police stations shall be under the supervision and control of the Authority and accountable to it.

---

1 Sections 20A-20P were inserted by section 10 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

(7) The Government may, if deemed necessary, establish similar police stations for any other bridges or for any toll-roads, and where any such police station is established the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) shall, *mutatis mutandis*, apply.

Closure of bridges or toll-roads

20B. If the Authority is of opinion that any bridge or toll-road, or any specified part thereof, cannot be used without danger to the users or the public, or is no longer in a fit state for the carriage of any specified class of traffic, it may, by notice in writing displayed prominently in or near such bridge or toll-road, order that the bridge or toll-road, or any specified part thereof, shall be closed to the users or the public or to all traffic or to any specified class of traffic.

Prevention of encroachments, etc.

20C. The Authority may take such measures, including causing use of force, as may be necessary for the prevention of any encroachments or obstructions, movable or immovable, or any nuisance on, over, under or near any bridge or toll-road or in any part thereof, or for removal of the same therefrom.

Halt, etc.

20D. Any police officer or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, may halt, inspect and search any vehicle on or near any bridge or toll-road, or may examine and search any person driving, travelling in or in charge of such vehicle, if there is reason to believe that any provisions of this Ordinance, or of any rules or regulations, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, have been contravened in respect of such vehicle or by such person.

Forfeiture

20E. If any vehicle without any lawful excuse is found on any bridge or toll-road parking, stopping, moving or plying in contravention of any provisions of this Ordinance, or of any rules or regulations, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, or carrying any passenger or goods in contravention thereof, the vehicle, and the goods where applicable, may be forfeited to the Authority in such manner as may be prescribed by regulations.

Penalty for unlawful obstructions, etc.

20F. Whoever without lawful excuse wilfully-

(a) obstructs traffic on any bridge or toll-road;

(b) injures, damages or destroys any boundary or demarcation line, wall or fence or any mark, sign or symbol, made or displayed for the purpose of setting out the line or route of traffic on any bridge or toll-road or safety of vehicles or passengers thereon, or preserving it;

(c) removes, destroys, defaces or otherwise obliterates any notice or document put up or exhibited by the Authority on or near any bridge or toll-road,

shall be punishable with fine which may extend to two thousand taka.

Penalty for contravention of rules and regulations

20G. Any rules or regulations may provide that a contravention or breach thereof, or a disobedience of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, shall be punishable, where no penalty has been specified therefor in this Ordinance, with fine which may extend to five thousand taka, and, in the case of a continuing contravention or breach or disobedience, with a further fine which may extend to five hundred taka for every day after the first during which the offence continues to be committed.

Removal or arrest without warrant

20H. (1) Any police officer, or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, may arrest without warrant any person committing on any bridge or toll-road within his view an offence under section 20F or a breach or contravention of any provisions of any rules or regulations, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, and such arrested person shall be punishable with fine which may extend to one thousand taka or more:

Provided that if a mere removal of the said person from the bridge or toll-road, as the case may be, is considered enough and no further action is deemed necessary in the circumstances of the case, the person may be removed therefrom without arresting him using such force as may be necessary to effect the removal.

(2) The person arrested under sub-section (1) shall be released, if he has given his name and address on demand and there is reason to believe that the name and address given by him are correct, or if his true name and address are ascertained, on his executing a bond without sureties for his appearance before a Magistrate when required.

(3) If the person arrested under sub-section (1) can not be released under sub-section (2), he shall, forthwith be forwarded to the nearest Magistrate having jurisdiction, or to the nearest police-station, to be dealt with in accordance with law.

(4) The provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) shall, so far as may be, apply to bond executed under this section.

Special procedure for disposal of cases before trial

20I. (1) Any Court taking cognizance of an offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations shall state in the summons to be served on the accused person that he may-

(a) appear by an advocate and need not attend in person,

(b) by a date specified in the summons, admit that he has committed the offence complained of by a registered letter sent to the Court or by a petition submitted to it, and remit to the Court or pay in it such sum, not exceeding one-fifth of the maximum amount of fine specified for such offence, as may be mentioned by the Court in the summons.

(2) Where the accused person admits that he has committed the offence complained of, and remits or pays the sum mentioned in the summons, no further proceedings in respect of the offence shall be taken against him.

(3) Where the accused person does not admit that he has committed the offence and does not remit or pay the sum mentioned in the summons within the time specified therein, further proceedings in respect of the offence shall continue against him.

Power of police officers or officers of the Authority to impose fine on the spot

20J. (1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, where any police officer not below the rank of a Sub-Inspector or Sergeant, or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, finds that a person is committing, or has committed, within his view on any bridge or toll-road, or in any restricted area thereof, an offence punishable under any rules or regulations with fine not extending to one thousand taka, he may fine him on the spot, the amount of which shall not exceed one-fifth of the maximum amount of fine specified for the offence.

(2) Before any fine is imposed under sub-section (1), the accused shall be served with a notice in the form prescribed by regulations, by handing it over to him, specifying-

(a) the offence committed by him,

(b) the amount of fine which he is to pay,

(c) the manner in which and the time within which the fine is to be paid,

and directing him to say whether he admits that he has committed the offence and agrees to pay the fine specified therein.

(3) Where the accused person admits that he has committed the offence, and agrees to pay the fine, specified in the said notice, it shall be noted on the body of the notice and signed by him, whereupon no prosecution in respect of the offence shall be initiated against him.

(4) Where the accused person fails to pay the fine agreed as aforesaid in the manner and within the time specified in the said notice, it shall be recovered from him as a public demand.

(5) Where the accused person does not admit that he has committed the offence and does not agree to pay the fine specified in the said notice, he may be prosecuted for the offence before the Court.

20K. (1) No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations except on a report in writing made by a police officer not below the rank of a Sub-Inspector or Sergeant or by an officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order.

Cognizance and trial

(2) An offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations shall be tried in a summary way following the procedure laid down in Chapter XXII of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).

20L. (1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, the Authority may, if it deems it expedient in the public interest so to do, form, with the prior approval of the Government, one or more companies, with such share capital as it may determine, for the purpose of transferring to them the ownership, administration, management, operation and maintenance of any bridge or toll-road, or both, after the completion thereof.

Formation of companies for transfer of bridges and toll-roads to them

(2) The Authority may own and hold all or any number of shares of any such company, but initially it shall hold all the shares thereof.

(3) The Authority may, with the prior approval of the Government, transfer to the public or to any organisation or institution all or any number of shares of any such company owned and held by it.

20M. (1) Where any company is formed under section 20L for any bridge or toll-road, the Authority shall transfer its ownership, right, title, interest, power and possession, together with its obligations, debts and liabilities, in respect of such bridge or toll-road, as the case may be, to the company in such manner, and on such terms and conditions, and for such consideration, as may be agreed upon between the Authority and the company.

Transfer of ownership, etc. of bridges and toll-roads

(2) Upon the transfer as aforesaid, the said company shall carry on the administration, management, operation and maintenance of the bridge or toll-road, as the case may be, so transferred in an efficient and business-like manner keeping in view the investments made, costs incurred, purpose for which it is established or constructed and the interest of the public.

(3) Notwithstanding the transfer of any bridge or toll-road under sub-section (1), the provisions of this Ordinance and the rules and regulations shall continue to apply to such bridge or toll-road, as the case may be, and the said company shall exercise all rights and powers of the Authority regarding the administration, management, operation and maintenance of such bridge or toll-road, as the case may be, under this Ordinance and the rules and regulations, including the power to make or give orders or directions in respect thereof under any regulations, as if it were the Authority.

Lease of bridges and toll-roads

20N. (1) The Authority may, if it deems it fit so to do, lease out any bridge or toll-road to any person for such period, and on such terms and conditions, as may be determined by it for the purpose of administration, management, operation and maintenance of such bridge or toll-road, as the case may be.

(2) The Authority shall select the lessees through open tenders invited in such manner as may be prescribed by regulations.

(3) The instrument of lease under this section shall provide for termination of the lease, and for compensation, in case of failure on the part of the lessee to fulfil the terms and conditions of the lease.

(4) A lessee shall have all the powers and rights of the Authority in respect of administration, management, operation and maintenance of the bridge or toll-road, as the case may be, leased out to him, and he shall exercise those powers and rights under this Ordinance and the rules and regulations.

(5) All arrear payments due from the lessee to the Authority shall be recoverable as public demand.

20 O. (1) The Authority may, if it deems it expedient in the interest of better administration, management, operation and maintenance of any bridge or toll-road so to do, appoint, on contract in writing, any person as its agent for the administration, management, operation and maintenance of such bridge or toll-road, as the case may be. Management, etc.. of bridges and toll-roads through agents

(2) The instrument of contract under this section shall provide for termination of the appointment of the agent for his inefficiency, misconduct or corruption or for his negligence or failure to discharge his duties to the satisfaction of the Authority.

(3) The agent shall discharge his duties under the supervision and control of the Authority and shall be responsible to the Authority for all his activities as its agent.

(4) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, the Authority may authorise the Agent or any officer employed by it to exercise any functions under sections 20D, 20H, 20J and 20K as if he were an officer of the Authority.

20P. Nothing in this Ordinance or in the rules or regulations shall prevent any person from being prosecuted under any other law for any offence punishable under this Ordinance or under the rules or regulations: Savings of prosecution under other laws

Provided that no person shall be punished twice for the same offence.]

21. The Authority may, by notified orders, direct that any power or duty, conferred or imposed by this Ordinance upon the Authority shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised or discharged also by the Chairman or a member, or by the Executive Director or any other officer of the Authority. Delegations of powers

Section 23 and 23A of Act VI of 1973 not to apply

[1][**21A.** The provisions of sections 23 and 23A of the Insurance Corporations Act, 1973 (VI of 1973) shall not apply to an insurance relating to any work which is necessary for the establishment [2][or construction of any bridge or toll-road].]

Indemnity

22. No suit, prosecution or other legal [3][proceedings] shall lie against the Authority, the Chairman, any member, Executive Director or any other officer, consultant or [4][employee of the Authority] for anything done or intended to be done in good faith under this Ordinance.

Power to make rules

23. The Government may, by notification in the *official Gazette,* make rules for carrying out the purpose of this Ordinance.

Power to make regulations

24. [5][(1)] The Authority may make regulations, not in consistent with the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, to provide for all matters not required to be provided for by rules and for which provisions is necessary or expedient for carrying out the purpose of this Ordinance.

[6][(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, and all matters incidental, consequential and supplementary thereto, namely:-

---

1 Section 21A was inserted by section 10 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 (Act No. XII of 1996).

2 The words "or construction of any bridge or toll-road" were substituted for the words "of the multipurpose bridge" by section 11 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

3 The word "proceedings" was substituted for the word "proceeding" by section 11 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

4 The words "employee of the Authority" were substituted for the words "employee or the Authority" by section 11 of Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 (Act. No. LVI of 2009) (with effect from 18th December, 2007).

5 The existing provision of section 24 was numbered as sub-section (1) of that section by section 12 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

6 Sub-sections (2) and (3) were added by section 12 of the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 (Act No. XXI of 1998).

(a) regulation and control of vehicles and traffic on or near any bridge or toll-road for the purpose of preventing danger to, and ensuring safety and convenience of, the vehicles, traffic and the public;

(b) regulation of the use of any bridge or toll-road, code of traffic signal, and hour of lighting;

(c) provision of safety of traffic on any bridge or toll-road;

(d) prohibition or regulation of the use of any bridge or toll-road for any purpose other than the purpose for which it is established or constructed;

(e) prohibition or regulation of the use of any bridge or toll-road by persons walking, riding, cycling, or leading or accompanying cattle, so as to prevent danger or obstruction to, or inconvenience of, the traffic and the public;

(f) prohibition or regulation of movement of animals, goods, heavy machinery, dangerous materials or explosives or any specified type of vehicle on any bridge or toll-road;

(g) fixation of maximum length, height, width, axle load, weight or carrying capacity of any vehicle, including train, permitted to use any bridge or toll-road, number of vehicles that may be allowed thereon at a time, and the maximum and minimum limit of speed of any type of vehicle, including train, moving on the same;

(h) prohibition or regulation of parking any vehicle, or storing of any goods on or near any bridge or toll-road;

(i) inspection, search, seizure, removal or forfeiture of any vehicle or goods found on or near any bridge or toll-road in violation of any regulation or any order or direction made or given by the Authority thereunder;

(j) search, examination or removal of any person found walking, loitering or driving any vehicle or cattle, or causing any nuisance, on or near any bridge or toll-road in violation of any regulation, or any order or direction made or given by the Authority thereunder;

(k) definition, prevention and removal of nuisances on or near any bridge or toll-road;

(l) prevention and removal of obstruction or encroachment on or near any bridge or toll-road;

(m) stopping unauthorised work, and demolition of unauthorised construction or installation, on or near any bridge or toll-road;

(n) temporary closing of any bridge or toll-road, or any part thereof, for repairs or other maintenance work, or for any construction installation or maintenance work being done by any Government agency in respect of any establishment owned or operated by such agency or for any other public purpose;

(o) regulation of any kind of construction, installation or excavation work for any purpose whatsoever on or near any bridge or toll-road or in any restricted area thereof;

(p) prohibition or regulation of any stall, shed, shop, market, bazar or vending, or any trading, commercial or industrial activity on or near any bridge or toll-road;

(q) regulation and control of river traffic, anchoring or fastening of vessels, and loading and unloading of passengers and cargo in the river or water body, or embankments thereof within the area of any bridge;

(r) administration, operation, maintenance and preservation of any bridge or toll-road;

(s) charge of tolls and fees on the users of any bridge or toll-road, or of any facility attached thereto, and collection thereof;

(t) penalty for contravention or disobedience of any regulation or any order or direction made or given by the Authority thereunder.

(3) All regulations shall be notified in the *official Gazette* and copies thereof shall be kept available at all offices of the Authority for inspection and sale.]

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 12th August 1985.]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

CORRIGENDUM

Dhaka, the 12th August, 1985

No. 688-Law.—In the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), published by Notification No. 628-Pub, dated the 4th July. 1985, in the *Bangladesh Gazette, Extraordinary* (pages 4407 to 4414),—

(*a*) in section 3, *for* "force" please *read* "in force";

(*b*) in section 5(*2*), *for* "places at" please *read* "places as";

(*c*) in section 6(*1*),—

(*i*) in clause (*c*), *for* ";" please *read* ", *ex-officio*;";

(*ii*) *for* clause (*l*) and the entries therein please *read* the following, namely:—

"(*l*) Executive Director of the Authority who shall also be the Secretary of the Authority.";

(*d*) in section 9(*2*), *for* "administration" please *read* "administrators";

(*e*) in section 11(*2*), *for* "rate may" please *read* "rate as may".

By order of the President

MD. ABUL BASHAR BHUIYAN

Deputy Secretary (Drafting).

Price : 10 Paisa

BGP-85/86-2682G—10940—15-8-1985.

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ আগস্ট ২০০৭

নং ২৮-(মুঃপ্রঃ আইন)/বিজি-১/যমুনা-অধ্যাদেশ-১৯/২০০২।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ)-এর নিম্নরূপ বাংলায় অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

১৯৮৫ সনের ৩৪ নং অধ্যাদেশ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিবার বিধানের উদ্দেশ্যে

একটি অধ্যাদেশ

যেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং তৎসম্পর্কিত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এক্ষণে, ২৪ মার্চ, ১৯৮২ তারিখের ফরমান অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন করিলেন ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই অধ্যাদেশ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,—

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রতিষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ;

(কক) "সেতু" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে কোন নদী বা জলরাশিপূর্ণ এলাকার উপর নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন এক হাজার পাঁচশত মিটার অথবা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের যেকোন সেতু এবং নিম্নবর্ণিত সেতুও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে—

(অ) কোন বহুমুখী সেতু;

(আ) এইরূপ যে কোন সেতুর সংযোগ সড়ক;

(ই) এইরূপ যে কোন সেতুর সংযোগ সড়কসমূহের ঢাল, বার্ম, বরোপিট এবং পার্শ্ববর্তী নালাসমূহ;

(ঈ) এই সেতুর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত যে কোন সেতু সংলগ্ন সকল জমি ও বাঁধ;

(উ) এইরূপ যে কোন সেতু এলাকার অন্তর্ভুক্ত নদী বা জলরাশিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যমান সকল ঘাট, অবতরণ স্থল, জেটি, নালা এবং সংরক্ষিত বাঁধ; এবং

(ঊ) এইরূপ যে কোন সেতুর নিচের নদী অথবা জলাধার;

(খ) "চেয়ারম্যান" অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;

(গ) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক;

(ঘ) "সরকারী সংস্থা" অর্থ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা এবং তৎসহ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত কর্পোরেশন, বা অন্যান্য সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(ঘঘ) "রক্ষণাবেক্ষণ" অর্থ কোন সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে, প্রয়োজন অনুসারে, উক্ত সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহারোপযোগী রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং উহা সংরক্ষণ ও রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিবেচিত এইরূপ কোন স্থাপনা এবং সহায়ক ব্যবস্থা এবং সেতুর ক্ষেত্রে, নদী শাসন সংক্রান্ত (পূর্ত কার্যাদি) রক্ষণাবেক্ষণ কার্যাদিও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

(ঙ) "বহুমুখী সেতু" অর্থ একাধিক উদ্দেশ্যে নির্মিত সেতু;

(চ) "সদস্য" অর্থ কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য;

(ছ) "পরিচালনা" অর্থ সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে এইরূপ সেতু অথবা টোল সড়কের উপর যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং যানবাহন পরিদর্শন এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডসমূহ;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(জজ) "প্রবিধান" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সেতু, অথবা, টোল সড়কের সন্নিকটস্থ নির্দিষ্ট যে কোন এলাকা বা এলাকাসমূহ;

(ঞ) "নদীশাসন কার্যক্রম" অর্থ উজান এবং ভাটি উভয় দিকের গাইড বাঁধ, জমি, বেড়ীবাঁধ, সংরক্ষিত নদীর পাড়, ভরাটকৃত এলাকা এবং সেতু রক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য কার্যাবলী, এবং যমুনা নদীতে যমুনা সেতুর সংশ্লিষ্ট ভূয়াপুর হার্ডপয়েন্টের সংরক্ষিত কার্যসমূহ;

(ট) "বিধি" অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি;

(ঠ) "টোল সড়ক" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত অথবা নির্মাণাধীন সড়ক, বিকল্প সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে বা রিংরোড এবং যাহা ব্যবহার করিবার জন্য ব্যবহারকারীর নিকট হইতে টোল আরোপ এবং আদায় করা হইবে এবং তৎসহ—

(অ) অনুরূপ কোন সড়কের ঢাল, বার্ম, বরোপিটস এবং পার্শ্ববর্তী নালা;

(আ) সড়কের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত এইরূপ যে কোন সড়ক সংলগ্ন ভূমি ও বাঁধ;

(ই) অনুরূপ কোন সড়কের প্রবেশ পথ বা সংযোগ সড়কসমূহ, যদি থাকে;

(ঈ) অনুরূপ কোন সড়কের উপর বা আড়াআড়ি নির্মিত সকল সেতু ও কালভার্ট; এবং

(উ) অনুরূপ কোন সড়কের সকল বেড়া, খুঁটি, কাঠামো এবং সুবিধাদি অথবা এইরূপ কোন সড়ক সংলগ্ন কোন ভূমি এবং উক্ত ভূমির উপর সকল রাস্তার পার্শ্ববর্তী গাছ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **অন্যান্য আইনের উপর অধ্যাদেশের প্রাধান্য, ইত্যাদি।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি কার্যকর হইবে।

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ নামে একটি কর্তৃপক্ষ থাকিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিবার, ধারণ করিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধেও মামলা করা যাইবে।

৫। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ স্থানে উহার কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **কর্তৃপক্ষ গঠন।**—নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, যিনি পদাধিকারবলে উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) চীফ অব জেনারেল স্টাফ, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পদাধিকারবলে;

(ঘ) সড়ক ও রেলপথ মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঙ) পুলিশ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(চ) বিদ্যুৎ ও গ্যাস সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ছ) ভূমি সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(জ) পানিসম্পদ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঝ) অর্থনৈতিক সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঞ) অর্থ সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ট) আইন সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, পদাধিকারবলে;

(ঠ) ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, পদাধিকারবলে;

(ড) নির্বাহী পরিচালক, যিনি পদাধিকারবলে কর্তৃপক্ষের সচিবও হইবেন।

৬ক। **উপদেষ্টা।**—(১) কর্তৃপক্ষের দুইজন উপদেষ্টা থাকিবেন যাহারা সরকার কর্তৃক সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন।

(২) একজন উপদেষ্টা সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মেয়াদের জন্য পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) একজন উপদেষ্টা সরকারের উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। **কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী।**—সরকারের সাধারণ নির্দেশনা, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী হইবে—

(ক) সেতু স্থাপন বা টোল সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই কার্যক্রম গ্রহণ;

(খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু স্থাপন বা টোল সড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত;

(গ) দফা (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় উৎস হইতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করিবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঙ) অনুরূপ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বা বিদেশী বিভিন্ন এজেন্সি বা সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত বা নির্মিত সেতু ও টোল সড়কসমূহের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;

(ছ) অনুরূপ কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপরে অথবা নিম্নে, অথবা উহার যে কোন অংশে, অথবা অনুরূপ সেতু বা টোল সড়কের কোন সংরক্ষিত এলাকায় অথবা উহার কোন অংশে, অনুরূপ সেতু অথবা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা এবং ভূমি ব্যবহার

পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ যে কোন যানবাহন, মানুষ, পশু, অথবা মালামাল চলাচল, অথবা যে কোন প্রকার কাজকর্ম অথবা নির্মাণ স্থাপন, মেরামত, অথবা খনন কার্যসহ যে কোন প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা অথবা নিষিদ্ধকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছছ) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচল এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য এবং কোন সেতু বা টোল সড়কের উপর বা নিকটে বাধা সৃষ্টি, অনুপ্রবেশ এবং উপদ্রব প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য বিধান প্রণয়ন;

(জ) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পরামর্শ অনুসারে এবং উপরি-উল্লিখিত কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট এইরূপ অন্যান্য কার্যাবলীসহ প্রয়োজনীয় কার্য ও ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **কর্তৃপক্ষের সভা।**—(১) নির্ধারিত সময়, স্থান ও পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সভা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনীয় এক-তৃতীয়াংশ সদস্য গণনার ক্ষেত্রে এক-তৃতীয়াংশের ভগ্নাংশকে গণনা করা যাইবে না এবং দুই-তৃতীয়াংশের ভগ্নাংশ একটি পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে গণনা করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের সভায়, প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) কেবল কোন সদস্য পদের শূন্যতা অথবা কর্তৃপক্ষ গঠনে কোন ত্রুটির কারণে কর্তৃপক্ষের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না অথবা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **ভূমি হুকুম দখল।**—(১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের কোন ভূমি আবশ্যক হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ভূমি কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে অধিগ্রহণ বা হুকুম দখল করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হুকুম দখলকৃত কোন ভূমি ইজারা প্রদান অথবা বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হারে উক্ত ব্যক্তি অথবা তাহার আওতাধীন, সম্পাদনকারী বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসককে উক্ত ভূমি ইজারা গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত অধিকারবলে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হার হইতে কোন ভূমি ইজারা গ্রহণ অথবা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, সেইক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত ভূমির অধিক মূল্য প্রদানে সম্মত হইবে তাহার অধিকার প্রয়োগযোগ্য হইবে।

১০। **কর্তৃপক্ষের সাধারণ ক্ষমতা।**—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলী এবং তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া কর্তৃপক্ষ—

(ক) সমীক্ষা, জরিপ, পরীক্ষা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ অথবা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত এইরূপ সমীক্ষা, পরীক্ষা অথবা কারিগরি গবেষণা সম্পাদনে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য জনবল প্রশিক্ষিত করিতে পারিবে;

(গ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য বাজেটের মধ্যে অথবা বিশেষ অর্থ বরাদ্দের আওতায় যে কোন কার্য সম্পাদন অথবা যে কোন ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবে;

(ঘ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক স্থাপন, নির্মাণ, পরিচালনা, অথবা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, অথবা টেলিযোগাযোগ সঞ্চালনের জন্য অথবা রেলওয়ে চলাচল অথবা সড়ক যোগাযোগের জন্য সেতু নির্মাণ এবং তার, খুঁটি, ওয়ালব্রাকেট, পাইপ, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম স্থাপন এবং নির্মাণ স্থাপন করিতে পারিবে।

(ঙ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী সংস্থা হইতে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক সংশ্লিষ্ট যে কোন উদ্দেশ্যে পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সরকারী সংস্থা উহার সর্বোচ্চ ক্ষমতা, জ্ঞান এবং বিবেচনা মতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান করিবে এবং অনুরূপ পরামর্শ উপদেশ বা সহায়তা প্রদানে, কোন ব্যয় সংশ্লিষ্ট থাকিলে কর্তৃপক্ষ উহা বহন করিবে;

(চ) কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন সংরক্ষিত এলাকায়, লিখিত চুক্তি অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক ব্যবস্থার অধীন, যে কোন সরকারী সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তিকে, অনুরূপ স্থাপনা ও সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) সরকারের কোন সংস্থা অথবা অন্যান্য সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা উহাদের সুনির্দিষ্ট কোন শ্রেণী কর্তৃক যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার সংরক্ষিত কোন অংশ ব্যবহারের ফি এবং টোল ধার্য এবং আদায় করিতে পারিবে;

(জ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অথবা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ অন্যান্য উদ্দেশ্যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন অংশ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, সেইক্ষেত্রে উহা বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যেরূপ যথাযথ মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবে।

১১। **কতিপয় ভূমি পরিষ্কার এবং ভাংগা নিষিদ্ধকরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন সংরক্ষিত এলাকায় বা উহার কোন অংশের অভ্যন্তরে অথবা কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে উহা হইতে কোন ভূমি পরিষ্কার করিতে বা ভাঙ্গিতে অথবা কোন প্রকার কাঠামো নির্মাণ বা অপসারণ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিষিদ্ধকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১২। **প্রবেশের ক্ষমতা।**—(১) নির্বাহী পরিচালক অথবা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সহকারী ও কর্মীসহ বা ব্যতীত, কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে অথবা কোন প্রকার পরিদর্শন, জরিপ, পরীক্ষা অথবা তদন্তের আদেশ প্রদান, অথবা খুঁটি নির্মাণ ও গর্ত খুঁড়িতে ও খনন বা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমির মালিক অথবা দখলদারকে অন্যূন তিন দিন পূর্বে এইরূপ প্রবেশের অভিপ্রায় সংক্রান্ত প্রাক-বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ব্যতিরেকে উক্তরূপ ভূমিতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি সাধিত হইলে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১৩। **নির্বাহী পরিচালক।**—(১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে বা পদ্ধতিতে তদ্‌কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের কার্যাবলী ও তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৪) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অথবা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৫) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য যে কোন কারণে, নির্বাহী পরিচালক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, কর্তৃপক্ষ যেরূপ সমীচীন মনে করিবে সেইরূপে নির্বাহী পরিচালকের কার্যাবলী সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৪। **কর্মকর্তা নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) কর্তৃপক্ষ সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত শর্তে উহার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টা অথবা অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির চাকরি কোন সেতু বা টোল সড়ক স্থাপন ও নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেইক্ষেত্রে সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জন্য, উক্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত চাহিদা অনুসারে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেষণে নিয়োগ করা আইনানুগ হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রেষণে নিযুক্ত ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অথবা, ক্ষেত্রমত, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত শর্তে কর্তৃপক্ষের অধীন চাকরি করিবেন।

১৫। **ঋণ করিবার ক্ষমতা।**—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং তদ্‌কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৬.। **কর্তৃপক্ষের তহবিল।**—(১) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন উহার কার্যাবলীর ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হইবে।

(২) যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) সরকার হইতে প্রাপ্ত ঋণ;

(গ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঙ) সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(চচ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত টোল ও ফি;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্যান্য অর্থ।

(৩) কর্তৃপক্ষের তহবিল কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে উপযুক্ত কোন তফসিলী ব্যাংক বা ব্যাংকসমূহে জমা হইবে।

১৭। বাজেট।—কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উক্ত বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের বিবরণী এবং উক্ত অর্থ বৎসরের জন্য সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক একটি বাজেট অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে।

১৮। নিরীক্ষা ও হিসাব।—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে, উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউন্টস অর্ডার, ১৯৭৩ (১৯৭৩ পি, ও, নং ২) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে অন্যূন দুইজন নিরীক্ষক কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে নিরীক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষের সকল হিসাব-বহি ও ভাউচারের সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাবের একটি কপি প্রদান করা হইবে, এবং সকল যুক্তিসংগত সময়ে কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে, এবং তাহারা এইরূপ হিসাবের জন্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সমাপ্ত করিবেন, এবং তিন মাসের মধ্যে উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষের হিসাবসমূহ, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, দ্বারা তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করা হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক অথবা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তির, কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, বহি, দলিল, নগদ অর্থ, জামানত, ভান্ডার, এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৭) মহা-হিসাব নিরীক্ষক নিরীক্ষা সম্পন্ন করিবার পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, কর্তৃপক্ষের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণপূর্বক উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৯। প্রতিবেদন এবং রিটার্ণ পেশ।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলী সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(২) সরকার, কর্তৃপক্ষের নিকট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন বিষয়ে যে কোন প্রকার রিটার্ণ, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্যান্য তথ্য চাহিতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **কমিটি।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে অথবা নির্বাহী পরিচালক-কে তাহার দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি নিযুক্ত করিতে পারিবে।

২০ক। **পুলিশ স্টেশন স্থাপন।**—(১) দুইটি পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হইবে, উহাদের একটি টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব অংশ ও উহার সংরক্ষিত এলাকার জন্য এবং অন্যটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উক্ত সেতুর পশ্চিম অংশ ও উহার সংরক্ষিত এলাকার জন্য হইবে।

(২) সরকার সুষ্ঠু প্রশাসনের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করিলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত পুলিশ স্টেশনসমূহে অন্য যে কোন এলাকা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন অন্তর্ভুক্ত পুলিশ স্টেশনসমূহের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা, ক্ষেত্রমত, সেই সকল পুলিশ স্টেশনসমূহ গঠন অথবা উহাদের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত এলাকা যে সকল পুলিশ স্টেশনের এখতিয়ারভুক্ত ছিল উহা এখতিয়ারভুক্ত থাকিবে না; এবং পূর্বতন পুলিশ স্টেশনসমূহের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা সংশ্লিষ্ট সকল আদেশ বা বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে সংশোধিত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) অনুরূপ প্রতিটি পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ পদমর্যাদার নিম্নে হইবেন না।

(৫) পুলিশ স্টেশনের ব্যয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা হইবে।

(৬) এই অধ্যাদেশের অধীন অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানমালার অধীন অথবা উহার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত বা প্রদত্ত কোন নির্দেশ বা আদেশের অধীন যে কোন বিষয়ে কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে, এই সকল থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৭) সরকার , প্রয়োজন মনে করিলে, অন্য যে কোন সেতু অথবা যে কোন টোল সড়কের জন্য এই ধরণের পুলিশ স্টেশন স্থাপন করিতে পারিবে এবং যেক্ষেত্রে এইরূপ পুলিশ স্টেশন স্থাপিত হইবে সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) এবং (৬) এর বিধানসমূহ, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

২০খ। **সেতু অথবা টোল সড়ক বন্ধকরণ।**—কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহারকারী অথবা জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক হওয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব নহে অথবা উহা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের জন্য আর উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এইরূপ সেতু বা টোল সড়কের গাত্রে অথবা নিকটে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত লিখিত নোটিশ দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত সেতু বা টোল সড়ক অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ, ব্যবহারকারী অথবা জনসাধারণ অথবা সকল প্রকার যানবাহন অথবা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ থাকিবে।

২০গ। **অন্যান্য দখল প্রতিরোধ, ইত্যাদি।**—কোন সেতু বা টোল সড়ক বা উহার কোন অংশ বিশেষের উপর, নিম্নে, উর্ধ্বে বা নিকটে যে কোন প্রকার অন্যায় দখল অথবা বাধা সৃষ্টি, স্থাবর বা অস্থাবর, অথবা যে কোন প্রকারের উপদ্রব প্রতিরোধ বা তথা হইতে উপরি-উক্ত যে কোন পরিস্থিতি দূরীকরণের জন্য, কর্তৃপক্ষ, শক্তি প্রয়োগ করিবার উদ্যোগসহ যেকোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০ঘ। **থামানো, ইত্যাদি।**—যদি কোন যানবাহন বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে, উক্ত যানবাহন বা ব্যক্তি দ্বারা এই অধ্যাদেশের অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানের অথবা উহার এখতিয়ারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা জারিকৃত কোন নির্দেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তা, যে কোন সেতুতে বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে যে কোন যানবাহন থামাইতে, পরিদর্শন এবং তল্লাশী করিতে অথবা এইরূপ যানবাহনের চালক, যাত্রী অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা এবং তল্লাশী করিতে পারিবে।

২০ঙ। **বাজেয়াপ্তকরণ।**—এই অধ্যাদেশের বিধান অথবা কোন বিধি বা প্রবিধান বা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা কৃত কোন আদেশ অথবা নির্দেশ ভঙ্গ করিয়া, কোন প্রকার আইনসংগত অজুহাত ব্যতিরেকে, যদি কোন যানবাহন কোন সেতু বা টোল সড়কে পার্ক করা, থামা, চলমান বা যাতায়াত করিতে দেখা যায়, অথবা উক্ত বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার যাত্রী বা মালামাল পরিবহন করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত যানবাহন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার মালামাল, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

২০চ। **অবৈধ বাধা সৃষ্টি, ইত্যাদির শাস্তি।**—যে কেহ আইনগত অজুহাত ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে—

(ক) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিলে;

(খ) কোন সেতু বা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলের রাস্তা অথবা সারি চিহ্নিত করিবার জন্য অথবা যানবাহন অথবা উহার যাত্রীদের নিরাপত্তা অথবা সেতু বা টোল সড়ক সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বা প্রদর্শিত কোন সীমানা অথবা বিভক্তি রেখা, প্রাচীর অথবা বেড়া অথবা যে কোন চিহ্ন, প্রতীক অথবা সংকেতের ধ্বংস, ক্ষতি অথবা নষ্ট করিলে;

(গ) কোন সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত অথবা প্রদর্শিত কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি অথবা দলিল অপসারণ, ধ্বংস, বিকৃত অথবা কোন প্রকারে নিশ্চিহ্ন করিলে, তিনি অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২০ছ। **বিধি ও প্রবিধান লঙ্ঘনের শাস্তি।**—যে সকল ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে কোন জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন বিধি বা প্রবিধানে এই মর্মে বিধান করা যাইবে যে, উক্ত বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করা হইলে অথবা উক্ত বিধি বা প্রবিধানের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ অমান্য করা হইলে, অনধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে এবং এই ধরনের লঙ্ঘন অথবা অমান্য করা অব্যাহত থাকিলে উহার জন্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটিত হইবার প্রথম দিনের পর যতদিন উহা অব্যাহত থাকিবে উক্ত প্রতি দিবসের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

২০জ। **পরওয়ানা ব্যতিরেকে অপসারণ বা গ্রেপ্তার।**—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সেতু বা টোল সড়কে কোন ব্যক্তিকে ধারা ২০চ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের লঙ্ঘন বা ভঙ্গ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারিকৃত বা প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ তাহার বিবেচনায় অমান্য করিতে দেখিলে, তাহাকে পরওয়ানা ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন এবং এইরূপ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি এক হাজার টাকা অথবা ততোধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সেতু বা টোল সড়ক যাহাই হউক না কেন, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা হইতে কেবল অপসারণ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইহার অধিক অপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করিয়া, উক্ত সেতু বা টোল সড়ক হইতে তাহাকে অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে অপসারণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যদি চাহিদামাত্র তাহার নাম ও ঠিকানা প্রদান করেন এবং এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তাহার প্রদত্ত নাম ও ঠিকানা সঠিক অথবা যদি তাহার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা নিশ্চিত করা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে, কোন প্রকার জামানত ব্যতীত, তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন মুক্তি প্রদান না করা যায়, তাহা হইলে তাহার বিষয়ে আইনসংগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ এখতিয়ারাধীন কোন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা নিকটতম পুলিশ স্টেশনে সোপর্দ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন মুচলেকা প্রদানের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধ্যায় XLIIএর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

২০ঝ। শুনানী ব্যতীত মামলা নিস্পত্তির জন্য বিশেষ কার্যধারা।—এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি বা প্রবিধানের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ কোন আদালত কর্তৃক বিচারার্থ গৃহীত হইলে উক্ত আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে জারীতব্য সমনে এই মর্মে উল্লেখ থাকিবে যে, তিনি—

(ক) উকিলের মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারিবেন এবং তাহার স্বয়ং উপস্থিতি আবশ্যক নহে;

(খ) সমনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে, আদালতের বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত একটি পত্রের মাধ্যমে অথবা আদালতের বরাবরে দাখিলকৃত আর্জির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকার করিতে পারিবেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন এবং সমনে উল্লিখিত আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থ আদালতে প্রদান করিতে অথবা আদালতের বরাবরে প্রেরণ করিতে পারিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জরিমানার সর্বোচ্চ পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করেন যে, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণের টাকা প্রদান অথবা প্রেরণ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে তদতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণের টাকা সমনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান অথবা প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকিবে।

২০ঞ। পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা কর্তৃক ঘটনাস্থলে জরিমানা আরোপ করিবার ক্ষমতা।—(১) এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা দেখিতে পান যে, কোন সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার যে কোন সংরক্ষিত এলাকায়, কোন ব্যক্তি যে কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীন অনধিক এক হাজার টাকা জরিমানাযোগ্য অনুরূপ কোন অপরাধ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই জরিমানা করিতে পারিবেন, যাহার পরিমাণ উক্ত অপরাধের জরিমানা হিসাবে নির্ধারিত সর্বোচ্চ পরিমাণের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন জরিমানা আরোপ করিবার পূর্বে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিতরূপে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া নোটিশ হাতে হাতে প্রদান করিতে হইবে—

(ক) তদকৃত অপরাধের বিবরণ,

(খ) তাহার দ্বারা প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ,

(গ) যেরূপে এবং যে সময়সীমার মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে উহা অস্বীকার এবং উহাতে নির্দেশিত জরিমানা পরিশোধে তিনি সম্মত আছেন কিনা এই মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের নির্দেশনা।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি স্বীকার করেন যে, তিনি উক্ত অপরাধ করিয়াছেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত জরিমানা পরিশোধে সম্মত আছেন, তবে উহা নোটিশে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করা হইবে, অতঃপর উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে আর কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি উল্লিখিত জরিমানা উক্ত নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত জরিমানা তাহার নিকট হইতে সরকারী পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) আভযুক্ত ব্যক্তি যদি অপরাধ করিয়াছে মর্মে অস্বীকার করেন এবং উক্ত নোটিশে বর্ণিত জরিমানা প্রদানে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের জন্য আদালতে মামলা করা যাইবে।

২০ট। **বিচারার্থ গ্রহণ এবং বিচার।**—(১) সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষের পক্ষে দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত উহার কোন কর্মকর্তা লিখিত কোন প্রতিবেদন ব্যতিরেকে, এই অধ্যাদেশ বা বিধি বা প্রবিধানের এখতিয়ারে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ কোন আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অথবা বিধি বা প্রবিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধ্যায় XXIIএ বর্ণিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করা হইবে।

২০ঠ। **সেতু এবং টোল সড়ক হস্তান্তরের জন্য কোম্পানী গঠন।**—(১) এই অধ্যাদেশে অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ কোন সেতু এবং টোল সড়ক অথবা উভয়ই, নির্মাণ সমাপ্তির পর, উহাদের মালিকানা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শেয়ার মূলধন সম্বলিত এক বা একাধিক কোম্পানী গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানীর সকল বা যে কোন সংখ্যক শেয়ারের মালিক এবং অধিকারী হইতে পারিবে, তবে প্রাথমিকভাবে কর্তৃপক্ষ সকল শেয়ারের অধিকারী থাকিবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানিতে উহার মালিকানাধীন অথবা অধিকারী সকল অথবা যে কোন সংখ্যক শেয়ার জনসাধারণের নিকট অথবা কোন সংস্থার নিকট অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২০ড। **সেতু এবং টোল সড়কের মালিকানা, ইত্যাদি হস্তান্তর।**—(১) কোন সেতু অথবা টোল সড়কের জন্য ধারা ২০ঠ এর অধীন কোন কোম্পানী গঠন করা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত সেতু অথবা ক্ষেত্রমত টোল সড়কের কর্তৃপক্ষের দায়, ঋণ এবং বাধ্যবাধকতাসহ উহার মালিকানা, অধিকার, স্বার্থ, ক্ষমতা ও দখল উক্ত কোম্পানী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে এবং বিনিময়ে, উক্ত কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করিবে।

(২) পূর্বোক্ত হস্তান্তরের পর, উক্ত কোম্পানীর লগ্নীকৃত বিনিয়োগ, নির্বাহ ব্যয়, উহা প্রতিষ্ঠা অথবা নির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত এবং ব্যবসায়িকভাবে, হস্তান্তরিত সেতু বা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সেতু এবং টোল সড়ক হস্তান্তর করা সত্ত্বেও উক্ত সেতু বা টোল সড়কের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের এবং বিধি ও প্রবিধানমালার বিধানাবলীর প্রয়োগ অব্যাহত থাকিবে এবং উক্ত কোম্পানি এই অধ্যাদেশের বিধি এবং প্রবিধানমালার অধীন, উহার ক্ষেত্রে যে কোন প্রবিধান অনুসারে আদেশ অথবা নির্দেশ প্রদান অথবা প্রণয়নের ক্ষমতাসহ এই প্রকার সেতু বা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা এইরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে যেন কোম্পানী স্বয়ং কর্তৃপক্ষ।

২০চ। সেতু এবং টোল সড়ক ইজারা প্রদান।—(১) কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ বিবেচিত হইলে, কর্তৃপক্ষ উহার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে, কোন সেতু অথবা ক্ষেত্রমত, টোল সড়ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং সময়ের জন্য কোন ব্যক্তির নিকট ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর্তৃপক্ষ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা গ্রহীতা নির্বাচন করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত ইজারা দলিলে উক্ত ইজারা বাতিল করিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতার পক্ষে ইজারা দলিলের শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) কোন ইজারা গ্রহীতা তাহার নিকট ইজারা প্রদত্ত সেতু বা টোল সড়ক উহার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা লাভ করিবে এবং ইজারা গ্রহীতা এই অধ্যাদেশ এবং বিধি ও প্রবিধানমালার অধীন উক্ত ক্ষমতা এবং অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইজারা গ্রহীতার নিকট কর্তৃপক্ষের সকল বকেয়া পাওনা সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

২০ছ। প্রতিনিধির মাধ্যমে সেতু এবং টোল সড়ক ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি।—(১) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক এর উন্নততর প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে যদি কর্তৃপক্ষ সমীচীন মনে করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ ইহার প্রতিনিধি হিসাবে, লিখিত চুক্তির দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকে, ক্ষেত্রমত, সেতু অথবা টোল সড়কের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সম্পাদিত চুক্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধির অদক্ষতা, অসদাচরণ বা দুর্নীতির জন্য অথবা কর্তৃপক্ষের সন্তুষ্টি অনুসারে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগ বাতিল করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) নিযুক্ত প্রতিনিধি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণে থাকিয়া তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরূপে তাহার সকল কর্মকাণ্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৪) এই অধ্যাদেশের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ উহার প্রতিনিধিকে অথবা উহার নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তাকে ধারা ২০ঘ, ২০জ, ২০ঞ, এবং ২০ট এর অধীন যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের একজন কর্মকর্তা হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

২০ত। **অন্য কোন আইনের অধীন আইনগত ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ করা।**—এই অধ্যাদেশ অথবা বিধিসমূহের, অথবা প্রবিধান কোন কিছুই এই অধ্যাদেশ অথবা বিধি অথবা প্রবিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে অপর কোন আইনের অধীন বিচারের ব্যবস্থাকে ক্ষুণ্ন করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকেই একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি দেওয়া যাইবে না।

২১। **ক্ষমতা অর্পণ।**—কর্তৃপক্ষ প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে যে, এই অধ্যাদেশ কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বা আরোপিত যে কোন ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তে, যদি থাকে, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য অথবা নির্বাহী পরিচালক অথবা অন্য যে কোন কর্মকর্তা দ্বারা প্রয়োগ বা পালন করা যাইবে।

২১ক। **১৯৭৩ সনের ৬ নং আইনের ধারা ২৩ ও ২৩ক প্রযোজ্য হইবে না।**—ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২৩ ও ২৩ক এর বিধানাবলী যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক নির্মাণ অথবা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ সংশ্লিষ্ট কোন বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

২২। **দায়মুক্তি।**—এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত অথবা ইপ্সিত কোন কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ, চেয়ারম্যান, কোন সদস্য, নির্বাহী পরিচালক অথবা অন্য যে কোন কর্মকর্তা, উপদেষ্টা বা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার মামলা, অভিযোগ অথবা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

২৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৪। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) যে সকল বিষয়ে বিধি দ্বারা বিধান করিবার প্রয়োজন নাই সেই সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে এবং এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রয়োজনীয় ও সমীচীন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, এইরূপ প্রবিধান সকল ক্ষেত্রে অথবা নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির যে কোনটি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট, ফলশ্রুতিমূলক এবং সম্পূরক সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা—

(ক) যানবাহন, যাতায়াত এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সুবিধা নিশ্চিতকরণের এবং বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেতু বা টোল সড়কে অথবা উহার নিকটে যানবাহন এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা;

(খ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার, যানবাহন চলাচল সংকেত-বিধি এবং আলোকের সময় নিয়ন্ত্রণ;

(গ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কে যানবাহন চলাচলের নিরাপত্তা বিধান;

(ঘ) যে উদ্দেশ্যে সেতু অথবা টোল সড়ক স্থাপন অথবা নির্মাণ করা হইয়াছে উহা ব্যতীত যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) যানবাহন চলাচল এবং জনসাধারণের জন্য বিপদ অথবা বাধা সৃষ্টি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি প্রতিরোধকল্পে পথচারী ব্যক্তি, সাইকেল আরোহী অথবা গবাদিপশু চালনা অথবা ব্যক্তিদের জন্য যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(চ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কে পশু, মালামাল, ভারী যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক পদার্থ অথবা বিস্ফোরক বহন নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(ছ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ট্রেনসহ সকল প্রকার যানবাহনের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, প্রস্থ, এ্যাক্সেল-লোড, ওজন অথবা বহন ক্ষমতা নির্ধারণ, সেতু বা টোল সড়কে এক সংগে একই সময়ে যে সংখ্যক যানবাহন চলাচল গ্রহণ করা যাইবে এবং সেতু বা টোল সড়কে চলাচল ট্রেনসহ যে কোন প্রকার যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গতিসীমা নির্ধারণ;

(জ) সেতু অথবা সড়কের উপর অথবা সন্নিকটে যে কোন প্রকার যানবাহন পার্কিং করা অথবা যে কোন প্রকার মালামাল মজুত নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(ঝ) যে কোন প্রবিধান অথবা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা প্রণীত যে কোন আদেশ অথবা নির্দেশ অমান্য করিয়া, যে কোন সেতু অথবা সড়কের উপর অথবা সন্নিকটে প্রাপ্ত যে কোন যানবাহন অথবা মালামাল পরিদর্শন, তল্লাশী, বাজেয়াপ্ত, অপসারণ অথবা জব্দকরণ;

(ঞ) যে কোন প্রবিধান অথবা উহার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রদত্ত কোন আদেশ অথবা নির্দেশ অমান্য করিয়া কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করিলে অথবা কোন প্রকার যানবাহন বা গবাদি পশু চারণ করিলে অথবা উপদ্রব সৃষ্টিকারী যে কোন ব্যক্তিকে তল্লাশী, পরীক্ষা অথবা অপসারণ;

(ট) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর উপদ্রবের সংজ্ঞা, প্রতিরোধ এবং অপসারণ;

(ঠ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে কোন প্রকার বাধা অথবা অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ এবং অপসারণ;

(ড) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে অবৈধ কাজ বন্ধ এবং অবৈধ নির্মাণ স্থাপনা বন্ধ করা;

(ঢ) মেরামত অথবা অন্য কোন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অথবা কোন সরকারী সংস্থা দ্বারা উক্ত সংস্থার মালিকানাধীন অথবা পরিচালিত কোন স্থাপনার প্রেক্ষিতে চলমান কোন স্থাপনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ কর্ম অথবা অন্য যে কোন জনস্বার্থে, যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের অথবা উহার অংশবিশেষ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা;

(ণ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে অথবা উহার যে কোন সংরক্ষিত অংশে, যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক না কেন, যে কোন প্রকার নির্মাণ স্থাপন কাজ অথবা খনন কাজ নিয়ন্ত্রণ করা;

(ত) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়কের উপর অথবা নিকটে যে কোন প্রকার ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্প কর্মকাণ্ড পরিচালনা অথবা যে কোন প্রকার স্টল, ছাউনী, দোকান, বাজার, হাট অথবা ফেরীওয়ালা নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিরোধ;

(থ) যে কোন সেতুর আওতাধীন এলাকার নদী অথবা পানিপূর্ণ এলাকা অথবা উহার বাঁধে নৌ-চলাচল, নৌযান নোংগর অথবা যাত্রীর মালামাল বোঝাই এবং খালাস নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মিতকরণ;

(দ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক প্রশাসন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ;

(ধ) যে কোন সেতু অথবা টোল সড়ক অথবা উহার সহিত যুক্ত যে কোন সুবিধা ব্যবহারকারীর উপর টোল এবং ফি আরোপ এবং উহা আদায়;

(ন) যে কোন প্রবিধান অথবা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত অথবা প্রদত্ত যে কোন আদেশ অথবা নির্দেশ লঙ্ঘন অথবা অমান্যকারীর জন্য জরিমানা আরোপ।

(৩) সকল প্রবিধান সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে এবং উক্ত অনুলিপিসমূহ পরীক্ষা এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের সকল দপ্তরে সংরক্ষণ করা হইবে।

হু.মু. এরশাদ, এন,ডি,সি,পি,এস,সি
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
প্রেসিডেন্ট।

ঢাকা,
৩ জুলাই, ১৯৮৫।

মোঃ আবুল বাশার ভুঁইয়া
উপ-সচিব (ড্রাফটিং)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 25th September, 1985.]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

NOTIFICATION

Dhaka, the 25th September, 1985

No. 753-Pub.—The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 24th September, 1985, is hereby published for general information :—

THE JAMUNA MULTIPURPOSE BRIDGE (SURCHARGE AND LEVY) ORDINANCE, 1985

Ordinance No. XLIII of 1985

AN

ORDINANCE

to provide for the imposition of a surcharge and a levy for the purpose of meeting expenditure for the construction of Jamuna Multipurpose Bridge

WHEREAS it is expedient to provide for the imposition of a surcharge and a levy for the purpose of meeting expenditure for the construction of Jamuna Multipurpose Bridge and for matters connected therewith;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :—

1. **Short title.**—This Ordinance may be called the Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985.

Price : 15 Paisa

2. **Imposition of surcharge.**—There shall be levied a surcharge to be called the Jamuna Multipurpose Bridge surcharge on the items specified in the First Schedule at the rates mentioned therein against each item.

3. **Imposition of levy.**—There shall be a levy to be called the Jamuna Multipurpose Bridge levy on the interest income and dividend income of the items specified in the Second Schedule at the rates mentioned therein against each item.

4. **Collection and recovery of surcharge and levy.**—The surcharge and the levy imposed under this Ordinance shall be collected and recovered in such manner and at such time as the Government may, by order published in the official Gazette, determine.

THE FIRST SCHEDULE

[*see* section 2]

Items	Rate of surcharge
1. On ferries operated by the Bangladesh Inland Water Transport Corporation across the rivers Padma and Jamuna,—	
(a) on all motor cycles and scooters ...	At the rate of Tk. 2 per trip
(b) on all motor vehicles other than motor cycles and scooters	At the rate of Tk. 5 per trip
2. On ferries operated by the Roads and Highways Department,—	
(a) on all motor cycles and scooters ...	At the rate of Tk. 1 per trip
(b) on all motor vehicles other than motor cycles and scooters	At the rate of Tk. 2 per trip
3. On all telephone including telex bills ...	At the rate of 5% on the amount of the bill
4. On all railway tickets of and above the value of Tk. 15	At the rate of 5% on the value of the tickets : Provided that, if the amount has a fraction of less than five poisha, the amount shall be rounded off to the next higher five poisha.
5. On registration of all documents relating to lands and buildings	At the rate of Tk. 5 for each document
6. On grant or renewal of motor vehicle route permit issued by the Bangladesh Transport Authority	At the rate of Tk. 20 per licence
7. On grant or renewal of motor vehicle driving licence	At the rate of Tk. 10 per licence

THE SECOND SCHEDULE

[*see* section 3]

Items	Rate of levy
1. On all savings deposit with banks ...	At the rate of 4% of interest income
2. On all fixed deposits with banks ...	Ditto
3. On all savings accounts with post offices,—	
(a) Ordinary savings	Ditto
(b) Fixed deposits	Ditto
(c) Bonus Accounts	Ditto
4. On all savings certificates,—	
(a) Defence Savings Certificates	Ditto
(b) Bonus Savings Certificates	Ditto
(c) 5 years' Savings Certificates	Ditto
5. On all 5 years' Wage Earner's Development Bonds	Ditto
6. On all dividend income on shares, stocks, mutual fund and unit trust	At the rate of 4% of dividend income.

H M ERSHAD, ndc, psc
LIEUTENANT GENERAL
President.

DHAKA ;
The 24th September 1985.

MD. ABUL BASHAR BHUIYAN
Deputy Secretary (Drafting).

[Published in the Bangladesh Gazette, Extraordinary, dated the 21st December 1985.]

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

NOTIFICATION

Dhaka, the 21st December, 1985

No. 939-Pub.—The following Ordinance made by the President of the People's Republic of Bangladesh, on the 21st December, 1985, is hereby published for general information :—

THE JAMUNA MULTIPURPOSE BRIDGE AUTHORITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 1985

Ordinance No. LV of 1985

AN

ORDINANCE

to amend the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985

WHEREAS it is expedient to amend the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), for the purposes hereinafter appearing ;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of the 24th March, 1982, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make and promulgate the following Ordinance :—

1. **Short title.**—This Ordinance may be called the Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 1985.

2. **Amendment of section 6, Ord. XXXIV of 1985.**—In the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), hereinafter

Price : 10 Paisa

referred to as the said Ordinance, in section 6(*1*), *for* clause (*1*) the following shall be *substituted*, namely :—

"(1) the Executive Director, who shall also be the Vice-Chairman of the Authority, *ex-officio*.".

3. **Amendment of section 8, Ord. XXXIV of 1985.**—In the said Ordinance, in section 8(*3*), *for* the words "by a member elected for the purpose by the members present" the words "by the Vice-Chairman of the Authority" shall be *substituted*.

H M ERSHAD, ndc, psc
LIEUTENANT GENERAL
President.

DHAKA;
The 21st December, 1985.

SHAMSUR RAHMAN
Deputy Secretary.

BGP-85/86-4546G-10,990—26-12-1985.

অর্থ আইন, ১৯৯২

(১৯৯২ সনের ২১ নং আইন)

[৩০ জুন, ১৯৯২]

৯। **Ordinance XLIII of 1985 এর সংশোধন।-** The Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, (XLIII of 1985) এর,-(

১) section 3 বিলুপ্ত হইবে; এবং

(২) THE SECOND SCHEDULE বিলুপ্ত হইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

অর্থ আইন, ১৯৯৪

(১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন)

[১ জুলাই, ১৯৯৪]

৭। **Ordinance XLIII of 1985 এর রহিতকরণ।-** Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 (XLIII of 1985) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫

১৯৯৫ সনের ১৪ নং আইন

[৯ জুলাই, ১৯৯৫]

যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের বিধান করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। এই আইন যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,- সংজ্ঞা

(ক) "যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প" অর্থ Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), অতঃপর যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2(e) এ সংজ্ঞায়িত Multipurpose Bridge;

(খ) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য" অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধালাভের উদ্দেশ্য বা যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিতকরণের যে কোন ব্যবস্থাকে বুঝাইবে;

(ঘ) "জেলা প্রশাসক" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (II of 1982), অতঃপর ভূমি অধিগ্রহণ আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner;

(ঙ) "কমিশনার" অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।

৩। এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প আইনের section 9 এর অধীন প্রয়োজনীয় জমি ভূমি অধিগ্রহণ আইনের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হইবে। যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ

আইনের প্রাধান্য

৪। ভূমি অধিগ্রহণ আইন, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৫ এর বিশেষ বিধান কার্যকর থাকিবে।

বিশেষ বিধান

৫। (১) যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণ হইতে পারে এমন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘর-বাড়ী বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনার জন্য বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ী বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের section 8 এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে জেলা প্রশাসক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, যমুনা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন বা অধিগ্রহণের সম্ভাবনা ছিল এমন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ী বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বা ভূমির পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত section 8 এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবী, যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবী বাতিলের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, বাতিল আদেশ জারী হইবার সাত দিনের মধ্যে, ক্ষতিপূরণের দাবীতে কমিশনারের নিকট উক্ত বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানির সুযোগ দিয়া অনধিক পাঁচ দিনের মধ্যে আপীলের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা যদি আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আদেশ জারীর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপীলকারী সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় জেলা প্রশাসক উক্ত ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নীলামে বিক্রি করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবী প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে যদি দাবীদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় জেলা প্রশাসক উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না, এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবে না।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৬। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ১৩, ১৯৯৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইং/১লা ফাল্গুন ১৪০২ বাং

নং ১২২—(পাব)—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদ্বারা ২৮শে মাঘ, ১৪০২ বাং/১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং তারিখে প্রণীত এবং এতদসংগে সংযোজিত অধ্যাদেশটি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইল।

অধ্যাদেশ নং ৮, ১৯৯৬

The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— এই অধ্যাদেশ The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 1996 নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ২.০০

২। Ord. XXXIV of 1985 এর section 2 এর সংশোধন।—The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর—

(ক) clause (d) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (dd) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(dd) "maintenance" includes river training works and keeping and maintaining of other facilities and establishments for the purpose of keeping the multipurpose bridge fit for use and for preserving and protecting it;";

(খ) clause (g) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন clauses প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(g) "operation", in relation to the multipurpose bridge, includes control of the approach roads thereof and control of traffic and inspection of vehicles on such roads or the bridge or within the restricted area, and activities connected therewith;

(h) "prescribed" means prescribed by rules or regulations made under this Ordinance;

(i) "restricted area" means such area or areas in the vicinity of the multipurpose bridge as the Authority may specify for the purposes of this Ordinance;

(j) "river training works" means guide bunds, grounds, embankments, protected banks, filled areas and other works forming the protection system of the multipurpose bridge, both upstream and downstream, and includes the protection works at Bhuapur hardpoint."।

৩। Ord. XXXIV of 1985 এর section 6 এর সংশোধন।— উক্ত অধ্যাদেশের section 6(1) এর—

(ক) clause (d) এর "mineral" শব্দটির পরিবর্তে "energy and mineral" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (f) এর "energy" শব্দটির পরিবর্তে "land" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) clause (g) এর "irrigation, water development and flood control" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "water resources" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) clause (h) এর "external resources" শব্দগুলির পরিবর্তে "economic relations" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) clause (1) এর শেষ প্রান্তস্থিত full-stop এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত clause এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(m) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with law, ex-officio;

(n) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with the multipurpose bridge, ex-officio; and

(o) Additional Secretary of the Ministry or Division dealing with the multipurpose bridge, ex-officio." ।

৪। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 7 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 7 এর—

(ক) clause (f) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clauses প্রতিস্থাপিত হইবে, য ..—

"(f) carry on operation and maintenance of the multipurpose bridge;

(g) take necessary steps to control, within the restricted area or the multipurpose bridge or any part thereof, any activity including construction activity, which is prejudicial or likely to be prejudicial to the operation, maintenance, safety or the land use plan of the multipurpose bridge;

(h) do all necessary acts and things connected with the above functions and such other functions as may be advised by the Government for the purposes of this Ordinance." ।

৫। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 10 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 10(2) এর—

(ক) clause (d) এর "establishment" শব্দটির পরিবর্তে "establishment, operation and maintenance" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (e) এর শেষ প্রান্তস্থিত full-stop এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত clause এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(f) allow, under written agreement or other suitable arrangement, any Government agency or other organization or person to install, operate and maintain such establishment and facilities on the multipurpose bridge or within the restricted area as the Authority may consider necessary for public purpose;

(g) take necessary steps to control, within the restricted area or the bridge or any part of the restricted area by any Government agency or other organisation or person or any specified class of them;

(h) prohibit, for the purpose of maintenance of the multipurpose bridge and for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge or any part thereof by all or any class of user for a specified period :

Provided that where the Authority so prohibits, it shall notify all concerned in such manner as it may consider appropriate in the prevailing circumstances." ।

৬। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 11 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 11 এর sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(1) No person shall, except with the previous permission of the Authority, clear or break any land or erect or remove any structure within or from the restricted area or such part thereof as the Authority may specify."।

৭। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 12 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 12 এর sub-section (1) এর "officer" শব্দটির পরিবর্তে "officer of the Authority or other person" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 18 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 18 এর sub-section (4) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (4) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(4) The auditors shall complete the audit within six months of the expiry of the financial year in respect of which the audit is made and shall, as soon as possible thereafter, send to the Authority the audit report with a copy thereof to the Government."।

৯। **Ord. XXXIV of 1985 এ নূতন section 21A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 21 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 21A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"21A. **Sections 23 and 23A of Act VI of 1973 not to apply.**—The provisions of sections 23 and 23A of the Insurance Corporations Act, 1973 (VI of 1973) shall not apply to an insurance relating to any work which is necessary for the establishment of the multipurpose bridge."।

ঢাকা;
তারিখঃ ২৮শে মাঘ, ১৪০২ বাং
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ ইং

আব্দুর রহমান বিশ্বাস
রাষ্ট্রপতি।

মুহাম্মাদ আবুল বাশার ভূইঞা
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শনিবার, আগস্ট ১৭, ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ই আগস্ট, ১৯৯৬/২রা ভাদ্র, ১৪০৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৪ই আগস্ট, ১৯৯৬ (৩০শে শ্রাবণ, ১৪০৩) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১৯৯৬ সনের-১২ নং আইন

Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1996 নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ মোতাবেক ১৮ই মে, ১৯৯৬ ইং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 2 এর সংশোধন।**—The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর—

(ক) clause (d) এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses (dd) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(dd) "maintenance" includes river training works and keeping and maintaining of other facilities and establishments for the purpose

(১০৬৭১)

মূল্য : টাকা ২·০০

of keeping the multipurpose bridge including approach roads fit for use and for preserving and protecting it;";

(খ) clause (g) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন clauses প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(g) "operation", in relation to the multipurpose bridge, includes control of the approach roads thereof and control of traffic and inspection of vehicles on such roads or the bridge or within the restricted area, and activities connected therewith;

(h) "prescribed" means prescribed by rules or regulations made under this Ordinance;

(i) "restricted area" means such area or areas in the vicinity of the multipurpose bridge as the Authority may specify for the purposes of this Ordinance;

(j) "river training works" means guide bunds, grounds, embankments, protected banks, filled areas and other works forming the protection system of the multipurpose bridge, both upstream and downstream, and includes the protection works at Bhuapur hardpoint."।

৩। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 6 এর সংশোধন।**— উক্ত অধ্যাদেশ এর section 6 এর sub-section (1) এর "(e)" ও "(1)" প্যারা দুইটি বিলুপ্ত হইবে।

৪। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 6 এর সংশোধন।**— উক্ত অধ্যাদেশের section 6(1) এর—

(ক) clause (c) এর "Road Transport" শব্দাবলীর পরিবর্তে "Road and Railways Division" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) cluase (d) এর "mineral" শব্দটির পরিবর্তে "energy and mineral resources" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) cluase (f) এর "energy" শব্দটির পরিবর্তে "land" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) cluase (g) এর "irrigation, water development and flood control" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "water resources" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) cluase (h) এর "external resources" শব্দগুলির পরিবর্তে "economic relations" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) cluase (i) এর শেষ প্রান্তস্থিত full-stop এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত clause এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(k) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with law, *ex-officio;*

(l) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with the multipurpose bridge, *ex-officio*; and

(m) Additional Secretary of the Ministry or Division dealing with the multipurpose bridge, *ex-officio*."।

৫। Ord. XXXIV of 1985 এর section 7 এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের section 7 এর—

(ক) clause (f) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clauses প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(f) carry on operation and maintenance of the multipurpose bridge;

(g) take necessary steps to control, within the restricted area or the multipurpose bridge or any part thereof, any activity including construction activity, which is prejudicial or likely to be prejudicial to the operation, maintenance, safety or the land use plan of the multipurpose bridge;

(h) do all necessary acts and things connected with the above functions and such other functions as may be advised by the Government for the purposes of this Ordinance."।

৬। Ord. XXXIV of 1985 এর section 10 এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের section 10(2) এর—

(ক) clause (d) এর "establishment" শব্দটির পরিবর্তে "establishment, operation and maintenance" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (e) এর শেষ প্রান্তস্থিত full-stop এর পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত clause এর পর নিম্নরূপ নূতন clauses সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(f) allow, under written agreement or other suitable arrangement, any Government agency or other organization or person to install, operate and maintain such establishment and facilities on the multipurpose bridge or within the restricted area as the Authority may consider necessary for public purpose;

(g) charge and collect fees and tolls for the use of the multipurpose bridge or any part of the restricted area by any Government agency or other organisation or person or any specified class of them;

(h) prohibit, for the purpose of maintenance of the multipurpose bridge and for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge or any part there of by all or any class of user for a specified period :

Provided that where the Authority so prohibits, it shall notify all concerned in such manner as it may consider appropriate in the prevailing circumstances."।

৭। Ord. XXXIV of 1985 এর section 11 এর সংশোধন।—উক্ত অধ্যাদেশের section 11 এর sub-section (1) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(1) No person shall, except with the previous permission of the Authority, clear or break any land or erect or remove any structure within or from the restricted area or such part thereof as the Authority may specify."।

৮। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 12 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 12 এর sub-section (1) এর "officer" শব্দটির পরিবর্তে "officer of the Authority or other person" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 18 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 18 এর sub-section (4) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-section (4) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(4) The auditors shall complete the audit within six months of the expiry of the financial year in respect of which the audit is made and shall, with in three Months send to the Authority the audit report with a copy thereof to the Government."।

১০। **Ord. XXXIV of 1985 এ নূতন section 21A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 21 এর পর নিম্নরূপ নূতন section 21A সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**21A. Section 23 and 23A of Act VI of 1973 not to apply.**—The provisions of sections 23 and 23A of the Insurance Corporations Act, 1973 (VI of 1973) shall not apply to an insurance relating to any work which is necessary for the establishment of the multipurpose bridge."।

১১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 1996 (অধ্যাদেশ নং ১৫, ১৯৯৬) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত Ordinance দ্বারা সংশোধিত উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই Act দ্বারা সংশোধিত উক্ত অধ্যাদেশের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবুল হাশেম
সচিব।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৩, ১৯৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৮/৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৩শে নভেম্বর, ১৯৯৮ (৯ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :-

১৯৯৮ সনের ২১ নং আইন

Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985-এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা।**—এই আইন The Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 1998 নামে অভিহিত হইবে।

২। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 2 এর সংশোধন।**—Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর section 2 এর—

(ক) clause (a) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (aa) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(aa) "bridge" means a bridge having a length of one thousand five hundred meters or more on any river or water body established or being established by the Authority, and includes—

(i) a multipurpose bridge,

(ii) approach roads of any such bridge,

(iii) slope, berm, borrow-pits and side drains of the approach roads of any such bridge,

(iv) all lands and embankments attached to any such bridge vested in the Authority for the purpose of the bridge,

(v) all ghats, landing places, jetties, spurs and protective bunds in the river or water body within the area of any such bridge,

(vi) river or water bed below the area of any such bridge;";

(খ) clause (dd) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (dd) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(dd) "maintenance", in relation to a bridge or toll road, includes maintenance of such facilities and establishments as may be necessary for the purpose of keeping the bridge or, as the case may be, the toll road fit for use and for preserving and protecting it, and, in relation to a bridge, it also includes maintenance of river training works;";

(গ) clause (e) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (e) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(e) "multipurpose bridge" means a bridge established for more than one purpose;";

(ঘ) clause (g) এর "in relation to the multipurpose bridge, includes control of the approach roads thereof and" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "in relation to a bridge or toll road, includes" শব্দগুলি ও কমা এবং "roads or the bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "bridge or toll road" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(ঙ) clause (h) এর পর নিম্নরূপ নূতন clause (hh) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(hh) "regulation" means a regulation made by the Authority under this Ordinance;"

(চ) clause (i) এর "the multipurpose bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "a bridge or toll road, as the case may be," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(ছ) clause (j) এর "the multipurpose bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "a bridge" শব্দগুলি এবং "and includes" শব্দগুলির পরিবর্তে "and, in relation to the Bangabandhu Bridge on the Jamuna river, includes" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(জ) clause (j) এর শেষে ফুলস্টপটির পরিবর্তে একটি সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং তৎপর নিম্নরূপ নূতন clauses (k) ও (l) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(k) "rule" means a rule made by the Government under this Ordinance;

(l) "toll road" means a road, by pass, flyover, expressway, causeway or ring road constructed or being constructed by the Authority for the use of which toll shall be charged and collected from the users, and includes—

(i) the slope, berm, borrow-pits and side drains of any such road,

(ii) all lands and embankments attached to any such road vested in the Authority for the purpose of the road,

(iii) access or link roads, if any, of any such road,

(iv) all bridges and culverts built on or across any such road,

(v) all fences, posts, structures and facilities on any such road or on any land attached to any such road and all road side trees on such land." ।

৩। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 6 এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত অধ্যাদেশের section 6 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ section 6 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"6. **Composition of the Authority.**—The Authority shall consist of the following members, namely :—

(a) Minister-in-charge of the Ministry or Division dealing with the Authority, who shall also be the Chairman of the Authority, *ex-officio*;

(b) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with the Authority, who shall also be the Vice-Chairman of the Authority, *ex-officio*;

(c) Chief of General Staff, Bangladesh Army, *ex-officio;*

(d) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with roads and railways, *ex-officio;*

(e) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with police, *ex-officio;*

(f) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with electricity and gas, *ex-officio;*

(g) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with land, *ex-officio;*

(h) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with water resources, *ex-officio;*

(i) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with economic relations, *ex-officio;*

(j) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with finance, *ex-officio;*

(k) Secretary-in-charge of the Ministry or Division dealing with law, *ex-officio;*

(l) Member, Planning Commission, dealing with physical infrastructure, *ex-officio;*

(m) Executive Director, who shall also be the Secretary to the Authority, *ex-officio;*

"৪। **Ord. XXXIV of 1985 এ নূতন section 6A এর সন্নিবেশ।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 6 এর পর নিম্নরূপ নতুন section 6A সন্নিবেশিত হইবে, যথা :-

"6A. **Adviser**—(1) There shall be two Advisers to the Authority who shall be nominated by the Government from amongst the members of Parliament.

(2) An Adviser shall hold office for such period as the Government may determine from time to time.

(3) An Adviser may resign his office by writing under his hand addressed to the Government.""

৫। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 7 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 7 এর—

(ক) clause (a) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (a) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(a) undertake feasibility studies for the establishment of bridges or for the construction of toll roads;";

(খ) clause (b) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (b) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(b) prepare comprehensive plans for the establishment of bridges or for the construction of toll roads for the consideration and approval of the Government;";

(গ) clause (c) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (c) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(c) take all necessary actions for the implementation of the plans approved by the Government under clause (b);";

(ঘ) clause (d) এর "plan" শব্দটির পরিবর্তে "plans" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে :

(ঙ) clause (e) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (e) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(e) enter into agreements with various agencies or organisations, internal or external, for securing funds for the implementation of such plans;";

(চ) clause (f) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (f) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(f) carry on administration, management, operation and maintenance of bridges and toll roads established or constructed by it;";

(ছ) clause (g) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clauses (g) ও (gg) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(g) take necessary steps to control, regulate or prohibit on, above or under any bridge or toll road or in any part thereof, or in any restricted area of a bridge or toll road, or in any part thereof, movement of any vehicles, men, animals or goods or carrying on any kind of activity or work, including construction, installation, repairing, or excavation work, which is prejudicial or likely to be prejudicial to the administration, management, operation, maintenance, preservation, safety and land use plan of such bridge or toll road:

(gg) provide for the control, regulation and safety of traffic and vehicles on any bridge or toll road and for the prevention and removal of obstructions, encroachments and nuisances on or near any bridge or toll road;"।

৬। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 10 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 10 এর sub-section (2) এর—

(ক) clauses (b) ও (c) এর "multipurpose bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "any bridge or toll road" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clauses (d) এর "establishment, operation and maintenance of the multipurpose bridge" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "establishment, construction, operation or maintenance of any bridge or toll road" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) clause (e) এর "multipurpose bridge' শব্দগুলির পরিবর্তে "any bridge or toll road" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) clause (f) এর "the multipurpose bridge or within the restricted area" শব্দগুলির পরিবর্তে "any bridge or toll road or in any part of the restricted area thereof" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে:

(ঙ) clause (g) এর "the multipurpose bridge or any part of the restricted area" শব্দগুলির পরিবর্তে "any bridge or toll road or any part of the restricted area thereof" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) clause (h) এর "the multipurpose bridge and for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "any bridge or toll road or for such other purposes as the Authority may consider necessary, the use of the bridge or toll road" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 11 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 11 এর sub-section (1) এর "the restricted area" শব্দগুলির পরিবর্তে "any restricted area" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 14 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 14 এর sub-section (2) এর "of the multipurpose bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "or construction of any bridge or toll road" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 16 এর সংশোধন।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 16 এর sub-section (2) এর clause (f) এর পর নিম্নরূপ clause (ff) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ff) tolls and fees collected by the Authority;"।

১০। **Ord. XXXIV of 1985 এ sections 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O ও 20P এর সন্নিবেশ।**—উক্ত অধ্যাদেশের section 20 এর পর নিম্নরূপ নূতন sections 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O ও 20P সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"20A. **Establishment of Police Stations.**—(1) There shall be established two police stations-one for the eastern part of the Bangabandhu Bridge on Jamuna river, including the restricted area thereof, in the district of Tangail and the other for the western part of the said Bridge including the restricted area thereof, in the district of Sirajganj.

(2) The Government may, if deemed necessary for proper administration, by notification in the official Gazette, add any other areas to the said police stations.

(3) The areas of the said police stations, including the areas added to them under sub-section (2), shall stand excluded from the areas of the police stations to which they were included immediately before their forming the police-stations or addition thereto, as the case may be; and the relevant noifications or orders relating to the areas of the old police station shall also stand amended accordingly.

(4) The officer-in-charge of each such police station shall be a police officer not below the rank of an Inspector of Police.

(5) The expenditure in respect of the police stations shall be borne by the Authority.

(6) In discharging there duties in respect of any matter under this Ordinance or under any rules or regulations, or under any orders or directions made or given by the Authority thereunder, the police officers of these police stations shall be under the supervision and control of the Authority and accountable to it.

(7) The Government may, if deemed necessary, establish similar police stations for any other bridges or for any toll roads, and where any such police station is established the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (6) shall, mutatis mutandis, apply.

20B. **Closure of bridges or toll roads.**—If the Authority is of opinion that any bridge or toll road, or any specified part thereof, can not be used without danger to the users or the public, or is no longer in a fit state for the carriage of any specified class of traffic, it may, by notice in writing displayed prominently in or near such bridge or toll road, order that the bridge or toll road, or any specified part thereof, shall be closed to the users or the public or to all traffic or to any specified class of traffic.

20C. **Prevention of encroachments, etc.**—The Authority may take such measures, including causing use of force, as may be necessary for the prevention of any encroachments or obstructions, movable or immovable, or any nuisance on, over, under or near any bridge or toll road or in any part thereof, or for removal of the same therefrom.

20D. **Halt, etc.**—Any police officer or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, may halt, inspect and search any vehicle on or near any bridge or toll road, or may examine and search any person driving, travelling in or in charge of such vehicle, if there is reason to believe that any provisions of this Ordinance, or of any rules or regulations, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, have been contravened in respect of such vehicle or by such person.

20E. **Forfeiture.**—If any vehicle without any lawful excuse is found on any bridge or toll road parking, stopping, moving or plying in contravention of any provisions of this Ordinance, or of any rules or regulation, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, or carrying any passenger or goods in contravention thereof, the vehicle, and the goods where applicable, may be forfeited to the Authority in such manner as may be prescribed by regulations.

20F. **Penalty for unlawful obstructions, etc.**—Whoever without lawful excuse wilfully—

(a) obstructs traffic on any bridge or toll road;

(b) injures, damages or destroys any boundary or demarcation line, wall or fence or any mark, sign or symbol, made or displayed for the purpose of setting out the line or route of traffic on any bridge or toll road or safety of vehicles or passengers thereon, or preserving it;

(c) removes, destroys, defaces or otherwise obliterates any notice or document put up or exhibited by the Authority on or near any bridge or toll road,

shall be punishable with fine which may extend to two thousand taka.

20G. **Penalty for contravention of rules and regulations.**—Any rules or regulations may provide that a contravention or breach thereof, or a disobedience of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, shall be punishable, where no penalty has been specified therefor in this Ordinance, with fine which may extend to five thousand taka, and, in the case of a continuing contravention or breach or disobedience, with a further fine which may extend to five hundred taka for every day after the first during which the offence continues to be committed.

20H. **Removal or arrest without warrant.**—(1) Any police officer, or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, may arrest without warrant any person committing on any bridge or toll road within his view an offence under section 20F or a breach or contravention of any provisions of any rules or regulations, or of any orders or directions made or given by the Authority thereunder, and such arrested person shall be punishable with fine which may extend to one thousand taka or more :

Provided that if a mere removal of the said person from the bridge or toll road, as the case may be, is considered enough and no further action is deemed necessary in the circumstances of the case, the person may be removed therefrom without arresting him using such force as may be necessary to effect the removal.

(2) The person arrested under sub-section (1) shall be released, if he has given his name and address on demand and there is reason to believe that the name and address given by him are correct, or if his true name and address are ascertained, on his executing a bond without sureties for his appearance before a Magistrate when required.

(3) If the person arrested under sub-section (1) can not be released under sub-section (2), he shall, forthwith be forwarded to the nearest Magistrate having jurisdiction, or to the nearest police-station, to be dealt with in accordance with law.

(4) The provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) shall, so far as may be, apply to bond excecuted under this section.

20I. **Special procedure for disposal of cases before trial.**—(1) Any court taking cognizance of an offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations shall state in the summons to be served on the accused person that he may—

(a) appear by an advocate and need not attend in person,

(b) by a date specified in the summons, admit that he has committed the offence complained of by a registered letter sent to the court or by a petition submitted to it, and remit to the court or pay in it such sum, not exceeding one-fifth of the maximum amount of fine specified for such offence, as may be mentioned by the court in the summons.

(2) Where the accused person admits that he has committed the offence complained of, and remits or pays the sum mentioned in the summons, no further proceedings in respect of the offence shall be taken against him.

(3) Where the accused person does not admit that he has committed the offence and does not remit or pay the sum mentioned in the summons. within the time specified therein, further proceedings in respect of the offence shall continue against him.

20J. **Power of police-officers or officers of the Authority to impose fine on the spot.**—(1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, where any police-officer not below the rank of a Sub-Inspector or Sergeant, or any officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order, finds that a person is committing, or has committed, within his view on any bridge or toll road, or in any restricted area thereof, an offence punishable under any rules or regulations with fine not extending to one thousand taka, he may fine him on the spot, the amount of which shall not exceed one-fifth of the maximum amount of fine specified for the offence.

(2) Before any fine is imposed under sub-section (i), the accused shall be served with a notice in the form prescribed by reulations, by handing it over to him, specifying

(a) the offence committed by him,

(b) the amount of fine which he is to pay,

(c) the manner in which and the time within which the fine is to be paid,

and directing him to say whether he admits that he has committed the offence and agrees to pay the fine specified therein.

(3) Where the accused person admits that he has committed the offence, and agrees to pay the fine, specified in the said notice, it shall be noted on the body of the notice and signed by him, whereupon no prosecution in respect of the offence shall be initiated against him.

(4) Where the accused person fails to pay the fine agreed as aforesaid in the manner and within the time specified in the said notice, it shall be recovered from him as a public demand.

(5) Where the accused person does not admit that he has committed the offence and does not agree to pay the fine specified in the said notice, he may be prosecuted for the offence before the court.

20K. **Cognizance and trial.**—(1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations except on a report in writing made by a police officer not below the rank of a Sub-Inspector or Sergeant or by an officer of the Authority authorised by it in this behalf, either by general or by special order.

(2) An offence punishable under this Ordinance or the rules or regulations shall be tried in a summary way following the procedure laid down in Chapter XXII of the Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898).

20L. **Formation of companies for transfer of bridges and toll roads to them.**—(1) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, the Authority may, if it deems it expedient in the public interest so to do, form, with the prior approval of the Government, one or more companies, with such share capital as it may determine, for the purpose of transferring to them the ownership, administration, management, operation and maintenance of any bridge or toll road, or both, after the completion thereof.

(2) The Authority may own and hold all or any number of shares of any such company, but initially it shall hold all the shares thereof.

(3) The Authority may, with the prior approval of the Government, transfer to the public or to any organization or institution all or any number of shares of any such company owned and held by it.

20M. **Transfer of ownership, etc of bridges and toll roads.**—(1) Where any company is formed under section 20L for any bridge or toll road, the Authority shall transfer its ownership, right, title, interest, power and possession, together with its obligations, debts and liabilities, in respect of such bridge or toll road, as the case may be, to the company in such manner, and on such terms and conditions, and for such consideration, as may be agreed upon between the Authority and the company.

(2) Upon the transfer as aforesaid, the said company shall carry on the administration, management, operation and maintenance of the bridge or toll road, as the case may be, so transferred in an efficient and business like manner keeping in view the investments made, costs incurred, purpose for which it is established or constructed and the interest of the public.

(3) Notwithstanding the transfer of any bridge or toll road under sub-section (1), the provisions of this Ordinance and the rules and regulations shall continue to apply to such bridge or toll road, as the case may be, and the said company shall exercise all rights and powers of the Authority regarding the administration, management, operation and maintenace of such bridge or toll road, as the case may be, under this Ordinance and the rules and regulations, including the power to make or give orders or directions in respect thereof under any regulations, as if it were the Authority.

20N. **Lease of bridges and toll roads.**—(1) The Authority may, if it deems it fit so to do, lease out any bridge or toll road to any person for such period, and on such terms and conditions, as may be determined by it for the purpose of administration, management, operation and maintenance of such bridge or toll road, as the case may be.

(2) The Authority shall select the lesses through open tenders invited in such manner as may be prescribed by regulations.

(3) The instrument of lease under this section shall provide for termination of the lease, and for compensation, in case of failure on the part of the lessee to fulfil the terms and conditions of the lease.

(4) A lessee shall have all the powers and rights of the Authority in respect of administration, management, operation and maintenance of the bridge or toll road, as the case may be, leased out to him, and he shall exercise those powers and rights under this Ordinance and the rules and regulations.

(5) All arrear payments due from the lessee to the Authority shall be recoverable as public demand.

20O. **Management, etc of bridges and toll roads through agents.**—(1) The Authority may, if it deems it expedient in the interest of better administration, management, operation and maintenance of any bridge or toll road so to do, appoint, on contract in writing, any person as its agent for the administration, management, operation and maintenance of such bridge or toll road, as the case may be,

(2) The instrument of constract under this section shall provide for termination of the appointment of the agent for his inefficiency, misconduct or corruption or for his negligence or failure to discharge his duties to the satisfaction of the Authority.

(3) The agent shall discharge his duties under the supervision and control of the Authority and shall be responsible to the Authority for all his activities as its agent.

(4) Notwithstanding anything contained elsewhere in this Ordinance, the Authority may authorise the Agent or any officer employed by it to exercise any functions under Sections 20D, 20H, 20J and 20K as if he were an officer of the Authority.

20P. **Savings of prosecution under other laws.**—Nothing in this Ordinance or in the rules or regulations shall prevent any person from being prosecuted under any other law for any offence punishable under this Ordinance or under the rules or regulations :

Provided that no person shall be punished twice for the same offence."।

১১। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 21A এর সংশোধন**।—উক্ত অধ্যাদেশের section 21A এর "of the multipurpose bridge" শব্দগুলির পরিবর্তে "or construction of any bridge or toll road" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 24 এর সংশোধন**।—উক্ত অধ্যাদেশের section 24 উক্ত section এর sub-section (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে, এবং তৎপর নিম্নরূপ sub-sections (2) ও (3) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, and all matters incidental, consequential and supplementary thereto, namely :—

(a) regulation and control of vehicles and traffic on or near any bridge or toll road for the purpose of preventing danger to, and ensuring safety and convenience of, the vehicles, traffic and the public;

(b) regulation of the use of any bridge or toll road, code of traffic signal, and hour of lighting;

(c) provision of safety of traffic on any bridge or toll road;

(d) prohibition or regulation of the use of any bridge or toll road for any purpose other than the purpose for which it is established or constructed;

(e) prohibition or regulation of the use of any bridge or toll road by persons walking, riding, cycling, or leading or accompanying cattle, so as to prevent danger or obstruction to, or inconvenience of, the traffic and the public;

(f) prohibition or regulation of movement of animals, goods, heavy machinery, dangerous materials or explosives or any specified type of vehicle on any bridge or toll road;

(g) fixation of maximum length, height, width, axel load, weight or carrying capacity of any vehicle, including train, permitted to use any bridge or toll road number of vehicles that may be allowed thereon at a time and the maximum and minimum limit of speed of any type of vehicle, including train moving on the same;

(h) prohibition of regulation of parking any vehicle or storing of any goods on or near any bridge or toll road;

(i) inspection, search, seizure, remove or forfeiture of any vehicle or goods found on or near any bridge or toll road in violation of any regulation of any order or direction made or given by the Authority thereunder;

(j) Search, examination or removal of any person found walking, loitering or driving any vehicle and cattle, or causing any nuisance, on or near any bridge or toll road in violation of any regulation or any order or direction made or given by the Authority thereunder;

(k) definition, prevention and removal of nuisance on or near any bridge or toll road;

(l) prevention or removal of obstruction or encroachment on or near any bridge or toll road;

(m) stopping unauthorized work, and demolition of unauthorized construction or installation, on or near any bridge or toll road;

(n) temporary closing of any bridge or toll road or any part thereof, for repairs or other maintenance work, or for any construction, installation or maintenance work being done by any Government agency in respect of any establishment owned or operated by such agency or for any other public purpose;

(o) regulation of any kind of construction, installation or excavation work for any purpose whatsoever on or near any bridge or toll road or in any restricted area thereon;

(r) administration, operation, maintenance and preservation of any bridge or toll road;

(s) charge of tolls and fees on the users of any bridge or toll road, or of any facility attached thereto, and collection thereof;

(t) penalty for contravention or disobedience of any regulation or any order or direction made or given by the Authority thereunder.

(3) All regulations shall be notified in the official Gazette and copies thereof shall be kept available at all offices of the Authority for inspection and sale."।

কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৬ই অক্টোবর, ২০০৯/২১শে আশ্বিন, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৬ই অক্টোবর, ২০০৯ (২১শে আশ্বিন, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৫৬ নং আইন

Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে The Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ord. XXXIV of 1985) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Act, 2009 নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ০৪ পৌষ, ১৪১৪ বাং/১৮ ডিসেম্বর, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬৮০৫)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

২। **Ord. XXXIV of 1985 এর পূর্ণ শিরোনাম (long title) এর সংশোধন।**— Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ord. XXXIV of 1985) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণ শিরোনামের **(long title)** "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **Ord. XXXIV of 1985 এর প্রস্তাবনা (preamble) এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর প্রস্তাবনার **(preamble)** "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 1 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 1 এর "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 2 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 2 এর—

(ক) clause (a) এর "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) clause (j) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (j) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(j) "river training works" means guide bunds, grounds, embankments, protected banks, filled areas and other works forming the protection system of a bridge, both upstream and downstream, and in relation to any bridge on any river, and it includes the protection works thereof;"; এবং

(গ) clause (1) এর "by pass" শব্দের পরিবর্তে "by-pass" শব্দ এবং চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 4 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 4 এর "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 6A এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 6A এর sub-section (3) এর শেষ প্রান্তস্থিত ফুলস্টপের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"Provided that no resignation shall take effect until it is accepted by the Government."।

৮। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 8 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 8 এর sub-section (1) এর "time" শব্দটির পরিবর্তে "times" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 10 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 10 এর sub-section (1) এ "thereunder" শব্দের পর কমা সন্নিবেশিত হইবে।

১০। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 16 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 16 এর—

(ক) sub-section (1) এর "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) sub-section (2) এর "Jamuna Multipurpose Bridge Authority" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh Bridge Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। **Ord. XXXIV of 1985 এর section 22 এর সংশোধন।**—উক্ত Ordinance এর section 22 এর "proceeding" শব্দের পরিবর্তে "proceedings" শব্দটি এবং "employee or the Authority" শব্দের পরিবর্তে "employee of the Authority" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) Jamuna Multipurpose Bridge Authority (Amendment) Ordinance, 2007 (২০০৭ সনের ৩৮ নম্বর অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, এপ্রিল ৮, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৮ই এপ্রিল, ২০০৯/২৫শে চৈত্র, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৮ই এপ্রিল, ২০০৯(২৫শে চৈত্র, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৩১ নং আইন

পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন** ।—(১) এই আইন পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৮ আষাঢ় ১৪১৪ বাংলা মোতাবেক ১২ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা** ।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "কমিশনার" অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;

(২৮৪৫)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর section 4 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Jamuna Multipurpose Bridge Authority;

(গ) "জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য" অর্থ পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে, কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে;

(ঘ) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner;

(ঙ) "পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প" অর্থ Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প;

(চ) "ব্যক্তি" অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।**—এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982), অতঃপর ভূমি অধিগ্রহণ আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৪। **ধারা ৫ এর প্রাধান্য।**—ভূমি অধিগ্রহণ আইন, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের ধারা ৫ এর বিধান কার্যকর থাকিবে।

৫। **বিশেষ বিধান।**—(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মিত বা নির্মাণাধীন ঘর-বাড়ী বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনার জন্য বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ী বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবেন না।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ১১ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ী বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ১১ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবী, যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবী প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারী হইবার সাত দিনের মধ্যে, ক্ষতিপূরণের দাবীতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ দিনের মধ্যে, আপীলের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদানপূর্বক অনধিক পাঁচ দিনের মধ্যে আপীলের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত দ্বারা যদি আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সিদ্ধান্তের আদেশ জারীর ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপীলকারী সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উক্ত ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করিবেন।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে যদি দাবীদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ী বা স্থাপনা সরাইয়া লইয়া যাইবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৮) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকারী ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশি সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণাধীন ভূমি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে, ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত সময় সূচী অনুয়ায়ী, প্রকাশ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৯) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির মাটি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটিয়া উক্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদায় করিতে পারিবে।

(১০) ভূমি অধিগ্রহণ আইনের ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ জারীর পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণাধীন ভূমির যে ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, উক্ত ভিডিও চিত্র এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং উক্ত ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) এই ধারার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না, এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে পারিবে না।

৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সনের ১৪ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবু ইউসুফ (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৩০, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০শে জুন, ২০১১/১৬ই আষাঢ়, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০শে জুন, ২০১১ (১৬ই আষাঢ়, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ১১ নং আইন

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৯শে বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১২ই মে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "কমিশনার" অর্থ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার;

(২) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর Section 4 এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Bridge Authority;

(৩) "জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্য" অর্থ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা প্রদান, বিঘ্ন সৃষ্টি বা বিলম্বিত করার লক্ষ্যে, কোন কাজ বা ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ক্ষতিপূরণ হিসাবে বা অন্য কোনভাবে আর্থিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে;

(৪) "ডেপুটি কমিশনার" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর Section 2(b) এ সংজ্ঞায়িত Deputy Commissioner ;

(৫) "প্রকল্প" অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) এর অধীন ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে গৃহীত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প;

(৬) "ব্যক্তি" অর্থে যে কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী বা দেশী বা বিদেশী সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ" অর্থ Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982)।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান প্রাধান্য পাইবে।

৪। **প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ**।—এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোন ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হইলে, উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত ভূমি, ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের বিধান অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা যাইবে।

৫। **বিশেষ বিধান**।—(১) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের নোটিশ প্রদানের পর অধিগ্রহণাধীন ভূমির উপর জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনার বা ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

(২) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকালে ডেপুটি কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির উপর নির্মিত বা নির্মাণাধীন কোন ঘর-বাড়ি বা অন্য কোন প্রকার স্থাপনা জনস্বার্থ বিরোধী উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হইয়াছে বা নির্মাণাধীন আছে বা একই উদ্দেশ্যে কোন ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা ভূমির শ্রেণীর পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্তরূপ ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বা পরিবর্তনকে উক্ত ধারা ৮ এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিবেচনা করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি যদি থাকে, প্রত্যাখ্যান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দাবি প্রত্যাখ্যানের কারণে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, প্রত্যাখ্যান আদেশ জারি হইবার সাত দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের দাবিতে কমিশনারের নিকট উক্ত প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) কমিশনার, উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীল আবেদন প্রাপ্তির পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়টি সরেজমিন তদন্ত করিবেন এবং অতঃপর আপীলকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান পূর্বক অনধিক পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে আপীলের বিষয়ে যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

(৫) এই আইনের অধীন অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ প্রত্যাশী সংস্থার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে অধিগ্রহণকৃত ভূমির ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ বা ওয়ার্ড কমিশনার বা কাউন্সিলার কার্যালয়ে ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক পূর্বঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী প্রকাশ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশের ধারা ৩ এর অধীন নোটিশ জারির সময় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অধিগ্রহণাধীন ভূমির যে ভিডিও চিত্র গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা হইয়াছে, উক্ত ভিডিও চিত্র এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইনের অধীন গৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ভিডিও চিত্রের ভিত্তিতে উক্ত ভূমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত কমিশনারের আদেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে যদি আপীল নামঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ নামঞ্জুর আদেশ জারির ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে আপীলকারী সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা নিজ খরচ ও দায়িত্বে সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উক্ত ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা প্রকাশ্যে নিলাম বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করিবেন।

(৯) উপ-ধারা (২) এর অধীন ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক ক্ষতিপূরণের দাবি প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে যদি দাবিদার উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপীল দায়ের না করেন, তাহা হইলে উক্ত সময়ের পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা সরাইয়া নিবেন, অন্যথায় ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১০) প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অধিগ্রহণাধীন কোন ভূমির মাটি অসৎ উদ্দেশ্যে কাটিয়া বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত ভূমির শ্রেণী পরিবর্তন করা হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তনের জন্য ভূমির কোন ক্ষতি হইলে, সরকার সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের নিকট হইতে উক্ত ক্ষতি বাবদ যথাযথ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে পারিবে।

(১১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা গৃহীত কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা বা দরখাস্ত গ্রহণ করিবে না এবং এই ধারার অধীন বা এই ধারা হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত বা গৃহীতব্য কোন কার্যক্রম সম্পর্কে কোন আদালত কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারি করিতে পারিবে না।

৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৭। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ২০১১ (২০১১ সনের ১নং অধ্যাদেশ) অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতার বা বিবেচিত ধারাবাহিকতার কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩/০১ আগস্ট, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ০১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:-

২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন

Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক নূতনভাবে আইন প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক আদেশ দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৭নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) এর বিষয়বস্তু বিবেচনাপূর্বক রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে"** অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উপরে নির্মিত ১৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের স্বতন্ত্র এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;

(২) **"কজওয়ে"** অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট নিচু বা জলাভূমি অথবা বালুরাশি অতিক্রম করিবার জন্য নির্মিত সড়ক;

(৩) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

(৪) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৫) "টানেল" অর্থ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের টানেল;

(৬) "ধারা" অর্থ এই আইনের ধারা;

(৭) "নদীশাসন কার্যক্রম" অর্থ যে কোন সেতু বা টানেল বা অন্য কোন স্থাপনা রক্ষার জন্য গাইড বাঁধ, হার্ডপয়েন্ট, বেড়িবাঁধ, সংরক্ষিত নদীর পাড়, ভরাটকৃত এলাকা এবং অন্যান্য রক্ষামূলক কার্যসমূহ;

(৮) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ ধারা ১১ এ উল্লিখিত নির্বাহী পরিচালক;

(৯) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১০) "ফ্লাইওভার" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট দুই বা ততোধিক সড়কের সংযোগস্থলে একটি আরেকটির উপর দিয়া অতিক্রম করিবার জন্য নির্মিত সেতু;

(১১) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(১২) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৩) "রিং রোড" অর্থ সেতু, টানেল ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক;

(১৪) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(১৫) "সরকারি সংস্থা" অর্থ সরকারের কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা এবং তৎসহ আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ;

(১৬) "সংরক্ষিত এলাকা" অর্থ কর্তৃপক্ষের স্থাপনা সংলগ্ন এলাকা বা এলাকাসমূহ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে নির্ধারিত;

(১৭) "সেতু" অর্থ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) মিটার অথবা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের যে কোন সেতু এবং নিম্নবর্ণিত স্থাপনাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-

(অ) সেতু সংলগ্ন সংযোগ সড়ক এবং উক্ত সড়কের উপর সকল স্থাপনা;

(আ) সেতুর সংযোগ সড়কের ঢাল, বার্ম, বরোপিট ও পার্শ্ববর্তী নালাসমূহ এবং সেতুর জন্য কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত সেতু সংলগ্ন সকল জমি ও বাঁধ;

(ই) সেতু এলাকার অন্তর্ভুক্ত নদী, সাগর বা জলরাশিপূর্ণ এলাকায় বিদ্যমান সকল ঘাট, অবতরণ স্থল, জেটি, নালা ও সংরক্ষিত বাঁধ এবং সেতুর নিচের নদী, সাগর অথবা জলাধার; এবং

(ঈ) সেতুর উজান ও ভাটির উভয় দিকে গাইড বাঁধসহ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বা নদীশাসন কার্যক্রম।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, বোর্ড গঠন, ইত্যাদি

৪। **কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা**।—(১) Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **কার্যালয়**।—কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—(১) কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) বোর্ড উহার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। **বোর্ড গঠন**।—নিম্ন-বর্ণিত ১৫ (পনেরো) সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, সেতু বিভাগ, যিনি উহার ভাইস-চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;

(ছ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(জ) সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঝ) সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(ঞ) সচিব, অর্থ বিভাগ;

(ট) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ;

(ঠ) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

(ড) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(ঢ) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়; এবং

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৮। **বোর্ডের সভা, ইত্যাদি**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক আহূত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) সদস্য পদের কোন শূন্যতা অথবা বোর্ড গঠনে কোন ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ইত্যাদি

৯। **কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।—কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সেতু, টানেল, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও রিংরোড নির্মাণের জন্য জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা এবং কারিগরি গবেষণা সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) সরকারের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (Public Private Pertnership) প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প গ্রহণ এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার বাস্তবায়ন;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঙ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার উপরে অথবা নিম্নে, অথবা উহার যে কোন অংশে, অথবা কোন সংরক্ষিত এলাকায় অথবা উহার কোন অংশে, অনুরূপ কোন স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ, নিরাপত্তা এবং ভূমি ব্যবহার পরিচালনার জন্য ক্ষতিকর অথবা ক্ষতি হইতে পারে, এইরূপ যে কোন যানবাহন, মানুষ, পশু, অথবা মালামাল চলাচল, অথবা যে কোন প্রকার কাজকর্ম অথবা নির্মাণ, স্থাপন, মেরামত অথবা খনন কার্যসহ যে কোন প্রকার কার্য নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা অথবা নিষিদ্ধকরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় যানবাহন চলাচল এবং যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনার উপর বা ভিতরে বা নিকটে বাধা সৃষ্টি, অনুপ্রবেশ এবং অসুবিধা প্রতিরোধ ও অপসারণের জন্য বিধান প্রণয়ন এবং উহার প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ;

(ছ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনস্বার্থে উহার যে কোন স্থাপনা অথবা কোন সংরক্ষিত এলাকায় চুক্তির মাধ্যমে যে কোন সরকারি সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তিকে অনুরূপ স্থাপনা ও সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অনুমতি প্রদান;

(জ) কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সংলগ্ন সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোল আদায় কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি, টয়লেট সুবিধা নিশ্চিতকরণসহ অবাঞ্ছিত হকার ও ভিক্ষুকমুক্ত রাখা;

(ঝ) সরকারি কোন সংস্থা অথবা অন্যান্য সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা বিভিন্ন শ্রেণির যানবাহন কর্তৃপক্ষের কোন স্থাপনা অথবা উহার সংরক্ষিত কোন অংশ ব্যবহার করিলে ঐ সকল সংস্থা কিংবা ব্যক্তি বা যানবাহনের উপর ফি বা টোল ধার্য এবং আদায়;

(ঞ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে কোন উদ্দেশ্যে পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ এবং জনবল প্রশিক্ষিত করা; এবং

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পরামর্শ অনুসারে এবং উপরি-উল্লিখিত কার্যাবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলি।

১০। **বিশেষজ্ঞ কমিটি**।—কর্তৃপক্ষ, উহার কার্যে সহায়তার জন্য, আদেশবলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উক্ত আদেশে কমিটির কার্যপরিধি, দায়িত্ব, মেয়াদ, সম্মানী এবং অন্যান্য শর্তাবলিও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

১১। **নির্বাহী পরিচালক**।—(১) কর্তৃপক্ষের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবে যিনি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে নিযুক্ত হইবেন।

(২) নির্বাহী পরিচালক কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের কার্যাবলি ও প্রশাসন পরিচালনা করিবেন; এবং

(গ) তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে উক্ত শূন্য পদে নব নিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন যোগ্য ব্যক্তি নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি অধিগ্রহণ, প্রবেশ, ইত্যাদি

১৩। **ভূমি অধিগ্রহণ, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষের কোন ভূমি প্রয়োজন হইলে উহা জনস্বার্থে প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহা Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance, 1982 (Ordinance No. II of 1982) এর বিধান মোতাবেক অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট অধিগ্রহণকৃত কোন ভূমি ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, এতদ্‌সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, নীতিমালা বা নির্দেশিকা অনুসরণে অস্থায়ী ভিত্তিতে ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

১৪। **প্রবেশ,ইত্যাদি**।—(১) নির্বাহী পরিচালক অথবা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলসহ বা ব্যতীত কোন ভূমিতে প্রবেশ করিতে অথবা কোন প্রকার পরিদর্শন, জরিপ, পরীক্ষা অথবা তদন্তের আদেশ প্রদান অথবা খুঁটি নির্মাণ, গর্ত খনন বা অন্য কোন কাজ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূমির মালিক অথবা দখলদারকে অন্যূন ৩(তিন) দিন পূর্বে এইরূপ প্রবেশের অভিপ্রায় সংক্রান্ত প্রাক-বিজ্ঞপ্তি প্রদান ব্যতিরেকে উক্তরূপ ভূমিতে প্রবেশ করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি সাধিত হইলে কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত হারে ও পদ্ধতিতে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্তৃপক্ষের তহবিল, বাজেট, হিসাবরক্ষণ, ইত্যাদি

১৫। **কর্তৃপক্ষের তহবিল**।—(১) কর্তৃপক্ষের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা:—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ও ঋণ;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের অনুমোদনক্রমে গৃহীত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড, শেয়ার বা সনদ বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত টোল ও ফি;

(চ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হইতে আয়;

(ছ) কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ;

(জ) স্থাপনা এবং ভূসম্পত্তি ইজারা বা ভাড়া হইতে আয়; এবং

(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য কোন আয়।

(২) তহবিলের সকল অর্থ কর্তৃপক্ষের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধসহ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

(৩) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি বা স্বল্পমেয়াদি বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) কোন অর্থ বৎসরে কর্তৃপক্ষের ব্যয় নির্বাহের পর কর্তৃপক্ষের তহবিলে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে সরকারের নির্দেশ অনুসারে উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ সরকারের কোষাগারে জমা করিতে হইবে।

১৬। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান বা বিদেশি সংস্থা বা দাতা সংস্থা হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৭। **বাজেট**।—কর্তৃপক্ষ প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৮। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং কর্তৃপক্ষের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসর Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

১৯। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।—(১) প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহার কার্যাবলী বা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য, রিটার্ন, বিবরণী, প্রাক্কলন, পরিসংখ্যান অথবা অন্য কোন তথ্য চাহিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২০। **কমিটি**।—কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য যে কোন সদস্য এবং কর্মকর্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বন্ধকরণ, প্রতিরোধ, বাজেয়াপ্তকরণ, ইত্যাদি

২১। **সেতু ও টানেল বন্ধকরণ**।—কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহারকারী অথবা জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক এবং ব্যবহার করা সম্ভব না হইলে অথবা উহা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির যানবাহন চলাচলের জন্য উপযুক্ত নহে মর্মে কর্তৃপক্ষ মনে করিলে, এইরূপ স্থাপনার উপর অথবা নিকটে স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত লিখিত নোটিশ দ্বারা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উক্ত স্থাপনা অথবা উহার কোন নির্দিষ্ট অংশ, ব্যবহারকারী বা জনসাধারণ অথবা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণির যানবাহন চলাচলের জন্য বন্ধ থাকিবে।

২২। **দখল প্রতিরোধ, ইত্যাদি**।—কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনা বা উহার কোন অংশ বিশেষের উপর, নিম্নে, উর্ধ্বে বা নিকটে স্থাবর বা অস্থাবর প্রকৃতির অনধিকার প্রবেশ বা বাধা অথবা যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের জন্য, বা উহা অপসারণের জন্য, প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, কর্তৃপক্ষ বল প্রয়োগ করিবার উদ্যোগসহ অনুরূপ অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৩। **যানবাহন থামানো, তল্লাশি, ইত্যাদি**।—যদি কোন যানবাহন অথবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এইরূপ ধারণা করা হইয়া থাকে যে উক্ত যানবাহন অথবা ব্যক্তি দ্বারা এই আইন, বিধি বা প্রবিধান অথবা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অথবা জারীকৃত কোন নির্দেশ বা আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উহার পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা, কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় অথবা উহার নিকটে যে কোন যানবাহন থামাইতে, পরিদর্শন এবং তল্লাশি করিতে অথবা এইরূপ যানবাহনের চালক, যাত্রী অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা এবং তল্লাশি করিতে পারিবে।

২৪। **নিরাপত্তা, বাজেয়াপ্তকরণ ও অপসারণ**।—কোন প্রকার আইনসঙ্গত কারণ এই আইন অথবা কোন বিধি, প্রবিধান বা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ ভঙ্গ করিয়া, কোন যানবাহন কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা অতিক্রমের চেষ্টা করিলে অথবা উক্ত বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রকার যাত্রী বা মালামাল পরিবহন করিলে, উক্ত যানবাহন এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার মালামাল, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কোম্পানি গঠন, ইজারা, ইত্যাদি

২৫। **সেতু ও টানেল পরিচালনার জন্য কোম্পানি গঠন**।—(১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে, কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার নির্মাণ সমাপ্তির পর, উহার মালিকানা, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শেয়ার মূলধন সম্বলিত এক বা একাধিক কোম্পানি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানির সকল বা যে কোন সংখ্যক শেয়ারের মালিক এবং অধিকারী হইবে।

(৩) সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ অনুরূপ কোম্পানিতে উহার মালিকানাধীন অথবা অধিকারী সকল বা যে কোন সংখ্যক শেয়ার জনসাধারণ, কোন সংস্থা অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২৬। **সেতু ও টানেলের মালিকানা, ইত্যাদি হস্তান্তর।**—(১) ধারা ২৫ অনুযায়ী কোন কোম্পানি গঠন করা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত সেতু, টানেল বা উহার আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার জন্য কর্তৃপক্ষের দায়, ঋণ এবং বাধ্যবাধকতাসহ উহার মালিকানা, অধিকার, স্বার্থ, ক্ষমতা এবং দখল উক্ত কোম্পানি এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও শর্তে এবং বিনিময়ে, উক্ত কোম্পানির নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন হস্তান্তরের পর, উক্ত কোম্পানি লগ্নীকৃত বিনিয়োগ, নির্বাহ ব্যয়, উহা প্রতিষ্ঠা অথবা নির্মাণের উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় রাখিয়া দক্ষতার সহিত এবং ব্যবসায়িকভাবে, হস্তান্তরিত সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত রাখিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন সেতু, টানেল এবং কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা হস্তান্তর করা সত্ত্বেও উক্ত সেতু, টানেল বা অন্য কোন স্থাপনার ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলীর প্রয়োগ অব্যাহত থাকিবে এবং এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের অধীন আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতাসহ, অনুরূপ সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা উক্ত কোম্পানি এইরূপে প্রয়োগ করিতে পারিবে যেন উহাই কর্তৃপক্ষ।

২৭। **সেতু ও টানেল ইজারা প্রদান।**—(১) কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে, কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে এবং সময়ের জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট ইজারা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ইজারা গ্রহীতা নির্বাচন করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত ইজারা দলিলে উক্ত ইজারা বাতিল করিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইজারা গ্রহীতার পক্ষে ইজারা দলিলের শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে।

(৪) কোন ইজারা গ্রহীতা তাহার নিকট ইজারা প্রদত্ত সেতু, টানেল অথবা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য যে কোন স্থাপনা এবং প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল অধিকার এবং ক্ষমতা লাভ করিবে এবং ইজারা গ্রহীতা এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের অধীন উক্ত ক্ষমতা এবং অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ইজারা গ্রহীতার নিকট কর্তৃপক্ষের সকল বকেয়া পাওনা সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড, ইত্যাদি

২৮। **অবৈধ বাধা সৃষ্টি, ইত্যাদির দণ্ড।**—কোন ব্যক্তি আইনসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে—

(ক) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিলে;

(খ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য যে কোন স্থাপনায় যানবাহন চলাচলের রাস্তা অথবা সারি চিহ্নিত করিবার জন্য অথবা উহার যাত্রীদের নিরাপত্তা অথবা অনুরূপ স্থাপনা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত বা প্রদর্শিত কোন সীমানা অথবা বিভক্তি রেখা, প্রাচীর অথবা বেড়া অথবা যে কোন চিহ্ন, প্রতীক অথবা সংকেত ধ্বংস, ক্ষতি অথবা নষ্ট করিলে;

(গ) কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনা অথবা উহার নিকটে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত অথবা প্রদর্শিত কোন প্রকার বিজ্ঞপ্তি অথবা লিখিত বিবরণ অপসারণ, ধ্বংস, বিকৃত অথবা কোন প্রকারে নিশ্চিহ্ন করিলে; অথবা

(ঘ) সারি ভঙ্গ করিয়া অথবা আগে অতিক্রমের প্রতিযোগিতা সৃষ্টির মাধ্যমে টোল ঘরের নিকটে জট সৃষ্টি করিলে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

২৯। **বিধি ও প্রবিধান লঙ্ঘনের দণ্ড।**—যে সকল ক্ষেত্রে এই আইনে কোন জরিমানা আরোপের বিধান নাই, সেই সকল ক্ষেত্রে কোন বিধি বা প্রবিধানে এই মর্মে বিধান করা যাইবে যে, উক্ত বিধি বা প্রবিধান লঙ্ঘন বা ভঙ্গ করা হইলে অথবা উক্ত বিধি বা প্রবিধানের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত বা প্রদত্ত কোন আদেশ অমান্য করা হইলে, অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

৩০। **পরওয়ানা ব্যতিরেকে গ্রেপ্তার বা অপসারণ।**—(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় কোন ব্যক্তিকে ধারা ২৮ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন অথবা কোন বিধি বা প্রবিধানের কোন দণ্ডযোগ্য বিধান লঙ্ঘন অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত কোন আদেশ অমান্য করিতে দেখিলে, পরওয়ানা ব্যতিরেকে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনায় যাহাই হউক না কেন, যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উহা হইতে কেবল অপসারণ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে ইহার অধিক অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় বিবেচিত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার না করিয়া, উক্ত স্থাপনা হইতে তাহাকে অপসারণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে অপসারণ করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি যদি চাহিবা মাত্র তাহার নাম ও ঠিকানা প্রদান করেন এবং এইরূপ বিশ্বাসযোগ্য হয় যে, তাহার প্রদত্ত নাম ও ঠিকানা সঠিক অথবা যদি তাহার প্রকৃত নাম ও ঠিকানা নিশ্চিত করা যায়, তাহা হইলে প্রয়োজনে হাজির হইবেন মর্মে মুচলেকা প্রদান সাপেক্ষে, কোন প্রকার জামানত ব্যতীত, তাহাকে মুক্তি প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন মুক্তি প্রদান করা না যায়, তাহা হইলে তাহার বিষয়ে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিকটতম পুলিশ স্টেশনে সোপর্দ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন মুচলেকা প্রদানের ক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Chapter XLII এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৩১। শুনানি ব্যতীত মামলা নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ কার্যধারা।—(১) এই আইন অথবা বিধি বা প্রবিধানের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ কোন আদালত কর্তৃক বিচারার্থে গৃহীত হইলে উক্ত আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে জারীতব্য সমনে এইমর্মে উল্লেখ থাকিবে যে, তিনি—

(ক) আইনজীবীর মাধ্যমে হাজিরা দিতে পারিবেন এবং তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যক নহে; এবং

(খ) সমনে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আদালতের বরাবরে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরিত একটি পত্রের মাধ্যমে অথবা আদালতের বরাবরে দাখিলকৃত আর্জির মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই মর্মে স্বীকার করিতে পারিবেন যে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অপরাধ তিনি সংঘটন করিয়াছেন এবং সমনে উল্লিখিত আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত অর্থদণ্ড আদালতে প্রদান করিতে অথবা আদালতের বরাবরে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা প্রদান অথবা প্রেরণ করিয়া থাকিলে উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে তদ্‌তিরিক্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করিলে এবং সমনে উল্লিখিত পরিমাণ টাকা সমনে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে প্রদান অথবা প্রেরণ না করিলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের ক্ষেত্রে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৩২। ঘটনাস্থলে জরিমানা আরোপ করিবার ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদের নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি দেখিতে পান যে, কোন সেতু, টানেল, টোল সড়ক বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় অথবা উহার কোন সংরক্ষিত এলাকায়, কোন ব্যক্তি বিধি বা প্রবিধানের অধীন অনধিক ০১(এক) হাজার টাকা জরিমানাযোগ্য কোন অপরাধ করিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা উক্ত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থলেই জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনা জরিমানা আরোপ করিবার পূর্বে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিতরূপে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি নোটিশ হাতে হাতে প্রদান করিতে হইবে, যথা:—

(ক) তদ্‌কৃত অপরাধের বিবরণ;

(খ) তদ্দ্বারা প্রদেয় জরিমানার পরিমাণ;

(গ) যেরূপে এবং যে সময়সীমার মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ করিতে হইবে তাহার উল্লেখ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছেন উহা স্বীকার করেন কিনা এবং উহাতে নির্দেশিত জরিমানা পরিশোধে তিনি সম্মত কিনা এই মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য প্রদানের নির্দেশনা।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত জরিমানা পরিশোধে সম্মত থাকিলে তাহা নোটিশে লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত জরিমানা উক্ত নোটিশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত জরিমানা তাহার নিকট হইতে সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন মর্মে অস্বীকার করিলে এবং উক্ত নোটিশে বর্ণিত জরিমানা প্রদানে সম্মত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত অপরাধের জন্য আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৩৩। বিচারার্থে গ্রহণ এবং বিচার।—(১) সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত কোন প্রতিবেদন ব্যতিরেকে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর Chapter XXII এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করা যাইবে।

নবম অধ্যায়

বিবিধ

৩৪। ক্ষমতা অর্পণ।—কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইন দ্বারা কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বা আরোপিত যে কোন ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব আদেশে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তে, যদি থাকে, বোর্ড চেয়ারম্যান অথবা কোন সদস্য অথবা নির্বাহী পরিচালক অথবা অন্য যে কোন কর্মকর্তা দ্বারা প্রয়োগ বা পালন করা যাইবে।

৩৫। ১৯৭৩ সালের ৬ নং আইনের Section 23 এবং 23A এর প্রযোজ্যতা।—The Insurance Corporation Act, 1973 (Act No. VI of 1973) এর Section 23 এবং Section 23A এর বিধানাবলী যে কোন সেতু, টানেল অথবা অন্য কোন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কাজ সংশ্লিষ্ট বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। কর্তৃপক্ষের পাওনা আদায়।—এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কর্তৃপক্ষের পাওনা অনাদায়ী হিসাবে The Public Demands Recovery Act, 1913 (Ben. Act No. III of 1913) এর অধীন সরকারি পাওনা হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩৮। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির যে কোনটি এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সম্পূরক সকল বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) যানবাহন, যাতায়াত এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং সুবিধা নিশ্চিতকরণের এবং বিপদ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা অথবা উহার নিকটে যানবাহন এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(খ) যে কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা ব্যবহার, যানবাহন চলাচল সংকেত-বিধি এবং আলোকের সময় নিয়ন্ত্রণ;

(গ) যানবাহন চলাচল এবং জনসাধারণের জন্য বিপদ অথবা বাধা সৃষ্টি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি প্রতিরোধকল্পে পথচারী ব্যক্তি, সাইকেল আরোহী অথবা গবাদি-পশু চালনা অথবা ব্যক্তিদের জন্য যে কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন যে কোন স্থাপনা ব্যবহার এবং উক্ত স্থাপনায় পশু, মালামাল, ভারী যন্ত্রপাতি, বিপজ্জনক পদার্থ অথবা বিস্ফোরক বহন নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(ঘ) যে কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ট্রেনসহ সকল প্রকার যানবাহনের সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, প্রস্থ, এ্যাক্সেল-লোড, ওজন অথবা বহন ক্ষমতা নির্ধারণ, উক্ত স্থাপনায় এক সংগে একই সময়ে যে সংখ্যক যানবাহন চলাচল গ্রহণ করা যাইবে এবং চলাচলকারী ট্রেনসহ যে কোন প্রকার যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গতিসীমা নির্ধারণ;

(ঙ) সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার উপর অথবা ভিতরে অথবা সন্নিকটে যে কোন প্রকার যানবাহন পার্কিং করা অথবা যে কোন প্রকার মালামাল মজুত নিয়ন্ত্রণ অথবা নিষিদ্ধকরণ;

(চ) যে কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনার উপর অথবা নিকটে যে কোন প্রকার ব্যবসায়িক, বাণিজ্যিক অথবা শিল্প কর্মকাণ্ড পরিচালনা অথবা যে কোন প্রকার স্টল, ছাউনি, দোকান, বাজার, হাট অথবা ফেরিওয়ালা নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিরোধ;

(ছ) যে কোন সেতু, টানেল বা কর্তৃপক্ষের আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনা অথবা উহার সহিত যুক্ত যে কোন সুবিধা ব্যবহারকারীর উপর টোল এবং ফি আরোপ এবং উহা আদায়।

৩৯। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪০। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No XXXIV of 1985), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত সকল কার্যক্রম ও গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত ও গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) Bangladesh Bridge Authority এর তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, দায়-দেনা এই আইনের অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল, সম্পদ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং দায়-দেনা হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই;

(ঘ) প্রণীত সকল বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা বা আদেশ যাহা উক্ত আইন রহিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর ছিল উহা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, নির্দেশিকা বা আদেশ দ্বারা রহিত বা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ এবং যতদূর পর্যন্ত আইনের বিধানাবলীর পরিপন্থি না হয় ততদূর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে; এবং

(ঙ) নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্ত হইবেন।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৭, ২০২১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮/০৭ ডিসেম্বর, ২০২১

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ মোতাবেক ০৭ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২১ সনের ২৮ নং আইন

Highways Act, 1925 রহিতক্রমে যুগোপযোগী করিয়া মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং অবাধ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ যান চলাচল নিশ্চিতকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925) রহিতক্রমে একটি আধুনিক, উন্নত, কার্যকর মহাসড়ক পরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিরাপদ ও গতিশীল যান চলাচল, মহাসড়কে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে যুগোপযোগী মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি গড়িয়া তুলিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন 'মহাসড়ক আইন, ২০২১' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৮১৭৯)

মূল্য : টাকা ১৬.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(২) **"আন্তঃসংযোগ"** অর্থ একাধিক সড়কের সংযোগস্থল;

(৩) **"ইউটিলিটি ডাক্ট"** অর্থ বিদ্যুৎ, পানি, নর্দমার পাইপ, ফাইবার অপটিক ক্যাবলসহ অন্যান্য নাগরিক পরিসেবা বহনকারী সংরক্ষিত আবদ্ধ পথ (ডাক্ট);

(৪) **"ইন্টারচেঞ্জ"** অর্থ একাধিক সড়কের সংযোগস্থলে এক সড়ক হইতে অন্য সড়কে নির্বিঘ্নে প্রবেশ ও নির্গমনের ব্যবস্থা সংবলিত অবকাঠামো;

(৫) **"এক্সপ্রেসওয়ে (Expressway)"** অর্থ নিরবচ্ছিন্নভাবে যানবাহন চলাচলের জন্য যানবাহনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক;

(৬) **"ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি"** অর্থ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(৭) **"কৌশলগত মহাসড়ক"** অর্থ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বা জরুরি, যুদ্ধকালীন বা দুর্যোগকালীন ব্যবহারের জন্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত কৌশলগত মহাসড়ক;

(৮) **"জাতীয় মহাসড়ক"** অর্থ বিভাগীয় সদর, সমুদ্র বন্দর, বিমানবন্দর, স্থলবন্দর, প্রধান নদীবন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, কন্টেইনার টার্মিনাল ডিপোসমূহকে ঢাকার সহিত সংযোগকারী অথবা এক বিভাগীয় সদরের সহিত অন্য বিভাগীয় সদরকে সংযোগকারী সড়ক এবং বিভাগীয় সদরকে বেষ্টনকারী সার্কুলার রিং রোডসমূহ;

(৯) **"টোল"** অর্থ সড়ক ব্যবহারের বিপরীতে সড়ক ব্যবহারকারীগণের উপর আরোপযোগ্য বা আদায়যোগ্য মাশুল;

(১০) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১১) **"নিয়ন্ত্রণ রেখা"** অর্থ মহাসড়কের সংরক্ষণ রেখা হইতে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত রেখা;

(১২) **"প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক"** অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত কোনো মহাসড়ক;

(১৩) **"প্রান্তসীমা"** অর্থ মহাসড়কের প্রান্তসীমা;

(১৪) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি;

(১৫) **"মহাসড়ক"** অর্থে অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক, বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত আন্তঃদেশীয়, আন্তঃআঞ্চলিক ও মহাদেশীয় মহাসড়ক ছাড়াও—

(ক) মহাসড়কের প্রান্তসীমা (right of way) এর অন্তর্ভুক্ত ভূমি;

(খ) মহাসড়কের ঢাল, কিনারা (berm), নয়নজুলি, বরো-পিট (borrow-pit) এবং পার্শ্ববর্তী নালা;

(গ) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক সংলগ্ন সকল ভূমি ও মহাসড়ক বাঁধ;

(ঘ) মহাসড়কস্থিত ভূগর্ভস্থ অথবা মহাসড়কের উপর দিয়া নির্মিত যে কোনো স্থাপনা ও কাঠামো;

(ঙ) অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক অথবা মহাসড়ক সংলগ্ন ভূমির উপরে অবস্থিত প্রাচীর, খুঁটি, সড়ক অবকাঠামো এবং মহাসড়কের দুইপার্শ্বে এই ধরনের ভূমির উপর বিদ্যমান সকল বৃক্ষ; এবং

(চ) নদী, সাগর অথবা বৃহৎ জলাধারের পার্শ্বে মহাসড়কের প্রতিরক্ষামূলক কার্য, সেতুর ক্ষেত্রে উজান ও ভাটির উভয় দিকে গাইড বাঁধসহ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কার্য অথবা নদীশাসন কার্যসমূহও;

ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) **"লেন"** অর্থ সুশৃঙ্খল ও এক সারিতে সারিবদ্ধভাবে যানবাহনের চলাচলের নিমিত্ত মহাসড়কের নির্ধারিত পথ; এবং

(১৭) **"সংরক্ষণ রেখা"** অর্থ মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ভূমির প্রান্তসীমা (right of way) হইতে ১০ (দশ) মিটার অথবা সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্ধারিত রেখা।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

৪। **অধিদপ্তর এর কার্যাবলি**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর অন্যান্য কার্যাবলির সহিত নিম্নরূপ কার্যাবলিও সম্পন্ন করিবে, যথা:—

(১) মহাসড়ক নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন;

(২) মহাসড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও পরিচালনার জন্য মহাপরিকল্পনা, স্পেসিফিকেশন, ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও অনুসরণ;

(৩) সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে মহাসড়ক ও মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই, নিরীক্ষা এবং উহার ধারাবাহিকতায় চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন;

(৪) মহাসড়কে সুষ্ঠু, নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধাদি সংবলিত অবকাঠামো নির্মাণ;

(৫) মহাসড়ক এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অবকাঠামোর নকশা-মান নির্ধারণ এবং, সময় সময়, উহা হালনাগাদকরণ;

(৬) মহাসড়কে সুষ্ঠু ও নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ;

(৭) মহাসড়ক ও সেতু সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, নকশা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জরিপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তসহ সড়ক ও সেতুসমূহের ডাটাবেজ তৈরি, উহা সংরক্ষণ এবং হালনাগাদকরণ;

(৮) এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক এবং কৌশলগত মহাসড়ক সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৯) নদী বা জলাশয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ফেরি বা অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা সংযোগ স্থাপন ও রক্ষা;

(১০) মহাসড়কের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(১১) প্রতিবন্ধী, শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের মহাসড়কের নির্দিষ্ট স্থান নিরাপদে ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(১২) টোলের আওতাভুক্ত কোনো এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, কৌশলগত মহাসড়ক বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য মহাসড়ক বা উহাতে নির্মিত কোনো অবকাঠামো ব্যবহারের জন্য টোল আদায়;

(১৩) নির্ধারিত সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা বজায় রাখা;

(১৪) জনস্বার্থে আইটিএস (intelligent transportation system) ও টোল সংক্রান্ত অবকাঠামোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, সংরক্ষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (artificial intelligence) মাধ্যমে উহা পরিচালনা;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "আইটিএস" অভিব্যক্তি অর্থ উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ, সমন্বিত ও নির্ভরযোগ্য যানব্যবস্থা।

(১৫) মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি গ্রহণ এবং প্রকল্প প্রস্তুতিসহ উহা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ বা সহযোগিতা সেবা গ্রহণ;

(১৬) মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা;

(১৭) মহাসড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কারখানা, মেশিনারি, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় বা জরুরি প্রয়োজনে উল্লিখিত উপকরণাদি অধিযাচন (requisition);

(১৮) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব হইতে মহাসড়কের সম্ভাব্য ক্ষতি হ্রাসের নিমিত্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সহনশীল টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ;

(১৯) টেকসই উন্নয়নের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া এবং যানবাহন চলাচলের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা, মহাসড়ক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পেভমেন্ট এর স্থায়িত্ব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মহাসড়ক করিডোর নির্মাণের উদ্দেশ্যে নান্দনিক বনায়ন;

(২০) মহাসড়কের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২১) মহাসড়কে চলাচলকারি যানবাহনের ওজন পরিমাপের জন্য এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন ও পরিচালনা;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "এক্সেল লোড" অভিব্যক্তি অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত এক্সেল লোড বা এক্সেল ওজন।

(২২) মহাসড়কে চলাচলকারী অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ; এবং

(২৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫। **মহাসড়ক, ইত্যাদি ঘোষণা ও নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপযুক্ত যে কোনো সড়ককে মহাসড়ক বা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়ক হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) নির্ধারিত দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের জন্য সরকার এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ ও পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো এক্সপ্রেসওয়ে, জাতীয় মহাসড়ক, কৌশলগত মহাসড়ক বা অন্যান্য মহাসড়ক এবং উহাতে নির্মিত কোনো অবকাঠামো ব্যবহারকারী যানবাহনের চলাচলকে টোলের আওতাভুক্ত হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,—

(ক) দেশের যে কোনো সড়কের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) দেশের যে কোনো সড়কের তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পরিত্যাগক্রমে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অর্পণ এবং পুনরায় উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) সড়কের সংরক্ষণ রেখা ও নিয়ন্ত্রণ রেখা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **মহাসড়কে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সরকার প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কে যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রবেশ রাস্তা বা অঙ্গীভূত রাস্তার মাধ্যমে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কে যানবাহন প্রবেশ বা বহির্গমন করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "প্রবেশ রাস্তা" অভিব্যক্তি অর্থ মহাসড়ক বা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের পার্শ্বস্থিত কোনো আবাসিক স্থাপনা, বাণিজ্যিক স্থাপনা বা স্থানীয় কোনো মহাসড়ক হইতে অধিদপ্তরের অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মিত লেন যাহা মহাসড়ক বা প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের সহিত যুক্ত হইবে।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের সহিত অন্য কোনো সড়ক বা মহাসড়ক সংযুক্ত করা যাইবে না।

(৩) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অধিদপ্তর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রকৌশল নকশা অনুযায়ী প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রিত মহাসড়কের সহিত আন্তঃসংযোগ, ইন্টারচেঞ্জ বা প্রবেশ রাস্তা সংযুক্ত করিতে পারিবে।

৭। **মহাসড়ক সাময়িক বন্ধকরণ।**—মহাসড়ক উন্নয়ন, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণ, মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট পয়ঃপ্রণালি, ড্রেন, কালভার্ট ও সেতু নির্মাণ বা সংস্কার করিবার উদ্দেশ্যে অথবা জনস্বার্থে, সরকার বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মহাসড়ক বা উহার কোনো অংশবিশেষ সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাসড়ক বন্ধ ঘোষণার বিষয়টি মহাসড়ক ব্যবহারকারীগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার ও উক্ত মহাসড়কের একাধিক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, মহাসড়ক বন্ধ ঘোষণার পূর্বে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, যানবাহন চলাচলের জন্য যুক্তিসঙ্গত ও পর্যাপ্ত বিকল্প পথের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮। **ইউটিলিটির জন্য মহাসড়কের ব্যবহার।**—(১) নির্ধারিত মাশুল প্রদান সাপেক্ষে, নাগরিক সেবা প্রদানকারী সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ইউটিলিটি সংযোগসমূহ মহাসড়কের প্রান্তসীমা বরাবর স্থাপন করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মহাসড়কের উন্নয়ন, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় প্রয়োজন হইলে উক্ত ইউটিলিটি সংযোগসমূহ সেবা প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজ খরচে নির্দিষ্ট সময়ে অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তর করিবে।

(২) অধিদপ্তর, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মহাসড়কের সহিত ইউটিলিটি ডাক্ট স্থাপন করিতে পারিবে এবং উক্ত ডাক্ট ব্যবহারকারীগণের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে মাশুল আদায় করিতে পারিবে।

৯। **মহাসড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ।**—মহাসড়ক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধি-নিষেধসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(১) ফসল, খড় বা অন্য কোনো পণ্য শুকানো বা অনুরূপ কোনো কাজে মহাসড়ক ব্যবহার করা যাইবে না;

(২) মহাসড়কের নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়া পদযাত্রা করা যাইবে না বা এই আইনের অধীন অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মহাসড়কের কোনো স্থানে অবস্থান করা যাইবে না;

(৩) অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত মহাসড়কে কোনো প্রকার বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড, তোরণ বা অনুরূপ কিছু টাঙানো বা স্থাপন করা যাইবে না;

(৪) ধীর গতিসম্পন্ন যানবাহনের জন্য মহাসড়কে নির্ধারিত লেন ব্যতীত অন্য কোনো লেন ব্যবহার করা যাইবে না;

(৫) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত গতির যানবাহন ব্যতীত অন্য কোনো যানবাহন মহাসড়কে চালানো যাইবে না;

(৬) অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়া মহাসড়কে গবাদিপশু প্রবেশ করানো, পারাপার করানো, চরানো, হাঁটানো বা অবস্থান করানো যাইবে না;

(৭) ক্ষতিকর পদার্থ পতিত বা নির্গত হয় এইরূপ যানবাহন মহাসড়কে চালানো যাইবে না;

(৮) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত, অন্য কোনো স্থানে ইউ-টার্ন নির্মাণ করা যাইবে না;

(৯) মহাসড়ক বিভাজকের কোনো ক্ষতি সাধন করা যাইবে না;

(১০) মহাসড়কের নির্ধারিত সীমানার পার্শ্বে কোনো অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে উক্ত অবকাঠামোর বেদির উচ্চতাসীমা (plinth level) কোনো প্রকারে মহাসড়কের উপরিতল হইতে অধিকতর উচ্চতায় করা যাইবে না;

(১১) মহাসড়কের সংরক্ষণ রেখার মধ্যে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না;

(১২) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ রেখার মধ্যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ, হাট-বাজার বসানো বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মহাসড়কের কোনো অংশ ব্যবহার করা যাইবে না;

(১৩) মহাসড়ক বা মহাসড়কের কোনো অংশ হইতে মাটি, বালু, পাথর বা মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু উত্তোলন করা যাইবে না;

(১৪) মহাসড়কে চলাচলকারী কোনো ব্যক্তি বা যানবাহনের জন্য বিপজ্জনক বা ক্ষতির কারণ হইতে পারে এইরূপ কোনো বস্তু বা প্রতিবন্ধকতা মহাসড়কে স্থাপন করা যাইবে না;

(১৫) মহাসড়ক বা মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট কোনো অংশে নির্মাণ সামগ্রী রাখা যাইবে না;

(১৬) মহাসড়ক, প্রান্তসীমা বা মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট কোনো অংশে ময়লা, আবর্জনা বা অন্য কোনো বস্তু নিক্ষেপ করা বা স্তূপ করিয়া রাখা যাইবে না;

(১৭) কোনো ব্যক্তি মহাসড়কে স্থাপিত ট্রাফিক সাইন, সাইন পোস্ট, সড়ক মার্কিং, সড়ক বাতি, সড়ক নিরাপত্তা সামগ্রী, সড়ক নিরাপত্তা বেষ্টনী, সড়কের সীমানা নির্ধারণী পোস্ট, কিলোমিটার পোস্ট, ইত্যাদি অপসারণ, ক্ষতিসাধন, ধ্বংস, পরিবর্তন বা কোনো বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে পারিবে না; এবং

(১৮) কোনো ব্যক্তি অধিদপ্তরের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, মহাসড়কের নিকটবর্তী জলাধারের দিক পরিবর্তন বা জলাধারের স্বাভাবিক প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

১০। **স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর প্রয়োগ।**—এক্সপ্রেসওয়ে বা মহাসড়ক নির্মাণের উদ্দেশ্যে, ক্ষেত্রমত, ভূমি অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল এর প্রয়োজন হইলে উহা স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ২১ নং আইন) অনুযায়ী অধিগ্রহণ বা হুকুমদখল করা যাইবে।

১১। **প্রবেশ ও পরিদর্শনের ক্ষমতা।**—(১) এক্সপ্রেসওয়ে বা মহাসড়ক নির্মাণ, উহার উন্নয়ন ও পরিচালনা বা এতৎসংশ্লিষ্ট প্রকল্প প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য অথবা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি—

(ক) যে কোনো স্থাবর সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া উহা পরিদর্শনসহ জরিপ ও সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(খ) ভূমির সীমানা বা লাইন চিহ্নিতকরণ এবং এতদুদ্দেশ্যে সীমানা খুঁটি স্থাপন করিতে পারিবে;

(গ) ভূমিতে বোরিং (boring) করিয়া মাটি পরীক্ষা করিতে পারিবে, আলোকচিত্র বা ভিডিও চিত্র ধারণ করিতে পারিবে; এবং

(ঘ) দফা (ক) হইতে (গ) এ উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানের ফসল, বৃক্ষ বা জঙ্গল, যদি থাকে, পরিষ্কার করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিবার পূর্বে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক বা দখলদারকে অন্যূন ৭ (সাত) কার্যদিবস পূর্বে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রম গ্রহণকালে ভূমি বা সম্পদের কোনো ক্ষতি সাধিত হইলে অধিদপ্তর নির্ধারিত হারে উক্ত ভূমি বা সম্পত্তির মালিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

১২। **মহাসড়কের নিরাপত্তা, ইত্যাদি।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অধিদপ্তর—

(ক) মহাসড়ক নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে মহাসড়কের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে;

(খ) মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের সময় উক্ত কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বা মহাসড়ক ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করিবে এবং এতৎবিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করিবে;

(গ) মহাসড়কের দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যথাযথ ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(ঘ) মহাসড়কের জন্য বা যানবাহন চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিতকরণপূর্বক উক্ত স্থাপনা অপসারণ বা উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে; এবং

(ঙ) মহাসড়কের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির কারণ হইতে পারে এইরূপ সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **অবৈধ দখল ও অনুপ্রবেশ।**—(১) অধিদপ্তর মহাসড়ক বা মহাসড়ক সংশ্লিষ্ট স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাপনা অবৈধ দখল বা অবৈধ প্রবেশ মুক্ত রাখিবে।

(২) নাগরিক সেবা প্রদানকারী সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, নাগরিক সেবা প্রদানের ইউটিলিটি স্থাপনের জন্য মহাসড়কের ভূমি ব্যবহার করিতে পারিবে না।

১৪। **অপরাধ ও দণ্ড।**—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা ৯ এর দফা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ১ (এক) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি ধারা ৯ এর দফা (৪) বা (৫) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) কোনো ব্যক্তি ধারা ৯ এর দফা (৬) বা (৭) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (৮) বা (৯) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (১০) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা, তবে অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অধিদপ্তর বা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্তরূপ স্থাপনা অপসারণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত স্থাপনা অপসারণের সমুদয় খরচ উক্ত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বহন করিবে।

(৭) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (১১) বা (১২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ স্থায়ী স্থাপনার ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং অস্থায়ী স্থাপনার ক্ষেত্রে, অনূর্ধ্ব ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৮) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (১৩) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) অনুযায়ী বিচার্য হইবে।

(৯) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (১৪) বা (১৫) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা, তবে অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১০) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ধারা ৯ এর দফা (১৬), (১৭) বা (১৮) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ১(এক) লক্ষ টাকা, তবে অন্যূন ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(১১) কোনো প্রতিষ্ঠান ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী ব্যক্তিবর্গ (executive body) বা তাহাদের সহায়তাকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৫। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ।**—এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, বিচার, আপীল ইত্যাদির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৬ । **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।**—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

১৭। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষত এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করা যাইবে, যথা:—

(ক) মহাসড়কের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ক্লোজ সার্কিট (সিসি) ক্যামেরাসহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;

(খ) যানবাহন চলাচলের প্রকৌশলগত নিরাপত্তা, মহাসড়ক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, পেভমেন্ট এর স্থায়িত্ব, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদানপূর্বক মহাসড়কের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে নান্দনিক বনায়ন; এবং

(গ) জলাধার নির্মাণসহ পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

১৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত Act এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা চলমান কোনো কার্য এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা চলমান বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) প্রণীত কোনো বিধিমালা, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন প্রণীত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই; এবং

(ঘ) দায়েরকৃত কোনো মামলা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে, যেন উক্ত Act রহিত হয় নাই।

১৯। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বিধিমালা ও নির্দেশিকাসমূহ

Registered No. DA-1

The Bangladesh Gazette

Extraordinary
Published by Authority

WEDNESDAY, OCTOBER 30, 1985

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Roads and Road Transport Division)

ORDER

Dhaka, the 30th October, 1985

No. S.R.O. 459-L/85.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 (XLIII of 1985), the Government is pleased to make the following Order for the collection and recovery of surcharge and levy, namely :—

1. **Short title.**—This order may be called the Collection and Recovery of Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order, 1985.

2. **Definitions.**—In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Authority" means the Jamuna Multipurpose Bridge Authority established under the Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985);

(b) "authority" means the authority specified in column 2 of the Schedule and concerned with the collection and levy on items mentioned in column 1 thereof ;

(c) "Ordinance" means the Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 (XLIII of 1985) ; and

(d) "Schedule" means a Schedule annexed to this Order.

(7875)

Price : 25 Paisa

3. **Collection and recovery of surcharge.**—(1) The authority specified in column 2 of the First Schedule shall collect and recover the surcharge imposed under section 2 of the Ordinance on the items specified in column 1 of the said Schedule.

(2) The authority mentioned under sub-paragraph (1) shall, for the purpose of collection and recovery of surcharge, adopt such procedure and follow such system as may be considered expedient by it for such collection under intimation to the Authority.

4. **Collection and recovery of levy.**—(1) The authority specified in column 2 of the Second Schedule shall collect and recover the levy imposed under section 3 of the Ordinance on the items specified in column 1 of the said Schedule.

(2) The authority mentioned in sub-paragraph (1) shall, for the purpose of collection and recovery of levy, adopt such procedure and follow such system as may be considered expedient by it for such collection and recovery under intimation to the Authority.

5. **Deposit of collections and recoveries.**—(1) The officers or agencies directly responsible for the collection and recovery of surcharge and levy imposed under the Ordinance shall deposit the collections and recoveries under head "65—Non-tax Revenue—Jamuna Multipurpose Bridge Surcharge and Levy" in the manner as may be determined by the authority.

(2) The officers or agencies mentioned in sub-paragraph (1) may, if it is found not convenient to deposit the collections and recoveries in accordance with provisions mentioned in that sub-paragraph, remit the amount by book transfer to the Authority under intimation to the authority.

6. **Submission of statement of collections and recoveries.**—The authority shall give necessary instructions to the officers or agencies directly responsible for collection and recovery of surcharge and levy to submit to it monthly return showing the statement of collections and recoveries under the Ordinance in such manner as the authority may specify in this behalf.

(2) The authority shall, on the basis of return received under sub-paragraph (1), submit to the Authority quarterly statement of amount collected and recovered on account of surcharge and levy imposed under the Ordinance.

FIRST SCHEDULE

(*see* paragraph 3)

Items.	Authority.
1	2
(a) On all motor vehicles, motor cycles and scooters crossing the rivers Padma and Jamuna by ferries.	Bangladesh Inland Water Transport Corporation.
(b) On all motor vehicles, motor cycles and scooters crossing the rivers, other than Padma and Jamuna, by ferries.	Roads and Highways Department.
(c) On all telephone and Telex bills	Telegraph and Telephone Board.
(d) On all railway tickets of and above the value of Tk. 15.	Bangladesh Railway.
(e) On registration of all documents relating to lands and buildings.	Inspector General of Registration.
(f) Grant ~~of~~ or renewal of motor vehicle route permit.	Bangladesh Transport Authority.
(g) Grant of motor vehicle driving licence..	(a) Commissioner of Metropolitan Police, Dhaka and Chittagong, as the case may be. (b) Superintendent of Police concerned.
(h) Renewal of motor vehicles driving licence	Director General of Bangladesh Post Offices.

SECOND SCHEDULE

(*see* paragraph 4)

Items.	Authority.
1	2
(a) On all savings and fixed deposits	Bangladesh Bank.
(b) On all ordinary Savings Accounts, Fixed Deposits Accounts and Bonus Accounts with post offices.	Director General of Bangladesh Post Offices.
(c) On all Defence Savings Certificates and Bonus Savings Certificates.	Director of ~~Nriatonal~~ National Saving s.
(d) On all 5 years' Wage Earners' Development Bonds.	Ditto.
(e) On all dividend income on shares and stocks.	Registrar of ~~Jont~~ Joint Stock Companies.
(f) On all mutual fund and unit trust	Investment Corporation of Bangladesh.

By order of the President
ABDUR RAHIM CHOWDHURY
Joint Secretary (Dev.).

Printed by Khandker Obaidul Muktader, Deputy Controller, Bangladesh Government Press Dhaka.
Published by Md. Abdul Matin Sirker, Deputy Controller, Bangladesh Forms and Publications Office, Tejgaon, Dhaka.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

Roads and Road Transport Division

CORRIGENDUM

Dhaka, the 27th November, 1985

No. S.R.O. 495-L/85/RTD-1/Bridge-7/85.—In the Collection and Recovery Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order, 1985, published the *Bangladesh Gazette, Extraordinary,* Order No. 459-L/85, dated the th October, 1985,—

(a) in paragraph 6(2), *for* "submit" please *read* "submit to the Authority" ;

(b) in the First Schedule, against item (f), in column 1, *for* "of" please *read* "or" ;

(c) in the Second Schedule, against item (c), in column 2, *for* "Nriational" please *read* "National" ; and

(d) in the Second Schedule, against item (e), in column 2, *for* "Jont" please *read* "Joint".

By order of the President

M. GIASHUDDIN

Deputy Secretary (Dev).

[illegible] মোত্তালেব, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
[illegible] লতিফ সরকার, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Registered No. DA-1

The Bangladesh Gazette

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Extraordinary

Published by Authority

SATURDAY, JANUARY 24, 1987

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Roads and Road Transport Division)

RTD Section-III

ORDER

Dhaka, the 24th January, 1987

No. S.R.O. 9-L/87.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Jamuna Multipurpose Bridge (Surcharge and Levy) Ordinance, 1985 (XLIII of 1985), the Government is pleased to make the following amendments in the Collection and Recovery of Surcharge and Levy (Jamuna Multipurpose Bridge) Order, 1985, namely :—

In the aforesaid Order,—

(a) in paragraph 5, in sub-paragraph (1), *for* the figures and words "65—Non-Tax Revenue—Jamuna Multipurpose Bridge Surcharge and Levy" the figures and words "19—Jamuna Multipurpose Bridge Surcharge and Levy" shall be *substituted*; and

(b) in paragraph 6, in sub-paragraph (2), *for* the word "quarterly" the word "monthly" shall be *substituted*.

By order of the President
ABDUR RAHIM CHOWDHURY
Joint Secretary (Dev.).

Printed by Khandker Obaidul Muqtader, Deputy Controller, Bangladesh Government Press Dhaka.

Published by Md. Rabiul Hossain, Deputy Controller, Bangladesh Forms and Publications Office, Tejgaon, Dhaka

(497)

Price : 25 Paisa

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারী ৫, ১৯৯০

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৪শে কার্তিক, ১৩৯৬/৮ই নভেম্বর, ১৯৮৯

নং এস, আর, ও ৩৭৮-আইন/৮৯—Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর Section 24 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Jamuna Multipurpose Bridge Authority, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিলেন, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রয়োগ।**— (১) এই প্রবিধানমালা যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর প্রতি প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার হইতে প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্র, এই প্রবিধানমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধানাবলী ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলীর কোন কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকুরীর শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে উক্ত অন্যান্য বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

২। সংজ্ঞা।— বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

(ক) "অসদাচরণ" বলিতে চাকুরীর শৃংখলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোন কর্মচারী বা ভদ্রজনের পক্ষে শোভনীয় নয় এমন, আচরণকে বুঝাইবে, এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ—

(১) ঊর্ধতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(২) কর্তব্যে অবহেলা;

মূল্যঃ টাকা ২·৭০

(৩) কোন আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে অথরিটির কোন আদেশ, পরিপত্র অথবা নির্দেশাবলীর প্রতি অবজ্ঞা ;

(৪) কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিচার-বিবেচনাহীন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা অসার অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশকরণ;

(খ) "অথরিটি" বলিতে Jamuna Multipurpose Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Jamuna Multipurpose Bridge Authority কে বুঝাইবে ;

(গ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" বলিতে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে";

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কিংবা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ঙ) "কর্মকর্তা" বলিতে অথরিটির কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে ;

(চ) "কর্মচারী" বলিতে অথরিটির স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোন কর্মচারীকে বুঝাইবে এবং যে কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(ছ) "তফসিল" বলিতে এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিলকে বুঝাইবে ;

(জ) "ডিগ্রী" বা "ডিপ্লোমা" বা "সার্টিফিকেট" বলিতে ক্ষেত্রমত স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান, স্বীকৃত ইন্সটিটিউট বা স্বীকৃত বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দেশক সার্টিফিকেটকে বুঝাইবে ;

(ঝ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" বলিতে অথরিটিকে বুঝাইবে এবং কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য অথরিটি কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ;

(ঞ) "পদ" বলিতে তফসিলে উল্লেখিত কোন পদকে বুঝাইবে ;

(ট) "পলায়ন" বলিতে বিনা অনুমতিতে চাকুরী বা কর্মস্থল ত্যাগ করা, অথবা ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃ অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশত্যাগ এবং ত্রিশদিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ষাট দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করাকে বুঝাইবে;

(ঠ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" বলিতে কোন পদের বিপরীতে উল্লেখিত যোগ্যতাকে বুঝাইবে ;

(ড) "বাছাই কমিটি" প্রবিধান-৪ এর অধীন গঠিত কোন বাছাই কমিটিকে বুঝাইবে ;

(ঢ) "স্বীকৃত ইনষ্টিটিউট" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বলিতে, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত কোন ইনষ্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে ;

(ন) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে বুঝাইবে এবং এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণ-কল্পে অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(ত) "স্বীকৃত বোর্ড" বলিতে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে বুঝাইবে এবং, এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অথরিটি কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন শিক্ষা বোর্ড বা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**— (১) এই অধ্যায় এবং তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে ;

(গ) প্রেষণে।

(২) কোন পদের জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকিলে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের তফসিলে নির্ধারিত বয়ঃসীমার মধ্যে না হইলে, তাহাকে উক্ত পদে নিয়োগ করা হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রার্থীর ক্ষেত্রে, সরকারী আদেশ মোতাবেক উক্ত বয়ঃসীমা শিথিলযোগ্য হইবে।

৪। **বাছাই কমিটি।**— কোন পদে সরাসরি বা পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে অথরিটি এক বা একাধিক বাছাই কমিটি নিয়োগ করিবে।

৫। **সরাসরি নিয়োগ।**— (১) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোন পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে অথরিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা-পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাঁহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন করেন ;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতি-পাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, অথরিটির চাকুরীতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করিয়া পূরণ করা হইবে এবং এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলী অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে অথরিটি কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

৬। শিক্ষানবিস।—(১) সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ৬ (ছয়) মাসের জন্য শিক্ষানবিস থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যে কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মেয়াদ অনূর্ধ্ব ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না, যদি না তিনি সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিস মেয়াদ সমাপ্ত করিয়া থাকেন এবং অথরিটি কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় (যদি থাকে) পাশ করেন এবং নির্ধারিত প্রশিক্ষণ (যদি থাকে) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৭। পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।— (১) প্রবিধান ১৫-এর বিধান সাপেক্ষে, কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা বিবেচনাক্রমে নিয়োগদান করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত (Service Record) সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৮। প্রেষণে নিয়োগ।— তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন উপযুক্ত কর্মচারীকে, অথরিটি এবং সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরস্পরের মধ্যে সিদ্ধান্তকৃত শর্তাধীনে, নিয়োগ করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

চাকুরীর সাধারণ শর্তাবলী

৯। যোগদানের সময়।— (১) এক চাকরীস্থল হইতে অন্য চাকরীস্থলে বদলীর ক্ষেত্রে একই পদে বা কোন নূতন পদে যোগদানের জন্য কোন কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় দেওয়া হইবে, যথা:—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন ; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণ প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাধারণ ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে ক্ষেত্রে বদলীর ফলে বদলীকৃত কর্মচারীকে তাহার নূতন কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাসস্থান পরিবর্তন করিতে হয় না সেক্ষেত্রে নূতন কর্মস্থলে যোগদানের জন্য এক দিনের বেশী সময় দেওয়া হইবে না, এবং এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাধারণ ছুটির দিনকেও উক্ত যোগদানের সময়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (১) ও (২) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) কোন কর্মচারী এক চাকুরীস্থল হইতে অন্যত্র বদলী হইলে, অথবা চাকুরীস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোন নূতন পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুরাতন চাকুরীস্থল হইতে, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলীর আদেশ পাইয়াছেন সেই স্থান হইতে, যাহা উক্ত কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী এক চাকুরী স্থল হইতে অন্য চাকরীস্থলে বা এক পদ হইতে অন্য পদে যোগদানের অন্তবর্তীকালীন সময়ে, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ না করিয়া ছুটি গ্রহণ করিলে তাহার দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবার পর হইতে ছুটি গ্রহণ পর্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয় তাহাও ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬) এক কর্মস্থল হইতে অন্য কর্মস্থলে বদলীর ব্যাপারে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রবিধানের বিধানাবলী অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য বিধি বা আইন প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

১০। **বেতন ও ভাতা।**— সরকার বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারণ করিবে কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেরূপ হইবে।

১১। **প্রারম্ভিক বেতন।**— (১) কোন পদে কোন কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) কোন ব্যক্তিকে তাহার বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার ইহার কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সময় সময় যে নির্দেশাবলী জারী করে তদনুসারে অথরিটির কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

১২। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।**— কোন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হইলে, সাধারণতঃ সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে, তবে উক্ত সর্বনিম্ন স্তর অপেক্ষা তাহার পুরাতন পদে প্রাপ্ত মূল বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের যে স্তরটি তাহার পুরাতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তর হয় সেই স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১৩। **বেতন বর্ধন।**— (১) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণতঃ সময়মত নির্ধারিত হারে প্রত্যেক কর্মচারীর বেতন বর্ধিত হইবে।

(২) বেতন বর্ধন স্থগিত রাখা হইলে, উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয় স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট আদেশে, সেই মেয়াদ উল্লেখ করিবেন।

(৩) কোন শিক্ষানবিস সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিসিকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরীতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য অথরিটি কোন কর্মচারীকে একসংগে অনধিক দুইটি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৫) যে ক্ষেত্রে কোন বেতনক্রমে দক্ষতা-সীমা নির্ধারিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বেতন বর্ধন স্থগিত করিবার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট মঞ্জুরী ব্যতীত তাহার দক্ষতা-সীমার অব্যবহিত উপরের বেতন বর্ধন অনুমোদন করা যাইবে না; এইরূপ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে এই মর্মে প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার সুপারিশ থাকিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কাজকর্ম দক্ষতা-সীমা অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত ছিল।

১৪। **জ্যেষ্ঠতা**।—(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন পদে কোন কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময়ে একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মেধা-তালিকা ভিত্তিক সুপারিশ অনুসারে উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি দেওয়া হইলে, যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে সেই পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) অথরিটি ইহার কর্মচারীদের গ্রেড-ওয়ারী জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং সময় সময় তাহাদের অবগতির জন্য এইরূপ তালিকা প্রকাশ করিবে।

(৬) The Government Servants (Seniority of Freedom Fighters) Rules, 1979 এর বিধানসমূহ উহাতে প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ অথরিটির কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **পদোন্নতি**।— (১) তফসিলের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠতার কারণে কোন ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে, তিনি পদোন্নতির মাধ্যমে কোন পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(৪) টাকা ৩৭০০—৪৮২৫ ও তদূর্ধ্ব বেতনক্রমের পদসমূহে পদোন্নতি মেধা-তথ্য-জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারীকে, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকরীকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে, পালা অতিক্রম করতঃ পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে।

১৬। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব**।— (১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে অথরিটি যদি মনে করে যে, উহার কোন কর্মচারীর পারদর্শিতা বা তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোন সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে অথরিটি এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার পারস্পরিক মধ্যে সম্মত মেয়াদে ও শর্তাধীনে উক্ত সংস্থার কোন পদে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার জন্য উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে প্রেষণে কর্মরত থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

(২) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা অথরিটির কোন কর্মচারীর চাকুরীর আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে তাহা অথরিটিকে জানাইবে এবং অথরিটি উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলী নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান(২) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রেষণের শর্তাবলীতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথাঃ—

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, তিন বৎসরের অধিক হইবে না ;

(খ) অথরিটির চাকুরীতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের মেয়াদ অন্তে, অথবা উক্ত মেয়াদের পূর্বে ইহার অবসান ঘটিলে, তিনি অথরিটিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন ;

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা তাহার ভবিষ্যৎ তহবিল ও পেনশন, যদি থাকে, বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি অথরিটিতে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে, তাহার পদোন্নতির বিষয়টি অন্যান্যদের সংগে একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে অথরিটিতে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোন কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অথরিটি তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা উক্ত পদে তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোন কর্মচারীকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহা হইলে, প্রেষণে থাকাকালে উক্ত কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া যাইতে পারে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন আর্থিক সুবিধা ছাড়াই next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে, তবে এইরূপ পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারী হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় প্রেষণে থাকাকালে পদোন্নতিজনিত কোন আর্থিক সুবিধা পাইবেন কিনা তাহা অথরিটি ও উক্ত সংস্থার পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইবে।

(৭) শৃংখলামূলক ব্যবস্থার ব্যাপারে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃংখলামূলক কার্যক্রম সূচনা করা হইয়াছে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা অথরিটিকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃংখলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোন দন্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ অথরিটির নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর অথরিটি যেইরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ছুটি, ইত্যাদি

১৭। **বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।**— (১) কর্মচারীগণ নিম্নবর্ণিত যে কোন ধরণের ছুটি পাইবেন, যথাঃ—

(ক) পূর্ণ বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ-বেতনে ছুটি ;

(গ) বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি;

(ঘ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(ঙ) সংগরোধ ছুটি;

(চ) প্রসূতি ছুটি;

(ছ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(জ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে এবং ইহা সাধারণ বন্ধের দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) অথরিটির পূর্ব অনুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

১৮। **পূর্ণ বেতনে ছুটি।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন অর্জিত ছুটির পরিমাণ চার মাসের অধিক হইলে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ছুটির হিসাবে একটি পৃথক খাতে জমা দেখানো হইবে ; ডাক্তারী সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে, অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন, বা অবকাশ ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য, উক্ত জমাকৃত ছুটি হইতে পূর্ণ বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৯। **অর্ধ-বেতনে ছুটি।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে অর্ধ-বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ জমা হওয়ার কোনসীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ-বেতনে দুই দিনের ছুটির পরিবর্তে একদিনের পূর্ণ-বেতনে ছুটির হারে অর্ধ-বেতনে ছুটিকে পূর্ণ-বেতনে ছুটিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এবং এইরূপে রূপান্তরিত ছুটির সর্বোচ্চ পরিমাণ হইবে গড় বেতনে বার মাস।

২০। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।**— (১) ডাক্তারী সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে কোন কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকুরী জীবনে সর্বোচ্চ বার মাস পর্যন্ত, এবং অন্য কোন কারণে হইলে, তিন মাস পর্যন্ত, অর্ধ-বেতনে প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হওয়ার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তিনি উক্ত ভোগকৃত ছুটির সমান ছুটি পাইবার অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

২১। **বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি।**— (১) যখন কোন কর্মচারীর অন্য কোন ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোন ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে তিন মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরে পাঁচ বৎসরের জন্য তিনি অথরিটিতে চাকুরী করিবেন ; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন ; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্তকর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতাসহ বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তরিত করিতে পারেন।

২২। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারীর তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি চাওয়া হয় সেই অক্ষমতা তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে, এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি উক্ত অক্ষমতার কারণ অবিলম্বে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজনীয় বলিয়া এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য উক্ত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে ; এবং চিকিৎসা কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না ; এবং এইরূপ ছুটি কোনক্রমেই ২৪ মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোন ছুটির সংগে সংযুক্ত করা যাইতে পারে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থার পরবর্তীকালে কোন সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে এইরূপ একাধিকবারে মঞ্জুরীকৃত ছুটির পরিমাণ ২৪ মাসের অধিক হইবে না; এবং এইরূপ ছুটি যে কোন একটি অক্ষমতার কারণেও মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) শুধুমাত্র আনুতোষিকের এবং, যে ক্ষেত্রে অবসর ভাতা প্রাপ্য হয় সে ক্ষেত্রে, ভাতার ব্যাপারে চাকুরী হিসাব করিবার সময় বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাব গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ—

(ক) উপ-প্রবিধান (৬) এর অধীনে মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোন মেয়াদের ছুটির প্রথম চারি মাসের জন্য পূর্ণ বেতন; এবং

(খ) এইরূপ ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ-বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে, বা উহা পালনের পরিণতিতে, অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশতঃ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোন কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তোলার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতা বা জখমের দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।

২৩। **সংগরোধ ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি থাকার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকে সেই সময়কাল হইবে সংগরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান, কোন চিকিৎসা-কর্মকর্তা বা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অনূর্ধ্ব ২১ দিন অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় অনূর্ধ্ব ৩০ দিনের জন্য সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৩) সংগরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে, উহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে এই প্রবিধানমালার অধীন অন্য কোন প্রকার ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সংগরোধ ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সংগরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোন কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না, এবং যখন কোন কর্মচারী নিজেই সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন তাহাকে এইরূপ কোন ছুটি দেওয়া যাইবে না।

২৪। **প্রসূতি ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারীকে পূর্ণ-বেতনে সর্বাধিক তিন মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরীর অনুরোধ কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনামতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোন ছুটির সহিত একত্রে বা উহা প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) অথরিটিতে কোন কর্মচারীর সম্পূর্ণ চাকুরী জীবনে তাহাকে দুইবারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৫। **অবসর প্রস্তুতি ছুটি।**— (১) কোন কর্মচারী ছয় মাস পর্যন্ত পূর্ণ-বেতনে এবং আরও ছয় মাস অর্ধ-বেতনে অবসর প্রস্তুতি ছুটি পাইবেন এবং এইরূপ ছুটির মেয়াদ তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ অতিক্রম করার পরেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, কিন্তু আটান্ন বৎসর বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রসারণ করা যাইবে না।

(২) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে এক মাস পূর্বে অবসর-প্রস্তুতি ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোন কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে একদিন পূর্বে অবসর-প্রস্তুতি ছুটিতে যাইবেন।

২৬। **অধ্যয়ন ছুটি।**— (১) অথরিটিতে তাহার চাকুরীর জন্য সহায়ক হইতে পারে এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরী বা অনুরূপ সমস্যাদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ গ্রহণের জন্য কোন কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ-বেতনে অনধিক বার মাস অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে; এবং এইরূপ ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরীকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার অধ্যয়ন বা প্রশিক্ষণ বা সমীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সে ক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনধিক এক বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন-ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারে।

(৩) পূর্ণ-বেতনে বা অর্ধ-বেতনে ছুটি বা বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন-ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরীকৃত ছুটি কোনক্রমেই একত্রে মোট দুই বৎসরের অধিক হইবে না।

২৭। **নৈমিত্তিক ছুটি।**— সরকার সময়ে সময়ে উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

২৮। **ছুটির পদ্ধতি।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোন কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীনে কর্মরত কোন কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি, আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরী আদেশ সাপেক্ষে, উক্ত কর্মচারীকে অনূর্ধ্ব ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি দিতে পারেন।

২৯। **ছুটিকালীন বেতন।**— (১) কোন কর্মচারী পূর্ণ-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোন কর্মচারী অর্ধ-বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন করানো।**— ছুটি ভোগরত কোন কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইতে পারে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইয়াছেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার তারিখ হইতে তাহাকে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য প্রবিধান ৩২ অনুযায়ী তিনি ভ্রমণ-ভাতা ও অন্যান্য ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩১। **ছুটির নগদায়ন।**— (১) যে কর্মচারী অবসর ভাতা, সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু হওয়া সত্ত্বেও উক্ত পরিকল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৫২ এর অধীনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, তিনি তাহার সম্পূর্ণ চাকুরীকালে প্রতি বৎসরে প্রত্যাখ্যাত বা অভোগকৃত ছুটির ৫০% ভাগ নগদ টাকায় রূপান্তরিত করার জন্য অনুমতি পাইতে পারেন ; তবে এইরূপ রূপান্তরিত টাকার মোট পরিমাণ তাহার বার মাসের বেতন অপেক্ষা বেশী হওয়া চলিবে না।

(২) সর্বশেষ মূল বেতনের ভিত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত ছুটি নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যাইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি

৩২। **ভ্রমণ ভাতা।**— অথরিটির কোন কর্মচারী তাহার দায়িত্ব পালনার্থে বা বদলী উপলক্ষে ভ্রমণকালে যে ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবেন, উহার পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এতদুদ্দেশ্যে প্রণীতব্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং যে পর্যন্ত উক্তরূপে প্রবিধান প্রণীত না হয় সে পর্যন্ত উক্ত বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। **সম্মানী, ইত্যাদি।**— (১) অথরিটি উহার কোন কর্মচারীকে সাময়িক প্রকৃতির কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য নগদ অর্থ আকারে বা অন্যবিধভাবে সম্মানী বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত না হইলে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোন সম্মানী বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না।

৩৪। **দায়িত্বভাতা।**— কোন কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কমপক্ষে ২১ দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে উচ্চতর কোন পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহার মূল বেতনের শতকরা ২০ ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে।

৩৫। **উৎসব ভাতা ও বোনাস।**— সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারী আদেশ মোতাবেক অথরিটির কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চাকুরীর বৃত্তান্ত

৩৬। **চাকুরীর বৃত্তান্ত।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারীর চাকুরীর বৃত্তান্ত পৃথক পৃথকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত চাকুরী বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকুরী বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী বহি দেখিবার সময় উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন, এবং উক্ত কর্মকর্তা চাকুরী বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

৩৭। **বার্ষিক প্রতিবেদন।**— (১) অথরিটি ইহার কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন নামে অভিহিত হইবে ; এবং বিশেষক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে অথরিটি ইহার কোন নির্দিষ্ট কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার নিকট হইতে চাহিতে পারিবে।

(২) কোন কর্মচারী তাহার গোপনীয় প্রতিবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে উহার কৈফিয়ত প্রদান কিংবা তাহার নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃংখলা

৩৮। **আচরণ ও শৃংখলা।**— (১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন:

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তাহার বা তাহাদের দ্বারা সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত অথরিটির চাকুরী করিবেন।

(২) কোন কর্মচারী—

(ক) কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং অথরিটির স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না ;

(খ) তাহার অব্যবহিত ঊর্ধতন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরীস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) অথরিটির সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না :

(ঘ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না:

(ঙ) কোন ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না ;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরী গ্রহণ করিবেন না ; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত কোন খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোন কর্মচারী অথরিটির নিকট বা উহার কোন সদস্যের (Member) নিকট কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না, কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোন কর্মচারী তাহার চাকুরী সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে অথরিটি বা উহার কোন কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা অন্যবিধ প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোন কর্মচারী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন বেসরকারী বা সরকারী ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোন কর্মচারী অথরিটি এর বিষয়াদি সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণ-মাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগত ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

৩৯। **দণ্ডের ভিত্তি।**— কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোন কর্মচারীঃ—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন, অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন, অথবা

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন, অথবা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসংগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ অর্থ সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন, যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন, অথবা

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন, অথবা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরুফ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন, অথবা

(ছ) অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং সেই কারণে তাহাকে চাকুরীতে রাখা সমীচীন নহে বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারে।

৪০। **দণ্ডসমূহ**।—(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নরূপ দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য **হইবে**, যথাঃ—

(ক) নিম্নরূপ লঘু দণ্ড, যথাঃ—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা; বা

(ই) অনূর্ধ ৭ দিনের মূলবেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন।

(খ) নিম্নরূপ গুরুদণ্ড, যথাঃ—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্নতর বেতনক্রমে বা বেতনক্রমের নিম্নস্তরে অবনতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত অথরিটি এর আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরী হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত।

(২) কোন কর্মচারী চাকুরী হইতে অপসারিত হওয়ার ক্ষেত্রে নহে বরং চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে অথরিটির চাকুরীতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।— (১) প্রবিধান ৩৯ (ছ)-এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য কোন প্রকার ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করে সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অথরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহার অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ কোন সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন কোন কার্য ধারায় তদন্ত সম্পন্ন করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত কর্মচারীর পদ-মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন তিনজন কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

৪২। **লঘুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।— (১) এই প্রবিধানমালার অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির সাতটি কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিছু থাকে, বিবেচনা করিবে এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারে যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিতভাবে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে সমগ্র কার্যক্রম সমাপ্ত হয়ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য আবেদন করেন, তবে কর্তৃপক্ষ, যথাযথ মনে করিলে, কৈফিয়ত পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেনঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নীচে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং এইরূপ নিয়োগের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদনযোগ্য সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার জন্য উক্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিবেন; কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তবে তিনি তদন্তের আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে সময় বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিবেন এবং আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, অনুরোধটি বিবেচনার পর যথাযথ মনে করিলে, অতিরিক্ত পনেরটি কার্যদিবসের জন্য উক্ত সময় বৃদ্ধি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন পাইবার পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা, প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারেন এবং এইরূপ আদেশ প্রদান করা হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত আদেশের তারিখ হইতে পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে এইরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৩) অধিকতর তদন্তের প্রতিবেদন প্রাপ্তির বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তাহাকে এই প্রবিধানের অধীনে অবহিত করার তারিখ হইতে নব্বইটি কার্যদিবসের মধ্যে কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যক্রম নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইহার জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকিবেন ; এবং উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হইলে, তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে এই প্রবিধানমালার অধীনে কার্যধারা সূচনা করা যাইতে পারে।

(৫) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৩৯ এর দফা (ক) বা (খ) বা (ঘ) এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয়, এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিরস্কারের দন্ড প্রদান করা যাইতে পারে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করতঃ, দন্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দন্ড আরোপ করিতে পারে ; তবে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত তিরস্কারের দন্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দন্ড আরোপ করা যাইবে ; এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১), (২), (৩) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর অন্য কোন লঘু দন্ড আরোপ করিতে হইবে।

৪৩। **গুরু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**— (১) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদন্ড আরোপ করার প্রয়োজন হইবে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ,—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করার ইচ্ছা পোষণ করে তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে ;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করার পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করার জন্য দশটি কার্যদিবস পর্যন্ত সময় দিতে পারে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) (খ) তে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার লিখিত বিবৃতি বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করে যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে যে কোন একটি লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারিবে, অথবা লঘুদন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৪২ এর অধীন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে ;

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ আছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগমালায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশদানের তারিখ হইতে দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং প্রবিধান ৪৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন, এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি, নিয়োগের তারিখ হইতে ত্রিশটি কার্যদিবসের মধ্যে, কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে না পারিলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া তদন্তের সময় বৃদ্ধির জন্য তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতে পারেন; এবং আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত অনুরোধ বিবেচনা করিয়া, প্রয়োজন মনে করিলে, অনূর্ধ বিশটি কার্যদিবস পর্যন্ত উক্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারে।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে ; এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে বিশটি কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে সাতটি কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর পনেরটি কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করার পর একশত আশিটি কার্যদিবসের মধ্যে এই প্রবিধানের অধীনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে আপনা হইতেই অব্যাহতি পাইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে; এবং সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এইরূপ ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনি বা তাহারা ইহার কৈফিয়ত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং যদি উক্ত কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হয়, তবে তাহার বা তাহাদের বিরুদ্ধে অদক্ষতার দায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে এবং তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন উক্ত সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তিসংগত কারণের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত হইতে হইবে।

(১০) এইরূপ সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।**— (১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া, উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীনে পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ স্বীকার করেননি সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্য শুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উক্ত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে প্রাসংগিক বা গুরুত্বপূর্ণ দলিলী সাক্ষ্য বিবেচনা করা হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করার এবং তিনি নিজে সাক্ষ্য প্রদান করার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করার অধিকারী হইবেন। অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি ও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তলবকৃত সাক্ষীগণকে জেরা করার অধিকারী হইবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথিপত্রের টোকার অংশ কোন প্রকারেই দেখিতে দেওয়া হইবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানে নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন, এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা ঐ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন নির্দিষ্ট সাক্ষীকে তলব করিতে, বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ, অভিযোগ ও উহার সমর্থনে অন্যান্য সকল বিষয় তদন্তকারী কর্মকতার নিকট উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিতেছেন বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন; এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন; তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ উক্ত কর্মকর্তার কর্তব্যের প্রতি অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রবিধান ৩৯ (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারে।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর দশটি কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে তদন্তের আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তবে তিনি শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোন বিষয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিতে পারেন, এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীনে নিযুক্ত কমিটির কোন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোন কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না কিংবা তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৫। **সাময়িক বরখাস্ত।**— (১) প্রবিধান ৩৯ ও ৪০ এর অধীনে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরু দণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে, এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত আদেশে উল্লেখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীনে প্রদত্ত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ত্রিশটি কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর বাতিল হইয়া যাইবে, যদি না উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে প্রবিধান ৪৩ এর অধীনে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তাহাকে অবহিত করা হয়।

(৩) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পরে মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে তাহার বিরুদ্ধে অধিকতর তদন্তকার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং, পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৪) কোন কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে, অনুরূপ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি প্রযোজ্য বিধি বা আদেশ বা নির্দেশ অনুযায়ী, উহাতে প্রয়োজনীয় অভি-যোজনসহ, খোরাকী ভাতা পাইবেন।

(৫) ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ['কারাগারে সোপর্দ' অর্থে 'হেফাজতে' (Custody) রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে] কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকী ভাতা পাইবেন।

৪৬। **পুনর্বহাল।**— (১) যদি প্রবিধান ৪১ (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোন কর্মচারীকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হইবে অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন সময়ে তিনি পূর্ণ-বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন কর্মচারীকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বাংলাদেশ চাকুরী বিধিমালা (Bangladesh Service Rules) প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৪৭। **ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে আবদ্ধ কর্মচারী।**— ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোন বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা উক্ত সোপর্দ থাকাকালীন অন্যান্য ভাতাদি (খোরাকী ভাতা ব্যতীত) পাইবেন না। মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি, উক্ত ঋণ বা অপরাধ সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির পর, সমন্বয় সাধন করা হইবে। তিনি অভিযোগ হইতে খালাস পাইলে অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন-ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে। এইরূপে তাহাকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে ; এবং উক্তরূপে প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশদান-কারী কর্তৃপক্ষ সেই মর্মে নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৪৮। **আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**— (১) কোন কর্মচারী অথরিটি কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের প্রস্তাব করা হইবে, সেই কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষ আদেশদান করিয়াছেন, সে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথাঃ—

(ক) এই প্রবিধানমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কিনা;

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা;

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর আপীল কর্তৃপক্ষ যে আদেশ দান করার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে, আপীল দায়েরের ষাটটি কার্যদিবসের মধ্যে, সেই আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে অথরিটি বা উহার ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ হিসাবে দণ্ড আরোপ করে, সেই ক্ষেত্রে অথরিটি বা ক্ষেত্রমত ভাইস চেয়ারম্যান এর আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা চলিবে না, তবে অথরিটি বা ক্ষেত্রমত ভাইস চেয়ারম্যান এর নিকট বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এবং অথরিটি বা ক্ষেত্রমত ভাইস চেয়ারম্যান উহার উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্তে উহার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দরখাস্তের সহিত প্রাসংগিক কাগজাদি দাখিল করিতে হইবে।

৪৯। **আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা।**— যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা ক্ষেত্র মত পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপীল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত তিন মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে কোন আপীল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

৫০। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**— (১) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আদালতে একই বিষয়ের উপর কোন ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা সমাধানের ব্যাপারে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু যদি কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় কার্যধারায় উক্ত কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত আইনগত কার্যধারা নিষ্পত্তি বা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ দণ্ডারোপ স্থগিত থাকিবে।

(২) কোন কর্মচারী Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (V of 1985) এ বর্ণিত কোন অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন অপরাধের দায়ে কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত কর্মচারীকে এই বিধিমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা কর্তৃপক্ষ তাহা স্থির করিবে।

(৩) এই প্রবিধানের অধীনে কোন কর্মচারীকে শাস্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে কর্তৃপক্ষ বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করে সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোন কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও ঐ কর্মচারীকে কোন সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর উপর কোন দণ্ড আরোপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, তৎসম্পর্কে কর্তৃপক্ষ অথরিটিকে অথবা অথরিটি নিজেই কর্তৃপক্ষ হইলে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৫১। **ভবিষ্য তহবিল।**— (১) অথরিটি উহার কর্মচারীগণের জন্য যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটি কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করিবে, যাহাতে প্রত্যেক কর্মচারী এবং অথরিটি সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে, চাঁদা প্রদান করিবে এবং এই তহবিল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত Contributory Provident Fund Rules, 1979; প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও এই প্রবিধানমালা প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, অতঃপর উক্ত তহবিল বলিয়া উল্লিখিত, এই প্রবিধানের অধীনে গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত তহবিলে উক্তরূপ প্রবর্তনের পূর্বে চাঁদা প্রদান ও উহা হইতে অগ্রিম প্রদানসহ গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীনে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। আনুতোষিক।— (১) নিম্নোক্ত যে কোন কর্মচারী আনুতোষিক পাইবেন, যথাঃ—

(ক) যিনি অথরিটিতে কমপক্ষে তিন বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই বা যাহার চাকুরী অবসান ঘটান হয় নাই ;

(খ) কমপক্ষে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ চাকুরী হইতে পদত্যাগ বা চাকুরী ত্যাগ করিয়াছেন ;

(গ) তিন বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ কারণে যে কর্মচারীর চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথাঃ—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদ সংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন ;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে ; অথবা

(ই) চাকুরীরত থাকাকালে তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াছেন।

(২) কোন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীর প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা আংশিক বৎসরের ক্ষেত্রে, একশত বিশটি কার্যদিবস বা তদূর্ধ্ব কোন সময়ের চাকুরীর জন্য এক মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোন কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারীর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন, এবং ফর্মটি উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন।

(৫) কোন কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিলে, মনোনয়ন পত্রে তাহাদিগকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিক এর সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোন কর্মচারী যে কোন সময়ে লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারেন এবং এইরূপ বাতিল করিলে, তিনি উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) এর বিধান অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র জমা দিবেন।

(৭) কোন কর্মচারী মনোনয়নপত্র জমা না দিয়া মৃত্যু বরণ করিলে, তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণ পত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৫৩। **অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি।**— (১) অথরিটি, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি পরিকল্প চালু করিতে পারিবে এবং এইরূপ পরিকল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে সরকারী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা ও সরকার কর্তৃক তৎসম্পর্কে সময় সময় জারীকৃত আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিকল্প চালু করা হইলে, প্রত্যেক কর্মচারী, অথরিটি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার বা না হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৩) উক্ত পরিকল্পের আওতাধীন হইবার জন্য উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন ইচ্ছা প্রকাশকারী কোন কর্মচারী উক্তরূপ ইচ্ছা প্রকাশের সময় অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারী হইয়া থাকিলে,—

(ক) উক্ত তহবিলে তাহার প্রদত্ত চাঁদা ও উহার উপর অর্জিত সুদ সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে স্থানান্তরিত হইবে ;

(খ) অথরিটি কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা উহার উপর অর্জিত সুদ অথরিটি ফেরৎ পাইবে এবং অথরিটি উক্ত চাঁদা ও সুদ, উহার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অবসর ভাতা পরিকল্পে বা অন্য কোন খাতে ব্যবহার করিতে পারিবেন ;

(গ) অথরিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে তাহার পূর্বতন চাকুরীকাল, অবসর ভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে গণনাযোগ্য চাকুরীকাল হিসাবে গণনা করা হইবে।

নবম অধ্যায়

অবসর গ্রহণ, চাকুরী অবসান, ইত্যাদি

৫৪। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি বিষয়ে Act XII of 1974 এর প্রয়োগ।**— অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে **Public Servants Retirement Act, 1974 (XII of 1974)** এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫৫। **চাকুরী অবসান।**— (১) নিয়োগকারী কর্তপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, এক মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে এক মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোন শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং এইরূপে চাকুরী অবসানের কারণে শিক্ষানবিস কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে তিন মাসের আগাম নোটিশ দিয়া অথবা তৎপরিবর্তে তিন মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়া যে কোন কর্মচারীর চাকুরী অবসান ঘটাইতে পারে।

৫৬। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**— (১) কোন কর্মচারী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক তিন মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে বা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি অথরিটিকে তাহার তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোন শিক্ষানবিস তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক এক মাসের লিখিত পূর্ব-নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরী ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি অথরিটিকে তাহার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি অথরিটির চাকুরীতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অথরিটি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যেইরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে কোন কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি দিতে পারে।

দশম অধ্যায়
বিবিধ

৫৭। **অসুবিধা দূরীকরণ।**— যে ক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোন বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে অথরিটি সরকারের কোন সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই ব্যাপারে অথরিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

শফিউল আলম
ভাইস-চেয়ারম্যান।

তফসিল

[প্রবিধান (ছ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং।	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স-সীমা।	নিয়োগের পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রশাসনিক পদ				
১	পরিচালক (প্রশাসন)		সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।		
২	অতিরিক্ত পরিচালক(প্রশাসন)		ঐ		
৩	উপ-পরিচালক(প্রশাসন)		ঐ		ক্রমিক নং ৪ এ বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৭ বৎসরের চাকুরী। ক্রমিক নং ৭-এ বর্ণিত পদে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) এর পদে কমপক্ষে ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী।
৪	সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)	অনূর্ধ্ব ২৭ বৎসর।	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, (খ) সরাসরি নিয়োগের-	প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে ন্যূনতম পাঁচ বৎসরের বাস্তব	ক্রমিক নং ৯-এ বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

			মাধ্যমে এবং (গ) সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	অভিজ্ঞতা এবং সম্মানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	
৫	ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা		সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।		
৬	ভাইস-চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব।		ঐ		
৭	প্রটোকল-কাম-গণসংযোগ অফিসার।	অনুর্দ্ধ ২৭ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সাম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর অথবা ৩ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী।	
৮	গ্রন্থাগারিক	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী।	
৯	প্রশাসনিক অফিসার		পদোন্নতির মাধ্যমে		ক্রমিক নং ১১ ও ১২-তে বর্ণিত পদ বা পদসমূহে কমপক্ষে ৩ বৎসরের চাকুরী।
১০	অভ্যর্থনাকারী	২৭বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ক্রমিক নং ১৬-তে বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৪ বৎসরের চাকুরী।
১১	উচ্চমান সহকারী	ঐ	ঐ	স্নাতক ডিগ্রীসহ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ক্রমিক নং ১৬-তে বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৫ বৎসরের চাকুরী।

১	২	৩	৪	৫	৬
১২	সাঁটলিপিকার	২৭ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট এবং সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০টি শব্দ এবং টাইপিং এ প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৩০ ও ২৫টি শব্দ।	ক্রমিক নং ১৪-তে বর্ণিত পদে কমপক্ষে তিন বৎসরের চাকুরী এবং সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০টি শব্দ ও টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৩০ ও ২৫টি শব্দ।
১৩	কেয়ারটেকার	ঐ	ঐ	স্নাতক ডিগ্রী	ক্রমিক নং ১৬ ও ১৭-তে বর্ণিত পদ বা পদসমূহে ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী।
১৪	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	ঐ	ঐ	শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ। সাঁটলিপিতে গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৭০ ও ৪৫টি শব্দ। টাইপিং-এ গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ২৮ ও ২৩টি শব্দ।	ক্রমিক নং ১৫-তে বর্ণিত পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী এবং সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৭০ ও ৪৫টি শব্দ ও টাইপিং-এ প্রতি মিনিটে গতি ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ২৮ ও ২৩টি শব্দ।
১৫	টেলেক্স-গ্রাম-ফ্যাক্স মেশিন অপারেটর।	২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	টেলেক্স মেশিন অপারেটরের কাজে ১ (এক) বৎসরের অভিজ্ঞতা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ এবং টাইপিং-এ প্রতিমিনিটে গতি ইংরেজী ও	

				বাংলায় যথাক্রমে ২৮ ও ২৩ টি শব্দ।	
১৬	নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক।	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে এবং পদোন্নতির মাধ্যমে।	উক্ত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ ও টাইপিং এ গতি প্রতিমিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৩০ ও ২০টি শব্দ।	(ক) ক্রমিক নং ১৯ বা ২০-এ বর্ণিত পদ বা পদসমূহে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের চাকুরী এবং ক্রমিক নং ২১ এ বর্ণিত পদে ৩ বৎসরের চাকুরী ও ক্রমিক নং ২২-এ বর্ণিত পদে ৪(চার) বৎসরের চাকুরী এবং (খ) উক্ত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ।
১৭	স্টোর-কীপার	ঐ	ঐ	উক্ত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ ও সংশ্লিষ্ট কাজে ১(এক) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	(ক) ক্রমিক নং ১৯ ও ২০-এ বর্ণিত পদ বা পদসমূহে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের চাকুরী, ক্রমিক নং ২১-এ বর্ণিত পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী ও ক্রমিক নং ২২-এ বর্ণিত পদে ৪ (চার) বৎসরের চাকুরী। এবং (খ) উক্ত মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ।
১৮	গাড়ীচালক	অনূর্ধ ২৭ বৎসর (শিথিলযোগ্য)।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী পাশ। মটরগাড়ী চালানোর বৈধ লাইসেন্স ও পাঁচ বৎসরের মটরগাড়ী চালানোর অভিজ্ঞতা।	

১	২	৩	৪	৫	৬
১৯	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	অনূর্ধ ২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	ফটোকপি মেশিন চালনায় এক বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ।	..
২০	সাইক্লোস্টাইল মেশিন অপারেটর।	ঐ	ঐ	সাইক্লোস্টাইল মেশিন চালনায় ১(এক) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ।	..
২১	মেসেঞ্জার পিয়ন/ডেসপাস রাইডার।	ঐ	ঐ	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ।	..
২২	পিয়ন	ঐ	ঐ	ঐ	
২৩	ক্লিনার	ঐ	ঐ	ঐ	
২৪	নৈশ প্রহরী	ঐ	ঐ	অষ্টম শ্রেণী পাশ।	..
২৫	চৌকিদার	ঐ	ঐ	ঐ	..
২৬	ক্লিনার-কাম-ফরাস	ঐ	ঐ	ঐ	..
২৭	যানবাহন ক্লিনার	ঐ	ঐ	ঐ	..
২৮	গাড়ীর সাহায্যকারী	ঐ	ঐ	ঐ	..
২৯	সুইপার	ঐ	ঐ	অষ্টম শ্রেণী পাশ অথবা পেশাদার সুইপার সম্প্রদায়ের সদস্য।	..

কারিগরী পদ

৩০	পরিচালক (কারিগরী)		সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	—	..
৩১	অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু)		ঐ	...	...
৩২	অতিরিক্ত পরিচালক (নদী শাসন)		ঐ	..	...
৩৩	অতিরিক্ত পরিচালক (সড়ক)		ঐ	..	..
৩৪	অতিরিক্ত পরিচালক (রেল)		সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	...	—
৩৫	উপ-পরিচালক (সেতু)	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর।	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে। (গ) সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল ক্ষেত্রে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	ক্রমিক নং ৩৯-এ বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৭ বৎসরের চাকুরী।
৩৬	উপ-পরিচালক (নদী শাসন)	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	ক্রমিক নং ৪০-এ বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৭ বৎসরের চাকুরী।
৩৭	উপ-পরিচালক (সড়ক)	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	ক্রমিক নং ৪১-এ বর্ণিত পদে ৭ বৎসরের চাকুরী।

১	২	৩	৪	৫	৬
৩৮	উপ-পরিচালক(রেল-ব্রীজ)	অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (গ) সরকারী [illegible]কর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট প্র[illegible]শল ক্ষেত্রে [illegible]পক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং দ্বিতীয় শ্রেণী-তে স্নাত[illegible] ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	ক্রমিক নং ৪২-এ বর্ণিত পদে [illegible]মপক্ষে ৭ বৎসরের চাকুরী।
৩৯	সহকারী পরিচালক (সেতু)	অনূর্ধ্ব ২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	
৪০	সহকারী পরিচালক (নদী শাসন)।	ঐ	ঐ	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	
৪১	সহকারী পরিচালক(সড়ক)]	ঐ	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাত[illegible] ইঞ্জি-নিয়ারিং ডিগ্রী।	ক্রমি[illegible] নং ৪৩-এ বর্ণিত পদে [illegible]মপক্ষে ১০(দশ) বৎ-বৎসরের চাকুরী।
৪২	সহকারী পরিচালক (রেল-ব্রীজ)।	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মধ্যামে।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী।	
৪৩	এস্টিমেটর	ঐ	ঐ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা	
৪৪	ড্রাফটস্ম্যান	ঐ	ঐ	ন্যূনতম মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ, সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে ট্রেড সার্টি-ফি[illegible]ট এবং কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	

৪৫	ট্রেসার	অনূর্ধ ২৭ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	ন্যূনতম মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ট্রেড ভোকেশনাল পাশ এবং ন্যূনতম এক বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
৪৬	এ্যামোনিয়া প্রিন্টিং অপারেরেটর।	ঐ	ঐ	ন্যূনতম মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ এবং প্রিন্টিং মেশিন পরিচালনার কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা।	
	অর্থ ও হিসাব বিষয়ক পদ				
৪৭	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)		সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।		
৪৮	অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)।		ঐ		
৪৯	উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)।	অনূর্ধ্ব ৪৬ বৎসর	(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (গ) সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক বিষয়ে অনার্সসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট/ইনস্টিটিউট অব কষ্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টস/মাষ্টার অব বিজনেস এডমিনিষ্ট্রেশন।	ক্রমিক নং ৫০-এ বর্ণিত পদে কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী।

১	২	৩	৪	৫	৬
৫০	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	অনূর্ধ্ব ২৭ বৎসর।	(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে (খ) পদোন্নতির মাধ্যমে এবং (গ) সরকারী কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	বাণিজ্যিক বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর সহ সম্মানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী/চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অথবা ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্স (ইন্টার-মিডিয়েট)/ মাস্টার অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন।	ক্রমিক নং ৫১-এ বর্ণিত পদে ন্যূনপক্ষে ৮ (আট) বৎসরের চাকুরী।
৫১	হিসাব রক্ষক	অনূর্ধ্ব ২৭ বৎসর।	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, এবং (খ) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ বাণিজ্যিক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী।	ক্রমিক নং ৫২ এবং ৫৩ এ বর্ণিত পদ বা পদসমূহে কমপক্ষে ৩(তিন) বৎসরের চাকুরী।
৫২	হিসাব সহকারী	ঐ	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	বাণিজ্যিক বিষয়ে ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
৫৩	ক্যাশিয়ার	ঐ	ঐ	বাণিজ্যিক বিষয়ে ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পাশ এবং হিসাব/অডিট/অর্থ ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪ (চার) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
৫৪	ক্যাশ সিরকার	ঐ	ঐ	ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণী পাশ।	

যানবাহন অর্থনীতি সম্পর্কিত পদ

৫৫	ট্রান্সপোর্ট ইকোনোমিস্ট	অনূর্ধ ৪৪ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) অর্থনীতিতে পি. এইচ. ডি. অথবা (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ে ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, অথবা (গ) ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিক্স বিষয়ে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত।
৫৬	পরিসংখ্যানবিদ	অনূর্ধ ২৭ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং অনার্সসহ ২য় শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

মোঃ লিয়াকত রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার শাহ্ ফজলুল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ২৭, ১৯৯৩

৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং করপোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

বাড়ী নং ৪১, রাস্তা নং ৮,

ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২৯শে এপ্রিল, ১৯৯৩ ইং।

বিষয়ঃ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা সংশোধনী।

নং ৪১ সাঃ/১/প্রঃ/৮৭—যেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধান মালার কতিপয় সংশোধনী আনা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, এবং

যেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৩৪ তম সভায় উক্ত সংশোধনীসমূহ কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে,

সেহেতু যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালায় নিম্নবর্ণিত সংশোধনীসমূহ করা হইলঃ—

(১) "যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালার ক্রমিক নং ৩১ এ উল্লেখিত "৫২"-এর পরিবর্তে "৫৩" পড়িতে হইবে। এখন হইতে ৫০% অর্জিত ছুটি নগদায়নের বিধিটি চালু করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।"

(২১৬৯)

মূল্যঃ টাকা ১.০০

(২) উক্ত প্রবিধানমালায় দায়িত্বভাতা সংক্রান্ত ৩৪ নং বিধিতে নিম্নলিখিত অংশটুকু যোগ করিয়া পড়িতে হইবে:—

"এই দায়িত্বভাতা সর্বোচ্চ ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকার অধিক হইবে না এবং ৬ (ছয়) মাসের অধিককাল হইলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লইতে হইবে। এই দায়িত্বভাতা যে কোন আংশিক মাসের জন্যও পূর্ণভাতা প্রদান করা হইবে।"

বোর্ডের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আলী
নির্বাহী পরিচালক
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

বদিউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ই আষাঢ়, ১৪০২/২৯শে জুন, ১৯৯৫ ।

নং-মপবি-৪/১/৯৪-বিধি/৪০ – সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "যমুনা সেতু বিভাগ" নামে একটি নতুন বিভাগ গঠন করিল।

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বিতরণঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির দপ্তর।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব (সকল)।

৪। প্রধান তথ্য অফিসার, পিআইডি, ঢাকা।

৫। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৩ই আষাঢ়, ১৪০২/২৭শে জুন, ১৯৯৫ ।

নং-মপবি-৪/১/৯৪-বিধি/৪৪ - গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1975 এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা-

(১) উপরোক্ত প্রথম তফসিলে 10. Ministry of Communications শিরোনামের অধীন উপশিরোনামা B. Roads and Road Transport Division-এর পর C. Jamuna Bridge Division নামে নতুন উপশিরোনামা যুক্ত হইবে এবং উক্ত উপশিরোনামায় নিম্নলিখিত এন্ট্রিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা-

C. Jamuna Bridge Division:

1. All matters relating to planning (including feasibility study) implementation, monitoring & evaluation of Jamuna Multipurpose Bridge (JMB) project.
2. Undertake steps to secure required funds both from external and internal sources for the implementation of such plan.
3. Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for securing funds for the implementation of the JMB project subject to the approval of the Government.
4. Enter into contracts/agreements with contractors and consultants as approved by the Government for the execution for different components of the project.
5. Operation and maintenance of the Multipurpose Bridge and allow other agencies like Bangladesh Railway, Petrobangla, PDB and T & T Board etc. to operate and maintain their facilities located within the designated area and enter into contracts with concerned agencies including private concerns for these purpose.
6. Determine and collect tolls for various classes of traffic using the Multipurpose Bridge.

7. Take steps to secure and control development within the designated areas and controlled zones at the east and west terminal ends of the Multipurpose Bridge.

8. Emply and use traffic officers and other officials to enforce the byelaws, collect tolls and carry out such duties as the authority may consider necessary to discharge its functions.

9. Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in NNS grade 10-20.

10. Liaison with international organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

11. All laws on subjects allotted to this Division.

12. Statistics on any of the subjects allotted to this Division.

13. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

(২) উপরোক্ত প্রথম তফসিলে 10. Ministry of Communication উপশিরোনামের অধীন. B. Roads and Road Transport Division উপশিরোনামের এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত উপশিরোনামের অধীনে নিম্নলিখিত এন্ট্রিসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা-

B. Roads and Road Transport Division.

1. Roads, highways and road transport.

2. Development, improvement and maintenace of national highways, regional highways, district roads and other important roads including bridges and culverts thereof except Jamuna Multi-purpose Bridge and approach roads thereof.

3. Overseeing management, operation and development of the Bangladesh Road Transport Corporation.

4. Transport co-ordination and co-ordination of traffic needs of various agencies.

5. Survey in the field of road transport.

6. Administration of Motor Vehicles Act and other laws relating to Road Transport rules made thereunder.

7. Compulsory insurance of Motor Vehicles.

-ঃ ৩ ঃ-

8. All machanically propelled vehicles.

9. Motor vehicles legislation.

10. Promotion of transport co-operation and other similar institution for development of road transport.

11. Administration of B.C.S. (Roads and Highways).

12. Secretariat adminstration including financial matters.

13. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.

14. Overseeing managament, administration and financial matters of BRTA.

15. Liaison with international organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

16. All laws on subjects allotted to this Division.

17. Statistics on any of the subjects allotted to this Division.

18. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

বিতরণঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির দপ্তর।

৩। সচিব/ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব (সকল)।

৪। মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর একান্ত সচিব।

[বাংলাদেশ গেজেটের ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত]

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

নং যবসেবি/প্রঃ/৪(২০)/৯৮—এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, যমুনা নদীর উপর নির্মানাধীন "বঙ্গবন্ধু" সেতু চালু হওয়ার পর পারাপারের জন্য সকল যানবাহনকে টোল প্রদান করতে হবে। সেতুর যে কোন এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য টোল (Toll) প্রযোজ্য হবে বিধায় যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর ১০ ধারার উপ-ধারা (জি) (১৯৯৬ সনের ১২ নং সংশোধনী আইন) মোতাবেক নিম্নোক্ত হারে টোল (Toll) ধার্য করা হলো :

ক্রমিক নং	সেতু ব্যবহারকারী যানবাহন	টোলের হার (Toll Rate)
১	হালকা যানবাহন (কার, জীপ, মাইক্রোবাস ইত্যাদি)	৪০০ (চারশত) টাকা।
২	ছোট বাস (২৯ আসন বা উহার কম)	৫৫০ (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা।
৩	বড় বাস (৩০ আসন বা উহার বেশী)	৮০০ (আটশত) টাকা।
৪	ছোট ট্রাক (৫ টনের কম)	৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা।
৫	মাঝারি ট্রাক (৫ হতে ৮ টন)	১০০০ (এক হাজার) টাকা।
৬	বড় ট্রাক (৮ টনের বেশী)	১২৫০ (বারশত পঞ্চাশ) টাকা।
৭	মটর সাইকেল	৩০ (ত্রিশ) টাকা।

২। ধার্যকৃত টোল হার "বঙ্গবন্ধু" সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার তারিখ হতে কার্যকর হবে।

৩। গরুর গাড়ী, ঠেলা গাড়ী বা অনুরূপ সকল প্রকার অযান্ত্রিক (Non-motorised) যানবাহন এবং সাইকেল, অটো রিক্সা, মিশুক বা অনুরূপ যানবাহন "বঙ্গবন্ধু" সেতুর উপর দিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ। অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্যান্যদের জন্য সেতুর উপর পদব্রজে চলাচল করা সকল সময়ের জন্য নিষিদ্ধ।

আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
নিরাপত্তা-৪ শাখা

স্মারক নং-কেপিআই-২২/২/৯৮-(নিরা:-৪)/ তারিখ:-১৮-৬-৯৮ইং।

বিষয়: **বঙ্গবন্ধু সেতু -কে '১ক' ক্যাটাগরির কেপিআই হিসাবে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং -১ নিরা-৪/৯৪/ডি-২/৫০, তারিখ ১৬-৬-৯৮ ইং।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সেতু প্রতিষ্ঠানকে ১ 'ক' ক্যাটাগরির কেপিআই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

২। এমতাবস্থায়, উক্ত কেপিআই এর নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত:- প্রতিবেদন ৬ (ছয়) পাতা।

মহা-পুলিশ পরিদর্শক
পুলিশ সদর দপ্তর
ঢাকা।

মো: খলিলুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব

স্মারক নং-কেপিআই-২২/২/৯৮-(নিরা:-৪)/৬২৭/১(৬) তারিখ:-১৮-৬-৯৮ ইং।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:-

১। সচিব, যমুনা সেতু বিভাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। মহা-পরিচালক, এনএসআই, ঢাকা।

৩। অতিঃ মহা-পুলিশ পরিদর্শক, বিশেষ শাখা, ঢাকা।

৪। সভাপতি, কেপিআই ডিসি, ঢাকা।

৫। সদস্য-সচিব, কেপিআই ডিসি, ঢাকা।

৬। উপ-সচিব (পুলিশ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন
বনানী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং- বাসেক/সদ/প্রঃ/১২-২/২০০৮- ৩০৬

তারিখ ১১ মাঘ, ১৪১৪
২৪ জানুয়ারী, ২০০৮

অফিস আদেশ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৯০তম বোর্ড সভার বিবিধ-১ এর ৩(খ) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নরূপ নির্বাহী কমিটি গঠন করা হলঃ

১)	নির্বাহী পরিচালক	-	সভাপতি
২)	পরিচালক (প্রশাসন)	-	সদস্য
৩)	পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	-	সদস্য
৪)	পরিচালক (পিএন্ডএম)	-	সদস্য
৫)	পরিচালক (কারিগরী)	-	সদস্য
৬)	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	-	সদস্য-সচিব

এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনে বিষয় সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করা যাবে।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য চুক্তিপত্র পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
২। কর্তৃপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/আনুসংগিক বিষয় এর উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২৪/১/০৮
(মোঃ মাসুদ ইলাহী)
পরিচালক (প্রশাসন)

বিতরণ :

১। নির্বাহী পরিচালক, বাসেক, ঢাকা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), বাসেক, ঢাকা।
৩। পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), বাসেক, ঢাকা।
৪। পরিচালক (পিএন্ডএম), বাসেক, ঢাকা।
৫। পরিচালক (কারিগরী), বাসেক, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন), বাসেক, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে :

১। মাননীয় যোগাযোগ উপদেষ্টার একান্ত সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৩১, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ চৈত্র ১৪১৪/৩১ মার্চ ২০০৮

নং মপবি-৪/৪/২০০৮-বিধি/৫২—সরকার MINISTRY OF COMMUNICATION এর অধীনে পৃথক দু'টি বিভাগ যথা- সড়ক ও রেলপথ বিভাগ (Roads and Railways Division) এবং সেতু বিভাগ (Bridges Division) নামে দুইটি নতুন বিভাগ গঠন করিল।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রহমান হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।
(১৮৯৫)
মূল্য : টাকা ২.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৩১, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৭ চৈত্র ১৪১৪/ ৩১ মার্চ ২০০৮

এস, আর, ও নং ৮২-আইন/২০০৮-মপবি-৪/৪/২০০৮-বিধি।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions)-এর—

(ক) **11. MINISTRY OF COMMUNICATION** শিরোনাম এবং তৎসংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"11. MINISTRY OF COMMUNICATION

A. **Roads and Railways Division :**

1. Formulation of policies regarding roads, road transport and Bangladesh Railway.
2. Development, improvement and maintenance of national highways, regional highways, district roads and other important roads, including bridges and culverts thereof.

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

3. Matters relating to (a) Roads and Highways Department, (b) BRTC, (c) BRTA, (d) Bangladesh Railway Authority, (e) Office of the Government Inspector of Bangladesh Railway and (f) Bangladesh Railway.

4. Transport co-ordination.

5. Monitor Survey in the field of road transport, compulsory insurance of motor vehicles and mechanically propelled vehicles.

6. Promotion of transport cooperation and institutions for development and management of road transport.

7. Administration of B.C.S. (Roads and Highways), B.C.S.(Railway Engineering) and B.C.S. (Railway transportation and Commercial) cadres.

8. Constitution and reconstitution of BRA.

9. Matters relating to development and investment programmes and revenue budget of Bangladesh Railway.

10. Determination and enforcement of safety standards.

11. Secretariat administration including financial matters.

12. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.

13. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

14. All laws on subjects allotted to this Division.

15. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.

16. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

B. **Bridges Division :**

1. All matters relating to planning (including feasibility study) implementation, monitoring and evaluation of construction of bridges of 1500m or over, toll road, flyover, expressway, causeway, link road etc.

2. Undertake steps to secure required funds both from external and internal sources for the implementation of such plan.

3. Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for securing funds for the implementation of the bridge projects and other projects under Jamuna Multipurpose Bridge subject to the approval of the Government.

4. Enter in to Contracts/agreements with contractors and consultants as approved by the Government for the execution of different components of such projects.

5. Operation and maintenance of the Multipurpose Bridges and other projects and allow other agencies like Bangladesh Railway, GTCL, PDB and T&T Board, mobiles operator etc. to operate and maintain their facilities located within the designated area and enter into contracts with concerned agencies including private concerns for these purposes.

6. Determine and collect tolls for various classes of traffic using the Multipurpose Bridges, Toll Roads etc.

7. Take steps to secure and control development within the designated areas and controlled zones at the entry and exit terminal ends of the Multipurpose Bridges.

8. Employ and use traffic officers and other officials to enforce the by-laws, collect tolls and carry out such duties as the Division may consider necessary to discharge its functions.

9. Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in NNS Grade 10-20.

10. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

11. All laws on subjects allotted to this Division.

12. Inquiries and Statistics on any of the subjects allotted to this Division.

13. Fees and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

14. Secretariat administration including financial matters.

15. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.

16. Matters relating to Bangladesh Bridge Authority.";

(খ) "28. MINISTRY OF JUTE" শিরোনাম ও তৎসংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক, শিরোনাম এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"28. MINISTRY OF TEXTILES AND JUTE

1. Textiles & Jute Policy, planning implementation and evaluation.

2. Administration of state owned textile and jute industries and properties of BJC (Defunct).

3. Administration of Jute Ordinance, Formulation and Administration of jute industries policy.

4. Coordination of internal and external marketing of Jute yarn and Textiles including synthetic, specialized, powerloom and products and their transportation and shipment.

5. Overall Coordination of export of Textiles and Jute products and its market promotion and related matters.

6. Collection, processing and publication of all Textile statistics & statistics in respect of jute industry, Jute production, Jute marketing and export etc.

7. Promotion and development of foreign investment in Textiles & Jute industries and employment of foreigners in Textile industries.

8. Correspondence, contracts and agreements with International agencies and other countries for technical cooperation and assistance in respect of textiles & Jute products.

9. Regulation, Supervision and Certification of the standard and quality of Textiles & Jute products including their raw materials/ingredients.

10. Determination of overall requirements of raw materials for government-owned Textiles and Jute industries and formulation of policy guidelines in this respect.

11. To facilitate promotion of Textile and Jute industries and related matters in the private sector.

12. Promotion, Research and development of Textiles and Textile raw materials.

13. Technological (Industrial) Research of Jute & Diversified Jute Products and development of Diversified Jute Products and their market research.

14. Promotion, establishment balancing and modernization and replacement of Textile mills/factories in public sector and handlooms.

15. Setting up of commissions as and when required on any subject for study/investigation on Textiles & Jute industries.

16. Matters relating to Textiles & Jute industries, Jute and Textile products.

17. Education and training of Textiles and Jute technology and human resource development in these sectors.

18. Administration and control including financial matters, relating to this Ministry and subordinate/attached Department, Directorate, Corporation, Board and other Agencies.

19. Supervision and regulation of dealing in Textiles, Textile products, Jute and Jute manufactures.

20. Agreement for transport and shipments of Jute and Jute goods manufactured within the country and to foreign countries.

21. Matters relating to Sericulture Industries.

22. Matters relating to Primary Textiles, Jute Sector of the country and their Technical Evaluation.

23. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.

24. Regulation and issue of licenses to dealers, exporters of Jute & Jute manufacturers and occupiers of Jute Mills; if necessary suspension of such license.

25. All laws on subjects allotted to this Ministry.

26. Inquiries and statistics on any of the subjects allocated to this Ministry.

27. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

28. To facilitate Jute, Ready Made Garments (RMG) and Primary Textiles including allied textile-processing industries.

29. Matters relating to the backward & forward linkages on Textiles, Jute, Textile goods & Jute goods.

30. Matters relating to International Jute Study Group (IJSG) and other Agencies/International bodies engaged in the welfare/ development of Jute.

(গ) "39. MINISTRY OF TEXTILES" শিরোনাম ও তৎসংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলী ইমাম মজুমদার
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা

১.০ **সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ**

এ নির্দেশিকা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক) বিজ্ঞাপন নির্দেশিকা-২০০৮ নামে অভিহিত হবে।

১.১। **পরিধিঃ**

এ নির্দেশিকা বাসেক-এর মালিকানাধীন জমির সীমানার মধ্যে এবং বাসেক নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন স্থাপনার (ভূমি অথবা ইমারত) উপর বিভিন্ন আকার ও ধরণের বিজ্ঞাপনের জন্য প্রযোজ্য হবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য স্থান বরাদ্দ করা হবে।

২.০ **সংজ্ঞাঃ**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়ঃ

২.১ "কর্তৃপক্ষ" বলতে নির্বাহী পরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাবে;

২.২ "কমিটি" বলতে এ নীতিমালার অধীন বিজ্ঞাপন ফলক স্থাপনের প্রতিষ্ঠান নির্বাচন ও স্থান নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিতে বুঝাবে;

২.৩ "কারিগরী বিভাগ" বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর কারিগরী বিভাগকে বুঝাবে;

২.৪ "সাইট অফিস" বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতু এলাকায় স্থাপিত অফিস এবং তৎস্থানে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে বুঝাবে;

২.৫ "বৎসর" বলতে অর্থ বৎসরকে (জুলাই হতে জুন) বুঝাবে;

২.৬ "বিজ্ঞাপন ফলক" বলতে বাসেক-এর মালিকানাধীন জমি বা দালান/ইমারত বা উহার অংশবিশেষ বা অন্য কোন স্থান বা উহার অংশবিশেষ, যা পণ্য বা অন্যবিধ কিছু ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়া হবে;

২.৭ "নির্বাহী পরিচালক" বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী পরিচালককে বুঝাবে;

২.৮ "সাময়িক বা অস্থায়ী বরাদ্দ প্রাপক" বলতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বা স্থাপনের জন্য সাময়িক বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বুঝাবে;

২.৯ **"Bel Sign"** বলতে একটি সোজা পোলের উপর নির্দিষ্ট মাত্রার উচ্চতায় স্থাপিত সাইনকে বুঝাবে;

২.১০ **"Clearance** (স্বচ্ছতা)**"** বলর্তে Pavement বা গ্রেড বা ভূমি (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) হতে সাইন বোর্ডের নিম্ন প্রান্তের ব্যবধানকে বুঝাবে;

২.১১ **"Combination Sign"** অর্থ একটি আউটডোর সাইন যার মধ্যে প্রচলিত একাধিক সাইনের বৈশিষ্ট বিদ্যমান।

২.১২ **"Electric Sign"** বলতে সচরাচর প্রানবন্ত আলোক-উজ্জল টিউব অথবা বাতি ও অন্যান্য ইলেকট্রিক ফিটিং দ্বারা সজ্জিত একটি আউটডোর বিজ্ঞাপনী ডিসপ্লে সাইনকে বুঝাবে।

২.১৩ **"Electric Pole Sign"** বলতে ইলেকট্রিক পোলে ভূমি থেকে নির্ধারিত উচ্চতায় স্থাপিত সাইনকে বুঝাবে;

২.১৪ **"Free standing Sign"** বলতে একটি ফ্রেম, পোল অথবা অন্যান্য সহযোগী স্থাপনার মাধ্যমে তৈরী সাইন, যা কোন বিল্ডিং এর সাথে যুক্ত হবে না, এরুপ সাইনকে বুঝাবে;

২.১৫ **"Ground Sign"** বলতে ভূমিতে স্থাপিত স্বাধীন স্থাপনা, পোল অথবা যানবাহনের উপরিভাগে বা মোবাইল স্থাপনার মাধ্যমে ভূমির উপর প্রদর্শিত অথবা মুদ্রিত একটি আউটডোর এ্যাডভার্টাইজিং ডিসপ্লে সাইনকে বুঝাবে;

২.১৬ **"Hoarding/Bill Board/Nion"** বলতে ভূমিতে অথবা ইমারতের দেওয়াল অথবা ছাদে স্থাপিত সাইনবোর্ডকে বুঝাবে;

২.১৭ **"Marquee Sign"** বলতে একটি অভিক্ষেপনকারী সাইন (Projected sign), যা Marquee ক্যানোপিতে সংযুক্ত অথবা টানানো থাকে/হয়, এরুপ সাইনকে বুঝাবে;

২.১৮ "**Mega Sign**" বলতে ভূমিমতে স্থাপিত T আকৃতির অথবা ফ্লাগ আকৃতির সাইনকে বুঝাবে;

২.১৯ "**Plastic/panaflax sign**" বলতে অনুমোদিত প্লাস্টিকের তৈরী সাইনকে বুঝাবে;

২.২০ "**Public passage**" বলতে জনসাধারণ চলাচলের পথ, যার প্রশস্থতা ২.৫ মিটার এর কম, এরূপ **passage** বা পথকে বুঝাবে;

২.২১ "**Right of way of the road**" বলতে বাসেক-এর সড়ক, সেতু ও কালভার্ট এবং সংলগ্ন অধিগ্রহণকৃত ভূমিকে বুঝাবে;

২.২২ "**Unipole**" বলতে ভূমিতে স্থাপিত একটি একক স্থাপনা, যার সর্বোচ্চ অবস্থানে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপিত/স্থাপিত হবে, এরূপ সাইনকে বুঝাবে;

২.২৩ "**Wall Sign**" বলতে ওয়াল সাইন বা দেয়াল সাইন, যা দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম প্রদর্শনের জন্য দোকান বা ব্যবসার প্রবেশ পথের উপর ও ভবনের দেয়ালে মুদ্রিত বা প্রদর্শিত সাইনকে বুঝাবে; এবং

২.২৪ "**Mini pole**" বলতে ভূমিতে স্বল্প দৈর্ঘ্যের স্তম্ভের উপর স্থাপিত একটি একক স্থাপনা, যার সর্বোচ্চ অবস্থানে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপিত/স্থাপিত হবে, এরূপ সাইনকে বুঝাবে।

৩.০ **বিজ্ঞাপন ফলক স্থাপনের স্থান নির্ধারণ ও বরাদ্দের জন্য কমিটি গঠন এবং কার্যপরিধিঃ**

৩.১ নিম্ন বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বরাদ্দ কমিটি গঠিত হবেঃ

(ক)	পরিচালক (প্রশাসন)	-	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)	-	সদস্য
(গ)	অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)	-	সদস্য
(ঘ)	উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও এস্টেট)	-	সদস্য
(ঙ)	উপ-পরিচালক (সড়ক ও সেতু)	-	সদস্য
(চ)	সাইট অফিসের ১ জন সহকারী প্রকৌশলী	-	সদস্য
(ছ)	ও এন্ড এম অপারেটরের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার	-	সদস্য
(জ)	সহকারী পরিচালক (এস্টেট)	-	সদস্য-সচিব

৩.২ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) কমিটি সময় সময় প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাই করবে এবং প্রাথমিক বাছাইয়ে গৃহীত আবেদনসমূহের জায়গা বরাদ্দের সুপারিশ পেশ করার পূর্বে প্রয়োজনে প্রস্তাবিত সাইট/স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করবে;

(খ) আবেদন বাছাই এবং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ড্রইং, ডিজাইন, প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিবেচনা করবে। এছাড়া যে উদ্দেশ্যে ভাড়া নিতে ইচ্ছুক তা সেতু এলাকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সৌন্দর্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাও বিবেচনা করবে এবং এতদসংক্রান্ত সুপারিশ পেশ করবে;

(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় এতদসংক্রান্ত প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে;

৩.৩ বিজ্ঞাপনের জন্য স্থান বরাদ্দ কমিটি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সহায়তা করার জন্য কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপট করতে পারবে। এছাড়া কোন সভায় প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকর্তাকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করতে পারবে;

৩.৪ বিজ্ঞাপন বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব কমিটির সভাপতির সম্মতিক্রমে সভা আহবান করবে। এ ছাড়া সদস্য-সচিব সভাপতির সংগে আলোচনা করে অথবা তাঁর অনুমতিক্রমে সভার আলোচনার বিষয়, সভার স্থান এবং প্রাসংগিক বিষয়সমূহ নির্ধারণ করবে;

৩.৫ সদস্য-সচিব সভার কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী তৈরী করবে এবং সভায় উপস্থিত সদস্যদের স্বাক্ষরপূর্বক সভাপতির স্বাক্ষরে তা কর্তৃপক্ষের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করবে; এবং

৩.৬ স্থান বরাদ্দ কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাধিক্যের মতামতের ভিত্তিতে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

৪.০ ভাড়ার হারঃ

৪.১	আলোকিত বিজ্ঞাপনঃ প্রতি বর্গফুট বার্ষিক	=	২৫০/- টাকা
৪.২	অনালোকিত বিজ্ঞাপনঃ প্রতি বর্গফুট বার্ষিক	=	২০০/- টাকা

৫.০ সাধারণ নির্দেশাবলী/প্রতিপালনীয় বিষয়ঃ

৫.১ উভয় টোল প্লাজার উপরের ফাঁকা জায়গা উম্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;

৫.২ প্রতিটি ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ ১ বছর হবে, যা চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে গণনা করা হবে। পুরো বছরের ভাড়া চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে;

৫.৩ বাসেক বা সরকার কর্তৃক এতদ্দুশ্যে সময় সময় সার্কুলার/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/নীতিমালা/নির্দেশিকা বা অন্যবিধ যা কিছু জারী বা প্রণয়ন করা হোক না কেন, তা এ ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হিসেবে গণ্য হবে; এবং

৫.৪ বাসেক সময় সময় অত্র নির্দেশিকার যে কোন ধারা সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

<u>যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ঃ</u>

৫.৫ যমুনা সেতুর পূর্ব পাড়ে এলেঙ্গা হতে গোলচত্বর পর্যন্ত রাস্তার সংযোগ সড়কের উত্তর পার্শ্বে সড়ক ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ফাইবার অপটিক্যাল কেইবল লাইন স্থাপনের কারণে উক্ত স্থানে কোন বিজ্ঞাপনী স্থাপনা নির্মাণের অনুমতি দেয়া যাবে না;

৫.৬ যমুনা সেতু থেকে ঢাকার দিকে ৫ কিঃ মিঃ দূরত্বে রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে embankment Slope-এর পরে বাসেক-এর জায়গা বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;

৫.৭ সংযোগ সড়কের দক্ষিণ দিকে যে সকল স্থান ফাঁকা আছে, সেখানে Pavement edge হতে ৫ মিটার দূরে ছোট আকারে Mini pole বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;

৫.৮ সংযোগ সড়কের Slope-এর পরে খালি জায়গা বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;

৫.৯ পূর্ব গোলচত্বর হতে টোল প্লাজা পর্যন্ত সড়কের দক্ষিণে সীমিত আকারে Pavement edge এর ৫ মিটার দূরে সৌন্দর্য বর্ধনের বিজ্ঞাপনের জন্য সীমিত আকারে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে; এবং

৫.১০ উভয় সংযোগ সড়কের বার্ম এলাকায় স্থাপিত ২৪ ইঃ ব্যাসের গ্যাস পাইপলাইন এবং বর্তমানে প্রস্তাবিত ৩০ ইঃ ব্যাসের পাইপলাইনের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে আরো ৩ মিটার করে মোট ৬.০০ মিটার জায়গা কোন বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

<u>যমুনা সেতুর পশ্চিম পাড়ঃ</u>

৫.১১ পশ্চিম গোলচত্বর এর পরে সংযোগ সড়কের উত্তরে অপটিক্যাল ফাইবার কেবল লাইন এর পরে mini pole ও বিল বোর্ড-এর জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে; এবং

৫.১২ সংযোগ সড়কের দক্ষিণ দিকে যে সকল স্থান ফাঁকা আছে, সেখানে Pavement edge হতে ৫ মিটার দূরে ছোট আকারে mini pole বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;

৬.০ সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে ভাড়া প্রদানঃ

৬.১ পূর্ব ও পশ্চিম গোলচত্বরকে সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণের শর্তে বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;এবং

৬.২ পূর্ব গোলচত্বর হতে পূর্ব টোল প্লাজা এবং পশ্চিম গোলচত্বর হতে পশ্চিম টোল প্লাজা পর্যন্ত সংযোগ সড়কের উভয় পার্শ্ব সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণের শর্তে উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

৭.০ বাসেক কর্তৃক ইজারা বা বরাদ্দকৃত জমিতে বিজ্ঞাপনের জন্য বরাদ্দের হারঃ

৭.১ বাসেক কর্তৃক ইজারা বা বরাদ্দকৃত জমি এবং স্থাপনার কোনো স্থান বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য বরাদ্দ প্রদান করলে বাসেককে নিম্নরূপ হারে ভাড়া প্রদান করতে হবেঃ

(ক)	আলোকিত বিজ্ঞাপনঃ প্রতি বর্গফুট বার্ষিক	=	১০০/- টাকা
(খ)	অনালোকিত বিজ্ঞাপনঃ প্রতি বর্গফুট বার্ষিক	=	৭৫/- টাকা

৭.২ এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এতদসংক্রান্ত নকশা বাসেক-এর নিকট জমা দিবে এবং কেবলমাত্র বাসেক-এর অনুমোদনের পর বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে;

৭.৩ বাসেক-এর প্রাপ্য বরাদ্দ প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বৎসর শুরুর ১ (এক) মাসের মধ্যে ক্রসড চেকের মাধ্যমে এককালীন বসেককে পরিশোধ করবে; এবং

৭.৪ লীজ/ইজারা/বরাদ্দ/বন্দোবস্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বরাদ্দ পরিশোধ করা না হলে এবং নির্ধারিত শর্তাবলী সঠিকভাবে প্রতিপালন করা না হলে বাসেক বিনা নোটিশে এবং কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত অনুমতি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

৮.০ অন্যান্য সেতুর ক্ষেত্রে অত্র নির্দেশিকা প্রয়োগঃ

৮.১ যমুনা সেতু এলাকা ব্যতীত বাসেক কর্তৃক ভবিষ্যতে নির্মিত সেতুসহ সকল সেতু বাইপাস, সংযোগ সড়ক, টোল সড়ক, ফ্লাইওভারসহ কর্তৃপক্ষের অধ্যাদেশে উল্লেখিত অন্যান্য স্থাপনার ক্ষেত্রে অত্র নির্দেশিকা সংযোজন/বিয়োজনসহ যথাপ্রযোজ্য প্রতিপালিত/প্রযোজ্য হবে।

=== o ===

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ----------------,১৪১৬ বঙ্গাব্দ/ ---------------,২০১০ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং-------------------- -আইন/২০১০I- Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 24 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Bridge Authority নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, শুল্ক ও ফিস আদায়, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,-

(১) **"অধ্যাদেশ"** অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance,1985 (XXXIV of 1985);

(২) **"এলাকা"** অর্থ অধ্যাদেশের অধীন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন যে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়কের এলাকা;

(৩) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(৪) **"বিজ্ঞাপিত আদেশ"** অর্থ সরকারী গেজেটে এবং এক বা একাধিক জাতীয় দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশের মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন প্রকাশ্য অংশে কপি সাঁটিয়া দিয়া বিজ্ঞাপিত কোন আদেশ বা নির্দেশ;

(৫) **"যানবাহন"** অর্থ যে কোন প্রকারের যানবাহন এবং রেলগাড়ীও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"যানবাহনের ওজন"** অর্থ মালামালসহ কোন যানবাহনের ওজন;

(৭) **"ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা"** অর্থ অধ্যাদেশ বা এই প্রবিধানমালার কোন বিধান বা তদধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বা জারীকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশ এর অধীন কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সাধারণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

৩। **যানবাহন পারাপারের জন্য প্রদেয় শুল্ক**।-(১) কোন সেতুর যে কোন দিক দিয়া যানবাহন পারাপারের ক্ষেত্রে, উক্ত সেতু ব্যবহার করিবার জন্য, উক্ত সেতু পার হইবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক অথবা উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে তফসিল ১ এ উল্লিখিত হারে নির্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, লিখিতভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীর যানবাহনকে শুল্ক প্রদান না করিয়া অথবা শুল্ক আগে প্রদান না করিয়া কোন সেতু পার হইতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোন বিশেষ শ্রেণীর যানবাহনকে শুল্ক আগে প্রদান না করিয়া সেতু পার হইতে অনুমতি প্রদান করা হইলে, যানবাহনটির মালিক বা চালক বা উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের লিখিত দাবীর ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রদেয় শুল্ক প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শুল্ক প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে সেক্ষেত্রে দাবীকৃত শুল্ক প্রদান না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট যানবাহনটিকে এবং শুল্ক প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক চালিত বা তাহার দায়িত্বাধীন সকল যানবাহনকে সেতু পার হইতে নিষেধ করা যাইবে।

৪। **সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন**।- (১) তফসিল ২ এ উল্লিখিত ওজনের বেশী ওজন সম্পন্ন কোন যানবাহনকে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দেওয়া হইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ, কোন দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে, তফসিল ২ এ উল্লিখিত ওজনের বেশী ওজন সম্পন্ন কোন যানবাহনকে তৎকর্তৃক উপযুক্ত বিবেচনায় আরোপিত ও নির্ধারিত শর্তে ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাধীনে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক ব্যবহার করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে; এবং সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ, উক্তরূপ ব্যবহারের জন্য গৃহীত কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার কারণে প্রয়োজন বিবেচিত হইলে, সাধারণ শুল্কের অনধিক দ্বিগুণ শুল্ক দাবী করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, কোন সেতু বা শুল্ক-সড়কের বা অন্যান্য যানবাহন এবং জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে-

(ক) প্রয়োজনীয় মেয়াদের জন্য সেতুটি বা শুল্ক-সড়কটি অন্যান্য চলাচল, পথচারী বা জন্তুর জন্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে;

(খ) কোন যানবাহনের পাহারার ব্যবস্থা করিতে পারিবে; এবং

(গ) গতিসীমা কমানোর নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন কোন যানবাহনকে কোন সড়ক বা শুল্ক-সড়ক ব্যবহার করিতে দেওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষকে কোন খরচ করিতে হয় সেক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ উহা প্রবিধান ৩(১) এবং ৩(২) এর অধীন প্রদেয় শুল্ক এর অতিরিক্ত ফি হিসাবে জরিমানা যানবাহনটির চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(৫) যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদিত ওজনের অতিরিক্ত ওজন সম্পন্ন সন্দেহে যে কোন যানবাহনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য থামিতে নির্দেশ দিতে এবং উহা তল্লাশী করিতে বা করাইতে পারিবেন; এবং যদি উক্ত যানবাহনের ওজন এই

প্রবিধানের অধীন অনুমোদিত ওজনের অতিরিক্ত দৃষ্ট হয় তাহা হইলে, তিনি যানবাহনটিকে অতিরিক্ত ওজন লইয়া সেতু বা শুল্ক-সড়কটি পার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে কোন যানবাহনকে উহার অতিরিক্ত ওজনের কারণে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে নিবৃত্ত করা হয় সেক্ষেত্রে, উহার ওজন যদি অনুমোদিত সীমায় কমাইয়া আনা হয় তাহা হইলে উহাকে উহা পার হইতে দেওয়া যাইবে, এবং যদি উক্তরূপ ওজন কমানো কর্তৃপক্ষের খরচে হয় তাহা হইলে, কর্তৃপক্ষ উক্ত খরচ যানবাহনটির চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ফি হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

(৭) যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কোন সেতু বা শুল্ক-সড়কের জন্য ওজন যন্ত্র স্থাপন করে সেক্ষেত্রে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন বা সকল যানবাহনকে উহার দ্বারা উহার ওজন মাপিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং যদি কোন যানবাহনের চালক বা উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি উক্তরূপে যানবাহনের ওজন মাপিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে, উহা অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন বহন করিতেছে বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলী তদানুযায়ী প্রযোজ্য হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে এই প্রবিধানের অধীন কোন যানবাহন হইতে অতিরিক্ত মালামাল অপসারণ করা হয় এবং উহা কর্তৃপক্ষের গুদামে বা হেফাজতে বা সংশ্লিষ্ট সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন এলাকায় রাখা হয় এবং যানবাহনটির চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মালিক উহা যানবাহন হইতে অপসারণের আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ফেরৎ না নেয় সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষের অন্য কোন কর্মকর্তা যানবাহনটির চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মালিকের উপর নোটিশ জারী করিয়া নোটিশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত মালামাল ফেরৎ লইবার জন্য নির্দেশ দিবেন, এবং যদি তিনি উক্তরূপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহা মানিয়া লইতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন এবং যদি উক্ত সময় বৃদ্ধি করা না হয় তাহা হইলে, পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত মালামাল প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে মালামাল গুদামে রক্ষণের ভাড়া এবং বিক্রয়ের আনুষঙ্গিক খরচ বাদ দিয়া উহার বাকী অংশ যানবাহনের মালিককে ফেরৎ দেওয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানের অধীন কোন যানবাহন হইতে অপাসারণকৃত অতিরিক্ত মালামাল পচনশীল হইলে সেক্ষেত্রে, উহা যানবাহনের চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর নোটিশ জারী করিয়া অবিলম্বে বিক্রয় করা যাইবে।

৫। **যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় আয়তন।**- (১) তফসিল ৩ এ উল্লিখিত আয়তনের অতিরিক্ত আয়তন সম্পন্ন কোন যানবাহনকে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দেওয়া হইবে না।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত আয়তনের অধিক আয়তন সম্পন্ন যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪ এর বিধানাবলী, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনপূর্বক, প্রযোজ্য হইবে।

৬। যানবাহনের গতিসীমা।- (১) তফসিল ৪ এ উল্লিখিত গতি হইতে উচ্চ গতিতে চালাইয়া কোন যানবাহন কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে পারিবে না।

(২) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যানবাহনকে এই প্রবিধানের অধীন অনুমোদিত গতি হইতে বেশী গতিতে চলার সন্দেহে অনুমোদনীয় পর্যায়ে উহার গতি কমাইয়া আনিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং যানবাহনটির চালক উহার গতি কমাইতে অস্বীকার করিলে তিনি যানবাহনটি থামাইয়া দিতে পারিবেন এবং যানবাহনটির চালক বা উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৭। **বিপজ্জনক মালামাল বহন।**- (১) কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এমন মালামাল কোন সেতু বা শুল্ক-সড়কের জন্য বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে যাহা, উহার মতে, কোন বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সেতু বা শুল্ক-সড়কের বিপদ ঘটাইতে পারে।

(২) যথাযথভাবে ধারণ করা হয় নাই এমন বিস্ফোরক, বিষাক্ত, ক্ষয়কারী, উদ্বায়ী ও নিম্ন জলনাংক মালামাল বিপজ্জনক ঘোষিত মালামালের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং দুর্ঘটনার কারণে উল্টাইয়া পড়িলে স্বত:স্ফূর্তভাবে প্রজ্বলিত হইবে অথবা বিষাক্ত বা উত্তাপক বাষ্প ঘটাইবে অথবা সেতু বা, ক্ষেত্রমত, শুল্ক-সড়কের অথবা অন্যান্য চলাচল বা ব্যবহারকারীর ক্ষতি ঘটাইবে এইরূপ অন্যান্য মালামালও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন যানবাহনকে এই প্রবিধানের অধীন ঘোষিত কোন বিপজ্জনক মালামাল বহন করিতেছে বা বোঝাই আছে এই সন্দেহে থামাইতে বা থামাইবার ব্যবস্থা করিতে এবং উহা তল্লাশী করিতে বা করাইতে পারিবেন, এবং যদি যানবাহনটিতে উক্তরূপ কোন মালামাল পাওয়া যায় তাহা হইলে, তিনি উক্ত মালামাল নামাইয়া ফেলিতে এবং উহা অন্য কোন জায়গায় সরাইয়া ফেলিবার পূর্বে উহার যথাযথ গুদামজাতকরণের জন্য কোন নিরাপদ এলাকায় লইয়া যাইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন অথবা উহার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনে উপযুক্ত বিবেচনায় আরোপিত শর্তাধীনে যানবাহনটিকে সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দিতে পারিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন বিপজ্জনক মালামাল বহনকারী কোন যানবাহনকে কোন সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দেওয়ার অনুমতি প্রদানকারী কর্মকর্তা প্রয়োজন বোধ করিলে, সেতু বা, ক্ষেত্রমত, শুল্ক-সড়কটি অন্যান্য চলাচল বা অন্য ব্যবহারকারীগণের জন্য যানবাহনটি উহা পার হওয়াকালীন সময়ে বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন, উহার পাহারার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং তৎকর্তৃক নির্দিষ্ট গতিসীমায় গতি কমাইয়া আনিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) বিপজ্জনক মালামাল বহনকারী যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রবিধান ৪(৪) এর বিধান, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনপূর্বক, প্রযোজ্য হইবে।

৮। **নিষিদ্ধ চলাচল।**- (১) নিম্নলিখিতদের সেতুর উপর বা উহার শুল্ক-সড়কের প্লাজাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে থাকিতে বা চলাচল করিতে দেওয়া যাইবে না, যথা:-

(ক) পথচারী;
(খ) পায়ে হাঁটা জন্তু;
(গ) বাই-সাইকেল;
(ঘ) ট্রাইসাইকেল, রিক্সা, ত্রিচক্র মটরযান; এবং
(ঙ) মটর চালিত নহে এইরূপ অন্য সকল প্রকার চলাচল।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন সেতু পার নিষিদ্ধকৃত পথচারী, জন্তু এবং মটরচালিত ও মটরচালিত নহে এইরূপ চলাচলকে টোল প্লাজা এলাকার বাহিরে প্রবেশ সড়ক ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষ, বিজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, সময় সময়, অন্য কোন সেতুতে বা কোন শুল্ক-সড়কে উহার নিরাপত্তার জন্য বা জনস্বার্থে প্রয়াজনীয় বিবেচিত যে কোন চলাচল নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(৪) কোন ব্যক্তি, জন্তু বা যানবাহনকে এই প্রবিধান বা কোন বিজ্ঞাপিত আদেশের বিধানাবলী ল ঘন করিয়া সেতু বা শুল্ক-সড়ক পারাপার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রবিধানমালার অধীন যে কোন ব্যবস্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন বিজ্ঞাপিত আদেশের কোন বিধান ল ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৯। **প্রবিধানমালার বিধান কার্যকরকরণের জন্য সাধারণ ক্ষমতা।**- (১) যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রবিধানমালা বা তদধীন জারীকৃত কোন আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘনরত বা লঙ্ঘনে উদ্যত কোন ব্যক্তিকে উহা করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহার বিরুদ্ধে অধ্যাদেশের অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং প্রবিধানমালা বা তদধীন জারীকৃত কোন আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত যে কোন যানবাহন, বস্তু বা পদার্থ আটক করা যাইবে, এবং উক্তরূপ আটককৃত যানবাহন, বস্তু বা পদার্থ এতদ্রূপ আদেশ প্রদানে এখতিয়ারসম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে এবং উক্তরূপ কোন যানবাহন, বস্তু বা পদার্থ বাজেয়াপ্ত করা হইলে উহা উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে।

১০। **জন্তু আটককরণ।**- যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর পথভ্রষ্ট বা অনধিকার প্রবেশরত অবস্থায় প্রাপ্ত যে কোন জন্তুকে আটক করিতে এবং উহাকে আটক রাখিবার জন্য কোন সাধারণ খোঁয়াড়ে লইয়া যাইতে পারিবেন।

১১। **অনধিকার প্রবেশ বা দখল স্থাপন।**- (১) কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট পূর্বানোমদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়ক বা উহার উপরে বা নীচে কোন প্রকার স্থায়ী বা অস্থায়ী সীমানায় অনধিকার প্রবেশ বা দখল স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) কর্তৃপক্ষ, আদেশ দ্বারা, আদেশে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্তরূপ অনধিকার প্রবেশ বা দখল স্থাপনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে দখলকৃত স্থান ছাড়িয়া দেওয়া এবং মালামাল অপসারণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং যদি উক্তরূপ সময়ের মধ্যে দখলকৃত স্থান ছাড়িয়া দেওয়া না হয় এবং মালামাল অপসারণ করা না হয় তাহা হইলে, কর্তৃপক্ষ উহার নিজস্ব এজেন্সী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে দখলকৃত স্থান হইতে উচ্ছেদ এবং উক্ত মালামাল অপসারণ করিতে পারিবে এবং উহার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃত খরচ তৎকর্তৃক আরোপিত ফিস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন উচ্ছেদ এবং মালামাল অপসারণ করিবার নিমিত্ত গৃহীত ব্যবস্থার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ প্রদেয় হইবে না।

১২। **সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর যানবাহন থামানো বা পার্কিং নিষিদ্ধ।**- (১) নিম্নবর্ণিত কারণ ব্যতীত কোন যানবাহনের চালক কোন চিহ্নিত পার্কিং এলাকা ব্যতীত সেতু বা শুল্ক-সড়কের অন্য কোন অংশে কোন যানবাহন থামাইবে না বা পার্কিং করিবে না, যথা:-

(ক) অধ্যাদেশ বা এই প্রবিধানমালা বা তদধীন প্রদত্ত আদেশ বা নির্দেশের কোন বিধান কার্যকরীকরণের জন্য কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উহা করিতে নির্দেশিত হন;

(খ) কোন শুল্ক বা ভাড়া প্রদানের জন্য প্রয়োজন হয়;

(গ) চলাচল বা সড়ক সিস্টেমে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার কারণে সামনে আগাইয়া যাওয়া হইতে বাধাগ্রস্ত হন;

(ঘ) যানবাহন বিকল হওয়ার কারণে বাধ্য হন; বা

(ঙ) দুর্ঘটনার দ্বারা বাধ্য হন।

(২) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক নয়শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৩। **সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর যানবাহন মেরামত, ইত্যাদি।**- (১) পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি–

(ক) চিহ্নিত পার্কিং এলাকা ব্যতীত সেতু বা শুল্ক-সড়কের অন্য কোন অংশে বিকল হইয়া যাওয়ার কারণে থামিয়া থাকা কোন যানবাহনে কোন মেরামত, ব্যবহারোপযোগীকরণ বা পুনরায় জ্বালানীভরণ কাজ চালাইতে বা চালাইবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না; বা

(খ) যে অবস্থায় যানবাহনটি থামিয়া আছে সেই অবস্থা হইতে উহাকে সরাইবেন না বা সরাইবার চেষ্টা করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৪। **বিকল যানবাহনের অপসারণ।**- (১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চিহ্নিত পার্কিং এলাকা ব্যতীত সেতু বা শুল্ক-সড়কের অন্য কোন অংশে বিকল বা থামিয়া থাকা কোন যানবাহনকে কোন চিহ্নিত পার্কিং এলাকায় অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি–

(ক) প্রবিধান ১২ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া উহা থামিয়া থাকে;

(খ) বিকল হইয়া যাওয়ার কারণে উহাকে বাধ্য হইয়া থামিয়া থাকিতে হয়;

(গ) আপাততঃ কোন ব্যক্তি উহার দায়িত্বে না থাকে বা উহার চালক বা উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহার নিকট হাজির না থাকে; বা

(ঘ) জখম, অসুস্থতা বা অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহাকে অপসারণ করিতে অক্ষম হন।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই প্রবিধানের অধীন কোন যানবাহন অপসারণ করেন অথবা উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরোধে উহাকে অপসারণ না করিয়া উহা মেরামত বা ব্যবহারোপযোগী করেন বা উহাতে পুনরায় জ্বালানী ভরিয়া দেন তাহা হইলে, উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে তৎকর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে খরচ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৫। **সেতু এবং শুল্ক-সড়কের অননুমোদিত প্রবেশ, উহাদের অননুমোদিত ব্যবহার বা উহাদের ভিতরে অননুমোদিত কার্যকলাপ, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**- (১) যে উদ্দেশ্যে সেতু বা শুল্ক-সড়ক স্থাপিত বা নির্মিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উহাকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি বা যানবাহন সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন অংশে এমন কোন পথের মাঝ দিয়া অতিক্রম করিতে পারিবেন না যাহা তদুদ্দেশ্যে চিহ্নিত করা হয় নাই।

(৩) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের কাঠামোর কোন অংশ অথবা উহার শুল্ক-ঘর অথবা সেতু বা শুল্ক-সড়কের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কোন কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহকৃত কোন সুযোগ সুবিধা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বা অপসারণ করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের এলাকার মধ্যে কোন কাঠামো, দালান বা অন্য কোন স্থানের উপর আরোহণ করিতে বা উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(৫) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের এলাকার মধ্যে অথবা কোন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কোন কাঠামো স্থাপন বা নির্মাণ করিতে অথবা কোন কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না।

(৬) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকার মধ্যে কোন জায়গায় তাহার জন্তুগুলিকে চরিতে বা ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াইতে দিতে পারিবেন না।

(৭) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি শুল্ক-সড়কের কোন জায়গায় কোন ফসল উৎপাদন করিতে বা শুকাইতে পারিবেন না।

(৮) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন অংশে কোন প্রকার সংস্থাপন বা মেরামত কাজকর্ম চালাইতে পারিবেন না।

(৯) সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন ঘর বা স্টল নির্মাণ করিতে বা কোন দোকান খুলিতে বা কোন বাজার স্থাপন করিতে বা কোন বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাণিজ্যিক বা শিল্প সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাইতে পারিবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ, লিখিত অনুমতি পত্র দ্বারা, তৎকর্তৃক উপযুক্ত বিবেচনায় আরোপিত শর্তাধীনে মূল সেতু বা শুল্ক-সড়কের বাহিরে উহা চালাইতে দিতে পারিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের এলাকার মধ্যে কোন বিনোদন বা খেলাধুলামূলক কাজকর্ম চালাইতে পারিবেন না।

(১১) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন ব্যক্তি সেতু এলাকার মধ্যে কোন জাহাজ, নৌযান বা ভাসমান যান নোঙ্গর করিতে বা বাঁধিয়া রাখিতে পারিবেন না।

(১২) এই প্রবিধানের অধীন মঞ্জুরকৃত সকল অনুমতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচনায় আরোপিত শর্তাধীনে হইবে এবং যাহার বরাবরে উক্তরূপ অনুমতি মঞ্জুর করা হইবে তিনি উক্তরূপ শর্তাদি পালন করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(১৩) কর্তৃপক্ষ, তৎকর্তৃক সময় সময় বিজ্ঞাপিত হারে, এই প্রবিধানের অধীন মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতির জন্য ফিস চাহিতে পারিবে।

(১৪) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক নয়শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(১৫) এই প্রবিধানের অধীন মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতির শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে, উহা বাতিলযোগ্য হইবে।

১৬। **উৎপাত।**- (১) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকায়-

(ক) সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন অংশে কোন ধরনের লেখা লিখিতে, ছাপ মারিতে, কাটা-ছেঁড়া করিতে, চিহ্ন বা রেখা বসাইতে বা আঁকিতে পারিবেন না;

(খ) ক্ষতিকর ধোঁয়া নির্গমনকারী কোন যানবাহন চালাইতে পারিবেন না;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এমন কোন স্থানে কোন বর্জ্য পদার্থ স্তুপ করিতে অথবা কোন আবর্জনা ফেলিয়া রাখিতে বা নিক্ষেপ করিতে পারিবেন না অথবা কোন যানবাহন হইতে কোন প্রকার পদার্থ নিক্ষেপ করিতে বা ফেলিতে পারিবেন না;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন নোটিশ, প্রচারপত্র, সংকেত, প্রতীক বা সাইন বোর্ড স্থাপন করিতে বা সাঁটিয়া দিতে পারিবেন না বা কোন বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করিতে পারিবেন না;

(ঙ) এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট নহে এমন কোন স্থানে পায়খানা প্রস্রাব করিতে পারিবেন না;

(চ) ইতস্তত: ঘুরিয়া বেড়াইতে বা ভিক্ষা চাহিতে পারিবেন না;

(ছ) জন্তু খুঁটিতে বাঁধিতে পারিবেন না;

(জ) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন কোন কাঠামো, দালান, খুঁটি, দেওয়াল, বেড়া, গাছ বা অন্য কোন জিনিসে কোন বিল, নোটিশ, সংকেত, প্রতীক বা অন্য কোন দলিল সংযুক্ত করিতে পারিবেন না;

(ঝ) কর্তৃপক্ষের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতীত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক টাঙ্গাইয়া দেওয়া বা প্রদর্শিত কোন নোটিশ, সংকেত, প্রতীক বা অন্য কোন দলিল বিকৃত, অপসারণ, নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত, অস্পষ্ট বা অন্য কোনভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারিবেন না;

(ঞ) যথাযথ অনুমোদন ব্যতীত, সেতু বা শুল্ক-সড়কের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নালা, ফুটপাত, বাতি চলার দিক নির্দেশক খুঁটি, পতাকা বা অন্য কোন জিনিস সরাইয়া ফেলিতে, ক্ষতিগ্রস্ত করিতে বা উহাতে কোন প্রকার রদবদল করিতে বা উহাতে অন্যকোনভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক নয়শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

১৭। **অতিরিক্ত যাত্রী বহনকারী যানবাহনের সেতু বা শুল্ক-সড়ক ব্যবহার নিষিদ্ধ।-** (১) কোন যানবাহন-

(ক) উহার অনুমোদনীয় ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত যাত্রী বহন করিলে; বা

(খ) উহার রানিং বোর্ড, বাম্পার বা ছাদে বা উহার প্রধান অংশের বাহিরে যে কোন অংশে কোন যাত্রী বহন করিলে উহাকে সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দেওয়া হইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে, যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত যানবাহনটি থামাইতে পারিবেন এবং উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যানবাহনটি হইতে অতিরিক্ত যাত্রীদের অবিলম্বে নামিয়া যাইবার জন্য বলিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অতিরিক্ত যাত্রী না নামা পর্যন্ত যানবাহনটিকে আটক রাখিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোন যানবাহন হইতে নামিয়া আসিতে বাধ্য কোন যাত্রী উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে তাহার আদায়কৃত ভাড়া ফেরৎ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৪) যদি কোন যানবাহনকে এই প্রবিধান লঙ্ঘন করিয়া কোন যাত্রী বহন করিতে দেখা যায় এবং ইহা কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকায় নিরূপিত হয় তাহা হইলে, যানবাহনটি উক্তরূপ প্রত্যেক যাত্রীর জন্য পঁচিশ টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

১৮। **সড়ক বা শুল্ক-সড়কের উপর অনুমোদনীয় সীমার অতিরিক্ত গতিতে যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ।-** (১) অনুমোদনীয় সীমার অতিরিক্ত গতিতে চলাচলকারী কোন যানবাহনকে সেতু বা শুল্ক-সড়ক পার হইতে দেওয়া হইবে না।

(২) যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনুমোদনীয় সীমার অতিরিক্ত গতিতে চলাচলকারী উক্ত যানবাহনটি থামাইতে পারিবেন এবং উহার চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনুমোদনীয় সীমার মধ্যে ইহার গতি কমাইয়া আনিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকায় কোন যানবাহন অনুমোদনীয় সীমার অতিরিক্ত গতিতে চলাচল করিয়াছে বলিয়া যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপিত হয় তাহা হইলে, সংশ্লিষ্ট যানবাহনটির চালক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **সেতুর উপর যাত্রী উঠানো-নামানো নিষিদ্ধ।**- (১) কেবল বিকল হইয়া যাওয়া বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে, কোন যাত্রী সেতুর কোন অংশে বা সেতুর শুল্ক প্লাজাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে কোন যানবাহনে উঠিতে বা উহা হইতে নামিতে পারিবেন না।

(২) কেবল বিকল হইয়া যাওয়া বা দুর্ঘটনার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে, কোন যানবাহনের চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেতুর কোন অংশে বা সেতুর শুল্ক প্লাজাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে যানবাহন থামাইতে বা থামাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২০। **চলাচল শৃঙ্খলারক্ষণা।**- (১) সেতু পার হওয়াকারী প্রত্যেক যানবাহন-

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিতভাবে এবং সময়ে আলোকিত থাকিবে;

(খ) চলাচল পথের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে এবং দৃঢ় পথ পৃথককরণ লাইন বা চিহ্ন পার হইবে না;

(গ) পর্যাপ্ত জ্বালানী বহন করিবে; এবং

(ঘ) উহার জন্য নির্দিষ্ট পথ বরাবর চলিবে।

(২) কোন যানবাহনের চালক সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর যানবাহন চালনাকালে-

(ক) তাহার যানবাহন ও তাহার সামনের যানবাহনের মধ্যে নিরাপদ ও সতর্ক দূরত্ব বজায় রাখিবেন;

(খ) কেবল যেক্ষেত্রে অনুমতি আছে সেক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য কোন যানবাহনকে ছাড়াইয়া যাইবেন না; এবং

(গ) কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সকল বিশেষ সংকেত এবং নির্দেশাবলী মানিয়া চলিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কে এমন কোন যানবাহন নিবেন না বা নিতে দিবেন না যাহা-

(ক) ধোঁয়া, দৃশ্যমান বাষ্প, কাঁকর, স্ফুলিঙ্গ বা তৈলাক্ত পদার্থ এমনভাবে নির্গত করে যাহাতে চলাচল শ্লথ হইবার বা লোকজনের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে; বা

(খ) এমনভাবে বোঝাই করা আছে যাহাতে চলাচল প্রতিহত হইবার বা লোকজনের অনিষ্ট হইবার বা সম্পত্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(৪) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২১। **এলোমেলো অবস্থায় যানবাহন, ইত্যাদি ফেলিয়া রাখা নিষিদ্ধ।-** (১) কোন যানবাহনের চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা কোন মালামালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর যানবাহন বা মালামাল এলোমেলো অবস্থায় থাকিতে দিবেন না বা এমন কোন অবস্থানে বা অবস্থায় রাখিবেন না যাহাতে চলাচলের বা সেতু বা শুল্ক-সড়ক ব্যবহারকারীগণের বা জনসাধারণের বিপদ, পথরোধ বা অন্যান্য অসুবিধা ঘটাইবে বা ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকিবে।

(২) কোন ব্যক্তি এই প্রবিধানের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২২। **সেতু বা শুল্ক-সড়কের উপর মালামাল মজুদকরণ বা বোঝাই বা খালাসকরণ নিষিদ্ধ।-** (১) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে চিহ্নিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন মালামাল মজুদ করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়কের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশে চিহ্নিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন অংশে কোন যানবাহনে বা যানবাহন হইতে কোন মালামাল বোঝাই করিতে বা খালাস করিতে পারিবেন না।

(৩) এই প্রবিধান লঙ্ঘন করত: কোন স্থানে মজুদকৃত কোন মালামাল কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উহার মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে উহা অপসারণের জন্য নোটিশ প্রদান করিয়া, অপসারণ করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ অপসারণের খরচ এই প্রবিধানমালার অধীন ধার্যকৃত ফিস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত-

(ক) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান লঙ্ঘন করত: সেতু বা শুল্ক-সড়কের কোন অংশে মজুদকৃত কোন মালামাল অপসারণ করিতে; বা

(খ) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান লঙ্ঘন করত: উক্তরূপ কোন অংশে কোন মালামাল বোঝাই বা খালাস করা হইতে নিবৃত্ত হইতে অস্বীকার বা অবহেলা করিলে, তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৩। **অননুমোদিত কাজকর্ম, ইত্যাদি বন্ধকরণ।-** (১) যখনই কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নজরে আসে যে, কোন ব্যক্তি সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকার কোন অংশে কোন নির্মাণ, সংস্থাপন, মেরামত বা খনন কাজ করিতেছেন বা কোন ব্যক্তি কোন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কোন নির্মাণ বা খনন কাজ করিতেছেন, তখনই তিনি তাহাকে উহা করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ পেশ করিতে বলিবেন।

(২) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত কাজ কর্তৃপক্ষের কোন বৈধ অনুমতি ছাড়া বা উক্তরূপ অনুমতির শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক করা হইতেছে তাহা হইলে, তিনি, লিখিত নোটিশ দ্বারা, যে ব্যক্তি উক্তরূপ কাজ করিতেছেন তাহাকে কাজটি বন্ধ করিতে এবং উহা অপসারণ করিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যদি উক্ত ব্যক্তি কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত অননুমোদিত কাজ অপসারণ করিতে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন তাহা হইলে, উক্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং কাজটি অপসারণ করাইতে বা ভাঙ্গিয়া দেওয়াইতে পারিবেন, এবং উক্তরূপ অপসারণ বা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার খরচ এই প্রবিধানমালার অধীন ধার্যকৃত ফিস বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, উক্তরূপভাবে নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও উক্তরূপ কোন কাজ অপসারণ করিতে বা ভাঙ্গিয়া দিতে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকার করিলে তিনি অনধিক নয়শত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৪। **বন্ধ অবস্থায় কোন সেতু বা শুল্ক সড়ক পার হইবার দণ্ড।-** কোন ব্যক্তি কোন কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাময়িকভাবে বন্ধকৃত সেতু বা শুল্ক-সড়ক তৎকর্তৃক বিজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোন নির্দেশ বা উপদেশ লঙ্ঘন করত: পার হইলে বা পার হইবার চেষ্টা করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৫। **যানবাহন, ইত্যাদি বাজেয়াপ্তকরণ।-** (১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অধ্যাদেশ বা এই প্রবিধানমালার অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হন সেক্ষেত্রে, দণ্ড প্রদানকারী আদালত যে যানবাহন বা মালামাল দ্বারা বা সম্পর্কে অপরাধটি করা হইয়াছে উহা বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহার কোন অংশ কর্তৃপক্ষের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে অধ্যাদেশ বা এই প্রবিধানমালার কোন বিধান লঙ্ঘনের জন্য কোন যানবাহন বা মালামাল আটক করা হয় এবং উহা অধ্যাদেশের section 20E এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য সেক্ষেত্রে, যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৎসম্পর্কিত কোন অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উহা বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবেন।

(৩) উক্তরূপ কোন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর, ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্ত প্রাপ্তি এবং দরখাস্তটি শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে একটি নোটিশ যে ব্যক্তির দখল বা হেফাজত হইতে যানবাহন বা মালামাল আটক করা হইয়াছে তাহার উপর জারী করাইবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন যানবাহন বা মালামাল পরিত্যক্ত বা অবহেলিত অবস্থায় আটক করা হয় বা পাওয়া যায় বা, যেক্ষেত্রে কোন যানবাহনের চালক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা মালামালের মালিককে উহা জানান সম্ভব না হয় বা তাহাকে পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে, নোটিশটি কোন জাতীয় দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সেতু বা শুল্ক-সড়কে একটি বা একাধিক প্রকাশ্য অংশে উহা সাঁটিয়া দিতে হইবে, এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উপযুক্ত বিবেচিত অন্য কোনভাবেও ইহা প্রকাশ করিতে হইবে।

(৫) এই প্রবিধানের অধীন কোন দরখাস্ত নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ম্যাজিস্ট্রেট, যতদূর সম্ভব, Code of Criminal Procedure, 1898 (V of 1898) এর অধীন কোন মামলা বিচারের ক্ষমতা ও পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৬) যেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন আটককৃত যানবাহন বা মালামাল এই প্রবিধানমালার অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য সেক্ষেত্রে, তিনি উহা কর্তৃপক্ষের বরাবর বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে যানবাহন বা মালামালে স্বার্থ আছে এইরূপ কোন ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তোষ মোতাবেক প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি অধ্যাদেশ বা এই প্রবিধানমালা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করেন নাই বা উহা ল ঘনে সহায়তা প্রদান করেন নাই সেক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত যানবাহন বা মালামাল সম্পর্কে তাহার বিবেচনায় যথাযথ আদেশ দিতে পারিবেন।

(৭) ম্যাজিস্ট্রেটের কোন আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে সেশন জজের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৮) এই প্রবিধানের অধীন কোন যানবাহন বা মালামাল কর্তৃপক্ষের বরাবরে বাজেয়াপ্ত হইলে, কর্তৃপক্ষ যেভাবে যথাযথ বিবেচনা করিবে সেভাবে উহা বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

২৬। **অধ্যাদেশের section 20J এর অধীন অর্থ দণ্ড আরোপের নোটিশ জারী।**- (১) যেক্ষেত্রে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাদেশের section 20J এর অধীন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর অর্থদণ্ড আরোপ করা যথাযথ মনে করেন সেক্ষেত্রে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর এই প্রবিধানমালার তফসিল ৫ এ বর্ণিত ফরমে একটি নোটিশ জারী করিবেন।

(২) উক্ত নোটিশ নির্ধারিত ফরমে প্রতিলিপিসহ প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহার এক কপি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে এবং অন্য কপি, জারীর পর, সংশ্লিষ্ট অফিসের সম্পৃক্ত নথিতে রাখিতে হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি, যদি থাকে, উভয় কপিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উভয় কপিই মূল কপি বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৭। **বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় ফিস।**- বিকল যানবাহনের অপসারণ, যানবাহন হইতে মালামাল অপসারণ, যানবাহন মেরামত, যানবাহনে জ্বালানী সরবরাহ, যানবাহনের মালামাল খালাস,

মজুদ করা, যানবাহন বা মালামাল পাহারা দেওয়া, যানবাহন ওজন করা, পার্কিং সুবিধা প্রদান, পাহারা ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য তফসিল ৬ এ উল্লিখিত হারে ফিস প্রদেয় হইবে।

২৮। **শুল্ক ও ফিস আদায়।**- (১) সকল শুল্ক এবং ফিস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সেতু বা শুল্ক-সড়ক এলাকার মধ্যে আদায় করা হইবে।

(২) ক্রমিক নং এবং চেকমুড়ি সম্বলিত বাধাই করা রসিদ বহি হইতে মঞ্জুরকৃত ছাপানো রসিদ দ্বারা সকল শুল্ক এবং ফিস আদায়ের স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইবে।

(৩) শুল্ক বা, ক্ষেত্রমত, ফিস আদায়কালে রসিদ ও চেকমুড়ি যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে এবং আদায়কারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) চেকমুড়ি কর্তৃপক্ষের দফতরে তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বিবেচিত সময়ের জন্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইবে।

(৫) কোন ব্যক্তি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন শুল্ক বা ফিস আদায় করিলে, বা যথাযথ রসিদ মঞ্জুর না করিয়া বা যথাযথভাবে পূরণ না করিয়া বা দস্তখত না দিয়া রসিদ মঞ্জুর করিয়া বা চেকমুড়ি পূরণ না করিয়া এবং না রাখিয়া কোন শুল্ক বা ফিস আদায় করিলে, তিনি আদায়কৃত শুল্ক বা ফিসের অনধিক দ্বিগুণ পরিমাণ টাকা বা চার হাজার টাকা, যাহা কম হয়, অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তফসিল ১

(প্রবিধান ৩ দ্রষ্টব্য)

যানবাহন পারাপারের জন্য প্রদেয় শুল্ক

যানবাহনের বর্ণনা		প্রদেয় একমুখী শুল্ক
১.	মটর সাইকেল	টাঃ ৩০/-
২.	মোটর কার, জীপ, মাইক্রোবাস	টাঃ ৪০০/-
৩.	ছোট বাস (২৯ আসনের অধিক যাত্রী বহনকারী নয়)	টাঃ ৫৫০/-
৪.	বড় বাস (২৯ আসনের অধিক যাত্রী বহনকারী)	টাঃ ৮০০/-
৫.	ছোট ট্রাক (৫ টনের অধিক ওজন বহনকারী নয়)	টাঃ ৭৫০/-
৬.	মাঝারী ট্রাক (৫ টনের অধিক কিন্তু ৮ টনের অধিক ওজন বহনকারী নয়)	টাঃ ১০০০/-
৭.	বড় ট্রাক (৮টনের অধিক ওজন বহনকারী)	টাঃ ১২৫০/-

তফসিল ২

(প্রবিধান ৪ দ্রষ্টব্য)

যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন

স্থিতি মাপ	একক	সড়ক চলাচল	রেল চলাচল
সর্বোচ্চ মোট ওজন	টন	তফসিল ২ক অনুযায়ী	×
সর্বোচ্চ বন্টিত ওজন	কিলো নিউটন/ মিটার	×	তফসিল ২গ অনুযায়ী
সর্বোচ্চ অক্ষ দণ্ড ওজন	টন	তফসিল ২খ অনুযায়ী	×

তফসিল ২ক

(প্রবিধান ৪ ও তফসিল ২ দ্রষ্টব্য)

যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন (সড়ক চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মোট ওজন)

ক্রমিক নং	অক্ষ দণ্ডের (এক্সেলের) শ্রেণী	একটি এক্সেলের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন সীমা (টন)
১।	স্টিয়ারিং/দুই চাকা (টায়ার) বিশিষ্ট একক অক্ষ দণ্ডের (এক্সেল) ক্ষেত্রে	৫.৫০
২।	চার চাকাবিশিষ্ট পিছনের একক অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে	১০.০০
৩।	দুই চাকাবিশিষ্ট সন্নিকটবর্তী দুইটি অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে (দুই অক্ষ দণ্ডের মধ্যরেখা পরস্পর হইতে ২.৫ মিটারের বেশী এবং ১.০২ মিটারের কম নয়)	৬.২৫
৪।	চার চাকাবিশিষ্ট সন্নিকটবর্তী দুইটি অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে	৮.২৫
৫।	দুই চাকাবিশিষ্ট সন্নিকটবর্তী তিনটি অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে (বাহিরের দুইটি মধ্যরেখা পরস্পর হইতে ৩.২৫ মিটারের বেশী নয়)	৪.৫০
৬।	চার চাকাবিশিষ্ট সন্নিকটবর্তী তিনটি অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে	৬.৫০
৭।	চার চাকাবিশিষ্ট সন্নিকটবর্তী চারটি অক্ষ দণ্ডের ক্ষেত্রে	৫.৫০

তফসিল ২খ

(প্রবিধান ৪ ও তফসিল ২ দ্রষ্টব্য)

যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন (সড়ক চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অক্ষ দণ্ডের ওজন)

দফা	অক্ষ দণ্ডের (এক্সেল) সর্বমোট সংখ্যা	অন্তর্ভুক্তির শ্রেণী	পিছনের ও সামনের অক্ষ দণ্ডের (এক্সেল) মধ্যবর্তী দূরত্ব (মিটার)	সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় বোঝাইকৃত/ গাড়ীর ট্রেইল ওজন সীমা (টন)
১।	২	দৃঢ়, একক স্টীয়ারিং এবং পিছনে একক অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট	তিন অথবা তার কম	১৩.০০
২।	২	দৃঢ়, একক স্টীয়ারিং এবং পিছনে একক অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট	তিন অপেক্ষা বেশী	১৫.০০
৩।	৩	দৃঢ়, একক স্টীয়ারিং এবং পিছনে দুইটি সন্নিকটবর্তী (জোড়লি) অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট	চার অপেক্ষা বেশী	২২.০০
৪।	৩	দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং একক অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	পাঁচ অপেক্ষা বেশী	২৫.০০
৫।	৪	দৃঢ়, একক স্টীয়ারিং ও পিছনে তিনটি সন্নিকটবর্তী অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট	পাঁচ অপেক্ষা বেশী	২৫.০০
৬।	৪ বা ৪ এর অধিক	দৃঢ়, একক/জোড়া স্টীয়ারিং এবং মধ্যবর্তী একক এবং পিছনের দুইটি সন্নিকটবর্তী অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট	সাত অপেক্ষা বেশী	৩০.০০
৭।	৪	গ্রন্থিবদ্ধ (আর্টিকুলেটেড) দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন (প্রাইম-মুভার) এবং সন্নিকটবর্তী দুইটি অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	আট অপেক্ষা বেশী	৩২.০০
৮।	৪	দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং সন্নিকটবর্তী নয় এমন দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	আট অপেক্ষা বেশী	৩৩.০০
৯।	৫	গ্রন্থিবদ্ধ দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং সন্নিকটবর্তী তিনটি অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	নয় অপেক্ষা বেশী	৩৫.০০
১০।	৫	গ্রন্থিবদ্ধ তিন অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং সন্নিকটবর্তী দুই অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	দশ অপেক্ষা বেশী	৩৮.০০
১১।	৬	গ্রন্থিবদ্ধ তিন অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং সন্নিকটবর্তী তিন অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	দশ অপেক্ষা বেশী	৪১.০০
১২।	৭	গ্রন্থিবদ্ধ, তিন অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ইঞ্জিন এবং সন্নিকটবর্তী চার অক্ষ দণ্ড বিশিষ্ট ট্রেইলার	দশ অপেক্ষা বেশী	৪৪.০০

তফসিল ২গ

(প্রবিধান ৪ ও তফসিল ২ দ্রষ্টব্য)

যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় ওজন (রেল চলাচলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বন্টিত ওজন)

১। ওয়াগণের ভার (লোড) কখনোই সমবন্টিত ওজন (Uniformly Distributed Load) মাত্রা প্রতিমিটারের ৪৩.৭ কিলো-নিউটন এর অধিক হইবে না।

২। লোকোমোটিভের পিছনে একটি খালি ওয়াগণ থাকিতে হইবে (এই চাহিদা পালনে লোকোমোটিভ ও ওয়াগণের সন্নিহিত অক্ষ দণ্ডদ্বয়ের দূরত্ব কমপক্ষে ৬.৫ মিটার হইতে হইবে)।

৩। সম্পূর্ণ ট্রেনে কখনোই একের অধিক লোকোমোটিভ থাকিতে পারিবে না।

৪। ওজন সীমিতকরণ (Load Restriction) প্রয়োগে কার্যকরী উপায় অবলম্বিত হইবে।

তফসিল ৩
(প্রবিধান ৫ দ্রষ্টব্য)
যানবাহনের সর্বোচ্চ অনুমোদনীয় আয়তন

স্থিতিমাপ	একক	সড়ক চলাচল	রেল চলাচল
সর্বোচ্চ সার্বিক প্রস্থ	মিটার	২.৭৫	৩.২৫
সর্বোচ্চ সার্বিক উচ্চতা	মিটার	৪.৭২	৩.৯০

তফসিল ৪
(প্রবিধান ৬ দ্রষ্টব্য)
যানবাহনের সর্বোচ্চ গতি-সীমা

যানবাহনের প্রকার	সর্বোচ্চ গতি		
	প্রবেশ সড়ক/পথ	শুল্ক প্লাজা এলাকা	সেতু
সড়ক চলাচল	ঘণ্টায় ৮০ কি:মি:	ঘণ্টায় ৩০ কি:মি:	ঘণ্টায় ৮০ কি:মি:
রেল চলাচল	রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যেইরূপ নির্ধারণ করিবে সেইরূপ	×	ঘণ্টায় ৩০ কি:মি:

তফসিল ৫
(প্রবিধান ২৬ দ্রষ্টব্য)

Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 20J এর অধীন অর্থ দণ্ড আরোপের নোটিশ ফরম।

(প্রতিলিপিসহ প্রস্তুত করিতে হইবে, এক কপি অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর জারী করিতে হইবে এবং অন্য কপি সংশ্লিষ্ট অফিসে সংশ্লিষ্ট নথিতে রাখিতে হইবে)

যেহেতু আপনি .... (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম)
২০...................... সালের .... তারিখ বেলা ....টার সময় আমার দৃষ্টিগোচরে .... সেতু/শুল্ক সড়ক এর উপর ....(অপরাধের বর্ণনা)..
....

এবং এতদ্দ্বারা Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section ..../বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রন, শুল্ক ও ফিস আদায়, ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর প্রবিধান .... এর অধীন শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ করিয়াছিলেন বা করিতেছিলেন;

এবং যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশের section 20J(1) এর অধীন আপনার উপর উক্ত অপরাধের জন্য অর্থ দণ্ড আরোপের ক্ষমতা আমার আছে;

অতএব সেহেতু, আমি এতদ্দ্বারা আপনাকে এই নোটিশ দিতেছি যে, আমি আপনার উপর .... টাকা অর্থ দণ্ড আরোপ করিব যাহা আপনাকে নগদে যথাযথ রসিদ গ্রহণে .... স্থানে অবস্থিত .... অফিসে সময়ের মধ্যে আদায় করিতে হইবে, এবং আরও নির্দেশ দিতেছি যে, আপনি উক্ত অপরাধ স্বীকার করেন কিনা এবং উক্ত অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে রাজী কিনা ইহা জানাইবেন।

....
পুলিশ/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
স্বাক্ষর ও সীল

তারিখ ....

নোটিশ পাইলাম। আমি এতদ্দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, এই নোটিশে উল্লিখিত অপরাধ আমি করিয়াছি এবং আমি আমার উপর আরোপিত উপরোল্লিখিত অর্থ দণ্ড প্রদান করিতে রাজী আছি।

....
অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর

স্বাক্ষীর স্বাক্ষর
১। ....
২। ....

তফসিল ৬
(প্রবিধান ২৭ দ্রষ্টব্য)
বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য প্রদেয় ফিস

সেবার প্রকার	ফিস
বিকল যানবাহন অপসারণের গাড়ী দ্বারা কোন যানবাহন অপসারণ	টাঃ ৪,০০০/-
হাতের দ্বারা যানবাহন অপসারণ	টাঃ ২,০০০/-
যানবাহন হইতে মালামাল অপসারণ	প্রতি ঘন্টা টাঃ ১০০/-, উর্ধ্বে দৈনিক জনপ্রতি টাঃ ৫০০/-
যানবাহন মেরামত	সেবাদান সাপেক্ষে প্রকৃত মূল্য
যানবাহনে পুনরায় জ্বালানী সরবরাহ	সেবাদান সাপেক্ষে প্রকৃত মূল্য
যানবাহন হইতে বোঝাই করা মালামাল খালাস করা	সেবাদান সাপেক্ষে প্রকৃত মূল্য
যানবাহন হইতে অপসারিত মালামাল মজুদ করা	প্রতিদিন প্রতিবর্গফুট টাঃ ২/-
যানবাহন বা মালামাল পাহারা দেওয়া: (ক) বিকল হওয়ার ক্ষেত্রে (খ) পরিত্যাগের ক্ষেত্রে	ক. প্রতিদিন টাঃ ৩০০/- খ. সেবাদান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে
যানবাহন ওজন করা	১ম বার ওজনের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করিলে পরবর্তী প্রতি ওজনের জন্য টাঃ ১০০/-
অনুমতিপত্র প্রদান	
পার্কিং সুবিধা	প্রতি ঘন্টা টাঃ ২০/-
পাহারা	প্রতিদিন প্রতিজন টাঃ ৩০০/-

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি)
নির্বাহী পরিচালক

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ১১, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৬ আশ্বিন ১৪১৭/২১ সেপ্টেম্বর ২০১০

এস, আর, ও নং ৩২৫-আইন/২০১০।—Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 23 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর রাজস্ব বাজেটভুক্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) **"কল্যাণ ট্রাস্ট"** অর্থ বিধি ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট;

(২) **"চাঁদা"** অর্থ বিধি ১০ এর অধীন প্রদেয় চাঁদা;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(৩) **"তহবিল"** অর্থ বিধি ৫ এর অধীন গঠিত কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল;

(৪) **"ট্রাস্টি বোর্ড"** অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(৫) **"পরিবার"** অর্থ—

(ক) কর্মকর্তা বা কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, পিতা, মাতা, সন্তানগণ, দত্তক পুত্র (হিন্দু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে), এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তানগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রমাণ করেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(খ) কর্মকর্তা বা কর্মচারী মহিলা হইলে, তাহার স্বামী, সন্তানগণ, দত্তক পুত্র (হিন্দু-কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে), এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ অথবা উক্ত স্ত্রী বা সন্তানগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা কর্মচারী এ বিধিমালার কোন বিষয়ে তাহার স্বামীকে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে, উহার বিপরীতে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্বামী উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে না;

(৬) **"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ"** বা **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 4 এর অধীন গঠিত Bangladesh Bridge Authority;

(৭) **"বেতন"** অর্থ কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মূল বেতন;

(৮) **"সদস্য"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এর কর্মরত কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী যিনি কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য পদ লাভ করিয়াছেন।

৩। **কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট থাকিবে।

৪। **ট্রাস্টের উদ্দেশ্য।**—ট্রাস্টের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময় কোন কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়িলে অথবা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য কোন জটিল এবং ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকুরীকালীন সময় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(গ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের মেধাবী সন্তানগণের শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসাবে এককালীন মঞ্জুরী বা বৃত্তি প্রদান;

(ঘ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানগণের যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য অলাভজনকভিত্তিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যাকেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;

(চ) সার্বিকভাবে কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(ছ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

৫। **তহবিল গঠন**।—(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে এই বিধিমালার অধীন আর্থিক সহযোগিতা, বিশেষ ভাতা, সুদবিহীন অগ্রিম, স্বল্পমেয়াদী ঋণ ও কল্যাণমূলক অন্য কোন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমম্বয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা;

(খ) সরকার ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়;

(ঘ) ব্যাংকে জমাকৃত তহবিলের অর্থের উপর অর্জিত সুদ;

(ঙ) তহবিলের অর্থ দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত স্কুল, কলেজ, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র হইতে অর্জিত আয়;

(চ) বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণ;

(ছ) ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, অনুদান, চাঁদা ও মঞ্জুরী;

(জ) সরকারের অনুমোদনক্রমে কোন বিদেশী সরকার, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঝ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ কোন তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ সম্পাদক ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৪) ব্যাংকে গচ্ছিত তহবিলের সুদ বা লভ্যাংশ ব্যতীত তহবিলের অর্থ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয় করা যাইবে না।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কোন বিষয় বিবেচনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বিষয়টি ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় পেশ করিতে হইবে এবং বোর্ডের অনুমোদন ব্যতিরেকে তহবিলের কোন অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

৬। ট্রাস্টি বোর্ড।—ট্রাস্ট পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ট্রাস্টি বোর্ড" নামে একটি ট্রাস্ট বোর্ড থাকিবে, যথা ঃ—

(১)	এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর	..	চেয়ারম্যান
(২)	ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৩)	ডাইরেক্টর (অর্থ ও হিসাব)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৪)	ডাইরেক্টর (পিএন্ডএম)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৫)	ডাইরেক্টর (কারিগরী)	..	ভাইস-চেয়ারম্যান
(৬)	এডিশনাল ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	সদস্য-সচিব
(৭)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	দপ্তর সম্পাদক
(৮)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (হিসাব ও বাজেট)	..	অর্থ সম্পাদক
(৯)	সভাপতি, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ সমিতি		সদস্য।

৭। ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।—ট্রাস্টি বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) এই বিধিমালার বিধান অনুসারে তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য ঋণ ও অনুদান গ্রহণ;

(গ) বিধি ২০-এর অধীন তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আবেদনপত্র, ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ফরম নির্ধারণ;

(চ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উহা পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন;

(ছ) এই বিধিমালার অধীন আর্থিক সহযোগিতা, বিশেষ ভাতা, সুদবিহীন অগ্রীম, স্বল্পমেয়াদী ঋণ, ইত্যাদির অর্থ উহার প্রাপককে যথাশীঘ্র পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৮। ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৩ (তিন) মাসে ট্রাস্টি বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ৭ (সাত) দিনের নোটিশে ট্রাস্টি বোর্ডের সভা আহবান করা যাইবে, তবে বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা আহবান করা যাইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড উহার সভার কোরাম ও সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি এবং অন্যান্য কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভার প্রতিটি কার্যবিবরণী ধারাবাহিকভাবে একটি গার্ড ফাইলে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯। **কমিটি**।—ট্রাস্টি বোর্ড উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনকল্পে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১০। **কল্যাণ তহবিলে প্রদেয় চাঁদা**।—মাসিক চাঁদা হিসাবে প্রত্যেক সদস্যকে তাহার বেতনের শতকরা ১ (এক) ভাগ অথবা পঞ্চাশ টাকা, ইহার মধ্যে যাহা সর্বনিম্ন, বেতন হইতে কর্তনপূর্বক কল্যাণ তহবিলে জমা করিতে হইবে।

১১। **চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ**।—কোন সদস্য বা তাহার পরিবারের কোন সদস্য জটিল এবং ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হইলে তহবিল হইতে তাহার চিকিৎসার সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয় বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

১২। **বিশেষ ভাতা**।—কোন সদস্য দাপ্তরিক কাজে আহত হইয়া পঙ্গুত্ব বরণ করিলে অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে চাকুরীচ্যুত হইলে, বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, উক্ত সদস্যকে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বিশেষ ভাতা প্রদান করা যাইবে।

১৩। **বার্ষিক বৃত্তি প্রদান, ইত্যাদি**।—(১) কোন সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫০০/ (পাঁচশত) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে।

(২) কোন সদস্যকে তাহার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাহার কাজের সহিত সম্পৃক্ত উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণার্থে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদানসহ মাসিক সর্বোচ্চ ১,০০০/ (এক হাজার) টাকা বৃত্তি প্রদান করা যাইবে।

১৪। **স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ইত্যাদি স্থাপন ও পরিচালনা**।—(১) সদস্যগণের সন্তানদের যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিলের অর্থ দ্বারা স্কুল, কলেজ ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে।

(২) সদস্যগণ ও তাহাদের পরিবারবর্গের জন্য তহবিলের অর্থ দ্বারা অলাভজনক ভিত্তিতে ক্লিনিক, হাসপাতাল, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র ও দুঃস্থ পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা যাইবে।

১৫। **এককালীন অনুদান প্রদান**।—কোন সদস্য তাহার চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হইবার পর অবসর গ্রহণের সময় বা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে, তহবিল হইতে এককালীন সর্বোচ্চ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা এবং স্ব-ইচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করিলে এককালীন ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রদান করা হইবে—

(ক) তহবিলে উক্ত সদস্যের দায়-দেনা ও পূর্বে গৃহীত অগ্রিম এবং বকেয়া চাঁদা, যদি থাকে, উহা সমন্বয় বা কর্তন সাপেক্ষে অবশিষ্ট অর্থ প্রদেয় হইবে; এবং

(খ) উক্ত সদস্যকে কমপক্ষে ১০(দশ) বৎসর নিয়মিত চাঁদা প্রদানকারী সদস্য হইতে হইবে।

১৬। **চিকিৎসার জন্য সুদবিহীন ঋণ প্রদান**।—কোন সদস্য অথবা তাহার পরিবারের কোন সদস্যের মারাত্মক রোগের চিকিৎসার জন্য এককালীন সর্বোচ্চ ২০,০০.০০ (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সুদবিহীন অগ্রিম অর্থ প্রদান করা যাইবে যাহা মাসিক ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা হারে কর্তন করা হইবে, তবে সমন্বয় হওয়ার পূর্বে উক্ত সদস্য অবসর গ্রহণ করিলে বা চাকুরী ত্যাগ করিলে বা চাকুরীচ্যুত হইলে অসমন্বিত অর্থ তাহার অবসরকালীন প্রাপ্য সুবিধার অর্থ হইতে সমন্বয় করা হইবে।

১৭। **স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান**।—নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সদস্যকে এককালীন সর্বোচ্চ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান করা যাইবে;

(ক) তাহার নিজের বা তাহার পরিবারের সদস্যদের চক্ষু, কান, নাক, গলা, দাঁত বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য; এবং

(খ) কোন সদস্যের সন্তানের বিবাহের ব্যয় নির্বাহ কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলা করিবার জন্য।

১৮। **দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য অনুদান**।—কোন সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃতের পরিবারকে দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান বাবদ ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা যাইবে।

১৯। **ঋণ পরিশোধ**।—এই বিধিমালার অধীন—

(ক) গৃহীত ঋণ ন্যূনতম মাসিক ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকা কিস্তিতে ঋণ গ্রহণের পরবর্তী মাসিক বেতন হইতে কর্তন করা হইবে, তবে ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করিলে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে, অথবা বিশেষ প্রয়োজনে ট্রাস্টি বোর্ড এইক্ষেত্রে কিস্তির টাকার পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে;

(খ) গৃহীত ঋণের উপর ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হইবে এবং গৃহীত ঋণের মূল অর্থ (Principal amount) সমন্বয় হওয়ার পর পরবর্তী ০২(দুই) মাসে অতিরিক্ত ০২(দুই) টি কিস্তিতে সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্য অর্থ কর্তন বা সমন্বয় করা হইবে;

(গ) গৃহীত ঋণ সার্ভিস চার্জসহ, বা অগ্রিম ১০০% (শতকরা একশত ভাগ) পরিশোধ করিবার পর ০১(এক) মাস অতিক্রান্ত না হইলে উক্ত ঋণ বা অগ্রিম গ্রহণকারী সদস্য কর্তৃক পুনরায় ঋণ গ্রহণের জন্য দাখিলকৃত কোন আবেদন বিবেচনার জন্য গৃহীত হইবে না।

২০। **বিনিয়োগ।**—ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের অর্থ বা উহার অংশবিশেষ সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এইরূপ শিল্প, রিয়েল এস্টেট, কৃষি খামার, মৎস্য চাষ, পেট্রোল পাম্প ও সার্ভিস সেন্টার অথবা সঞ্চয় প্রকল্পের অধীন প্রতিরক্ষা সঞ্চয় পত্র, মেয়াদী জমা, আই.সি.বি. ইউনিট/বন্ড বা এই ধরনের কোন লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২১। **তহবিল ব্যবস্থাপনা।**—(১) বিধি ৫(১) উল্লিখিত কোন উৎসব হইতে সংগৃহীত অর্থ ট্রাস্টের নামে জমা হইবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড উহার সঠিক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) অর্থ সম্পাদক প্রতি আর্থিক বৎসরের ১০ জুনের মধ্যে তহবিলের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত হিসাব ও আনুমানিক বাজেট বিবরণী ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন যাহাতে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বৎসরের ৩০ জুনের মধ্যে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক উহা অনুমোদিত হইতে পারে।

(৩) কল্যাণ ট্রাস্টের যাবতীয় ব্যয়, তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ ও এতদ্‌সংক্রান্ত কার্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব তহবিলের অর্থ ও বিষয় সম্পত্তি সংরক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২২। **তহবিলের অনুদান, ইত্যাদির জন্য বাছাই কমিটি।**—(১) তহবিলের অর্থ হইতে কোন সদস্য বা তাহার পরিবারকে ঋণ, অনুদান, বিশেষ ভাতা, বৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের জন্য কর্তৃপক্ষের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে ঃ

(ক)	এডিশনাল ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	আহবায়ক
(খ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (প্রশাসন)	..	সদস্য
(গ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (পিএন্ডএম)	..	সদস্য
(ঘ)	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর (হিসাব ও বাজেট)	..	সদস্য
(ঙ)	কারিগরী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী প্রকৌশলী	..	সদস্য
(চ)	আহবায়ক কর্তৃক মনোনীত দুইজন কর্মচারী	..	সদস্য

(২) বাছাই কমিটি উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট উহার সুপারিশ পেশ করিবে।

২৩। **কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) তহবিলের অর্থ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড, একান্ত প্রয়োজনীয় হইলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণক্রমে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্তাদি ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৪। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের অর্থ সম্পাদক হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে এবং হিসাবের যাবতীয় খাতাপত্র তাহার তত্ত্বাবধানে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর কল্যাণ ট্রাস্ট্রের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাণিজ্যিক নিরীক্ষণ সংস্থা বা চার্টার্ড একাউন্টেট ফার্মকে নিয়োগ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন হিসাব নিয়োগপ্রাপ্ত নিরীক্ষক ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং ট্রাস্টের যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

২৫। **প্রতিবেদন, ইত্যাদি দাখিল।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি বৎসর মার্চ মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনমত ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট হইতে যে কোন সময় কল্যাণ ট্রাস্টের যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন ও বিবরণী তলব করিতে পারিবে এবং ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালার বিধানাবলী কার্যকর করার বিষয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, যে কোন সময়, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সমীচীন বা প্রয়োজনীয় বলিয়া ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট প্রতীয়মান হইলে, ট্রাস্টি বোর্ড Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 ও এই বিধির সহিত যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আদেশ জারী করিতে পারিবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ২৪, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

সেতু বিভাগ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৩৬-আইন/২০১১।—Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 24, section 14 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Bridge Authority, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত প্রবিধানমালার—

(ক) প্রস্তাবনার পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রস্তাবনা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (XXXIV of 1985) এর section 24, section 14 এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে Bangladesh Bridge Authority, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—";

(খ) প্রবিধান ১ এর—

(অ) উপ-প্রবিধান (১) এর "যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-প্রবিধান (২) এর "যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটির" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ২ এর —

(অ) দফা (খ) এ, দুইবার উল্লিখিত, "Jamuna Multipurpose" শব্দগুলির পরিবর্তে "Bangladesh" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (গ) এর "যমুনা বহুমুখী" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঘ) প্রবিধান ২৪ এর উপ-প্রবিধান (১) এর "তিন মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "চার মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) প্রবিধান ৫১ এর উপ-প্রবিধান (১) এর "যমুনা বহুমুখী সেতু অথরিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) তফসিল এর পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

তফসিল

[প্রবিধান ২(ছ) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগের পদ্ধতি	নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
(১)	চীফ ইঞ্জিনিয়ার/ডাইরেক্টর (কারিগরি)	৪৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/এডিশনাল ডাইরেক্টর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রথম শ্রেণীর পদে ২০ (বিশ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(২)	ডাইরেক্টর	৪৫ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে :** এডিশনাল ডাইরেক্টর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে :** এফসিএ/এফসিএমএ/অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা। অথবা (ক) এমবিএ/বাণিজ্যে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী; (খ) সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থায় পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক বা সমমানের পদে ২০ বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(৩)	এডিশনাল ডাইরেক্টর	৪২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১ম শ্রেণীর পদে ১৫ (পনের) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৪)	সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার/এডিশনাল ডাইরেক্টর	৪২ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার/ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রথম শ্রেণীর পদে ১৫ (পনের) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৫)	ডেপুটি ডাইরেক্টর	৩৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বা প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী। প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেশন অফিসার এর ক্ষেত্রে সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে ৩ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ মোট ৭ বছরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যান/অর্থনীতিতে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং প্রথম শ্রেণীর পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(৬)	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার/ ডেপুটি ডাইরেক্টর	৩৭ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে প্রথম শ্রেণীর পদে ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৭)	প্রাইভেট সেক্রেটারী	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে; পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং পদোন্নতিযোগ্য ও সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, সেকশন অফিসার, স্টোর অফিসার বা লাইব্রেরীয়ান পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সরকারি/আধা-সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৮)	এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর	৩০ বৎসর	(ক) ৬০% পদে পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ৪০% পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (গ) পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, সেকশন অফিসার, স্টোর অফিসার বা লাইব্রেরীয়ান পদে ৭ (সাত) বৎসর এবং হিসাবরক্ষক/অডিটর পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা মাস্টার্স অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ) ডিগ্রী।

১	২	৩	৪	৫
(৯)	এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর	৩০ বৎসর	(ক) ৩৩% পদে পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ৬৭% পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (গ) পদোন্নতি বা সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ এস্টিমেটর/সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী।
(১০)	প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেশন্স অফিসার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী, তবে গণযোগাযোগ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
(১১)	এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কম্পিউটার অপারেটর, স্টাটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কানুনগো বা আপার ডিভিশন এ্যাসিসটেন্ট পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(১২)	সেকশন অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, কানুনগো বা আপার ডিভিশন এ্যাসিসটেন্ট পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(১৩)	স্টোর অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** স্টোর কিপার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কম্পিউটার পরিচালনায় বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(১৪)	লাইব্রেরিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ স্নাতক ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(১৫)	এস্টিমেটর/সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	(ক) ২৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** কানুনগো পদে ৭ (সাত) বৎসর বা সার্ভেয়ার পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল/অটোমোবাইলস্ ইঞ্জিনিয়ারিং এ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিপ্লোমা।

১	২	৩	৪	৫
(১৬)	কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী (বিজ্ঞান বিভাগ অগ্রগণ্য) এবং কম্পিউটার এ্যাপটিটিউড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিভাগীয় ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটরদের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।
(১৭)	রিসিপশনিস্ট-কাম টেলিফোন অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী।
(১৮)	আপার ডিভিশন এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	(ক) ৭৫% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ২৫% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কেয়ারটেকার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বা ক্যাটালগার-কাম-লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(১৯)	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	(ক) ৮০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ২০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ (ক) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদে ৩ (তিন) বৎসরের চাকুরী এবং শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০ শব্দ এবং ৩০ ও ২৫ শব্দ; এবং (খ) কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রোসেসিং-এ সনদ ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

১	২	৩	৪	৫
				সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ (ক) কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী। শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০ শব্দ এবং ৩০ ও ২৫ শব্দ; এবং (খ) কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রোসেসিং-এ জ্ঞান সনদ ও অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।
(২০)	কানুনগো	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ সার্ভেয়ার পদে ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সার্ভে ডিপ্লোমা।
(২১)	একাউনটেন্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ একাউন্ট এসিস্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, বাজেট এসিস্ট্যান্ট পদে ৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(২২)	অডিটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ অডিট এসিস্ট্যান্ট পদে ৫ (পাঁচ) বছরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(২৩)	স্টোর কিপার	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৭ (সাত) বছরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং সরকারী, আধাসরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট পদে ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(২৪)	কেয়ার টেকার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রীসহ ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(২৫)	ক্যামেরাম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(২৬)	ক্যাশিয়ার	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ ক্যাশ সিরকার পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং হিসাব, অডিট বা অর্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(২৭)	একাউন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(২৮)	বাজেট এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(২৯)	অডিট এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২ (দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৩০)	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক- কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরীসহ শর্টহ্যান্ড এবং টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০ শব্দ এবং ৩০ ও ২৫ শব্দ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ শর্টহ্যান্ড ও টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৮০ ও ৫০ শব্দ এবং ৩০ ও ২৫ শব্দ।
(৩১)	ড্রাফটসম্যান	৩০ বছর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২(দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(৩২)	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩০ বৎসর	(ক) ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ- (ক) প্রসেস সার্ভার, ম্যাসেঞ্জার পিয়ন, ডেসপাস রাইডার বা ফটোকপি মেশিন অপারেটর পদে ৫ (পাঁচ) বৎসর, (খ) চেইনম্যান, গার্ড/চৌকিদার বা এম.এল.এস.এস পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী; এবং (গ) ইংরেজী ও বাংলায় টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৩০ ও ২০ শব্দ। কম্পিউটার পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে এবং কম্পিউটার এ্যাপটিটিউড টেষ্টে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** (ক) কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ টাইপিং-এ গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজী ও বাংলায় যথাক্রমে ৩০ ও ২০ শব্দ; (খ) কম্পিউটার ওয়ার্ড প্রসেসিং-এ জ্ঞান অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হইবে।
(৩৩)	সার্ভেয়ার	৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, এবং (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে আমিনশীপ উত্তীর্ণসহ চেইনম্যান পদে ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সার্ভে ডিপ্লোমা বা আমিনশীপ উত্তীর্ণসহ অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১	২	৩	৪	৫
(৩৪)	ক্যাটালগার কাম-লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	**পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ** এম.এল.এস.এস পদে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং ন্যূনতম উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় পাশসহ সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ। **সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী।
(৩৫)	ড্রাইভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং গাড়ী চালনার বৈধ লাইসেন্সসহ ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৩৬)	ইলেকট্রিশিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে ২(দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৩৭)	প্লাম্বার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে ২(দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩(তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৩৮)	লিফট অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট কাজে ২(দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।
(৩৯)	এ্যামোনিয়া প্রিন্টিং অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ এ্যামোনিয়া প্রিন্ট মেশিন পরিচালনার কাজে ২(দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

১	২	৩	৪	৫
(৪০)	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর-কাম-ফটোকপিয়ার	৩০ বৎসর	(ক) ৫০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ চেইনম্যান, গার্ড/চৌকিদার বা এম.এল.এস.এস. পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরীসহ ফটোকপিয়ার/সাইক্লোস্টাইল মেশিন চালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ফটোকপিয়ার/সাইক্লোস্টাইল মেশিন চালনায় ২(দুই) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৪১)	ডেসপাস রাইডার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ চেইনম্যান, গার্ড/চৌকিদার বা এম.এল.এস.এস. পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
(৪২)	ক্যাশ পিয়ন	৩০ বৎসর	পদোন্নতি/সরাসরি	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ বাণিজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় পাশসহ এম.এল.এস.এস, গার্ড/চৌকিদার পদে ৫ বছরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১	২	৩	৪	৫
(৪৩)	ম্যাসেঞ্জার পিয়ন	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ চেইনম্যান, গার্ড/চৌকিদার বা এম.এল.এস.এস. পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরীর অভিজ্ঞতা।
(৪৪)	প্রসেস সার্ভার	৩০ বৎসর	(ক) ৬০% পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতির জন্য যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং (খ) ৪০% পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	পদোন্নতির ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ চেইনম্যান, গার্ড/চৌকিদার বা এম.এল.এস.এস. পদে ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকুরী। সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে ঃ কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।
(৪৫)	চেইনম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
(৪৬)	কুক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।
(৪৭)	গার্ড/চৌকিদার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।

১	২	৩	৪	৫
(৪৮)	এম,এল,এস,এস	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।
(৪৯)	ক্লিনার-কাম-ফরাস	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ।
(৫০)	সুইপার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ। সংশ্লিষ্ট পেশার সম্প্রদায়ের সদস্য হইতে হইবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি
নির্বাহী পরিচালক।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড
বনানী, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং ঃ ৫০.১২৫.০১৮.০০.০০.১০৫.১৯৯৭-৩১২ তারিখ : ০৮/০৯/২০১১

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার পুণঃনির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, যমুনা নদীর উপর নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতুর বর্তমান টোল হার ১৯৯৮ সালের জুন মাসে চালু হওয়ার পর দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত টোল হার বৃদ্ধি করা হয়নি। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এ সেতু নির্মাণে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ বর্তমানে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া সেতুর রক্ষণাবেক্ষণেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ফলে বিদ্যমান টোল হার দিয়ে এ সকল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই নিয়মিত ঋণ পরিশোধ এবং সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল হার বৃদ্ধি জরুরী হয়ে পড়েছে। তবে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে সহনীয় পর্যায়ে বৃদ্ধি করে বঙ্গবন্ধু সেতুর নিম্নরূপ টোল হার পুণঃনির্ধারণ করা হ'ল:

ক্রমিক নং	যানবাহনের শ্রেনীবিন্যাস	বিদ্যমান টোল হার (টাকা)	পুণঃনির্ধারিত টোল হার (টাকা)
১।	মোটর সাইকেল	৩০.০০	৪০.০০ (চল্লিশ)
২।	হাল্কা যানবাহন (কার, জীপ ইত্যাদি)	৪০০.০০	৫০০.০০ (পাঁচশত)
৩।	ছোট বাস (২৯ আসন বা তার কম)	৫৫০.০০	৬৫০.০০ (ছয়শত পঞ্চাশ)
৪।	বড় বাস (৩০ আসন বা তার বেশী)	৮০০.০০	৯০০.০০ (নয়শত)
৫।	ছোট ট্রাক (৫টনের কম)	৭৫০.০০	৮৫০.০০ (আটশত পঞ্চাশ)
৬।	মাঝারি ট্রাক (৫হতে ৮টন)	১০০০.০০	১১০০.০০ (এক হাজার একশত)
৭।	বড় ট্রাক (৮টনের বেশী)	১২৫০.০০	১৪০০.০০ (এক হাজার চারশত)

২। বঙ্গবন্ধু সেতু ব্যবহারকারী সকল যানবাহনের জন্য পুণঃনির্ধারিত টোল হার আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১/৩১ ভাদ্র ১৪১৮ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

৩। জনস্বার্থে এ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হ'ল।

(শেখ মুজিবুর রহমান)
অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন : ৯৮৬১৭৫৪

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ১৫, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৯ কার্তিক, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

এস, আর, ও নং ৩৩৮/আইন/২০১৬।—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬(২০১৬ সনের ৩৪নং আইন) এর ধারা ৩৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি—

(ক) ১৩ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত '৫০০/-(পাঁচশত)' সংখ্যা, চিহ্ন, শব্দ ও বন্ধনীর পরিবর্তে '২,০০০.০০ (দুই হাজার)' সংখ্যা, কমা, চিহ্ন, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) ১৮ এ উল্লিখিত '১০,০০০.০০ (দশ হাজার)' সংখ্যা, কমা, চিহ্ন, শব্দগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে '২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার)' সংখ্যা, কমা, চিহ্ন, শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd.
(১৬২২৭)
মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৫, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬বঙ্গাব্দ/২৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫০.০০.০০০০.২০১.২২.০৬৩.১২-৯৬১—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯ :

১। পটভূমি :

বিগত ২৭ জুন ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের (বাসেক) ১০৬তম বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি এবং মৃত কর্মচারীর দাফন-কাফন বা সৎকার সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার নিমিত্ত মৃতের পরিবারকে এককালীন অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯" জারি করা হলো।

২। শিরোনাম :

এই নীতিমালা "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা-২০১৯" নামে অভিহিত হইবে।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্ন বিপদে-আপদে আর্থিক সাহায্য, দাফন-কাফন বা সৎকার এবং সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের

(২৫১৪৭)
মূল্য : টাকা ৪.০০

নিমিত্ত শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের জন্য কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালার মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ক্রমবর্ধমান শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

(ক) কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী চাকরিকালীন সময় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(খ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং তাহাদের মেধাবী সন্তানগণের শিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য হিসাবে এককালীন মঞ্জুরী বা বৃত্তি প্রদান;

(গ) কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানগণের যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

(ঘ) এই নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

(ঙ) ইহা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর রাজস্ব বাজেটভুক্ত সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। সংজ্ঞা :

(১) "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ" বা "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬ এর ধারা ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

(২) "কল্যাণ নীতিমালা" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ নীতিমালা;

(৩) "সদস্য" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০-এর উপবিধি ২(চ) এ বর্ণিত সদস্য; এবং

(৪) "পরিবার" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০-এর উপবিধি ২(৫) এ বর্ণিত পরিবার। তবে শর্ত থাকে যে, পুরুষ কর্মচারীর বর্তমান স্ত্রীর পূর্বে বিবাহ হইয়া থাকিলে এবং উক্ত ঘরে/সংসারে কোন সন্তান থাকিলে উক্ত সন্তান/সন্তানগণ পরিবারের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে না। অনুরূপভাবে মহিলা কর্মচারীর বর্তমান স্বামীর পূর্বে বিবাহ হইয়া থাকিলে এবং উক্ত ঘরে/সংসারে কোন সন্তান থাকিলে উক্ত সন্তান/সন্তানগণ পরিবারের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

৫। বার্ষিক বৃত্তি প্রদান, ইত্যাদি :

(১) কোন সদস্যের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল হইতে এক সন্তানের জন্য বার্ষিক সর্বোচ্চ ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) সন্তানের জন্য বার্ষিক ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাইবে;

(২) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০-এর উপবিধি ২২(১) এ বর্ণিত বাছাই কমিটি উপরিউক্ত আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য জমাকৃত আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ করিবে; এবং

(৩) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কল্যাণ ট্রাষ্ট বিধিমালা, ২০১০-এর বিধি ৬ এ উল্লেখিত ট্রাস্টি বোর্ড বৃত্তি প্রদানের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

৬। দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য অনুদান :

কোন সদস্য চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মৃতের পরিবারকে দাফন-কাফন বা সৎকারের জন্য এককালীন অনুদান বাবদ ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদান করা যাইবে।

৭। অস্পষ্টতা দূরীকরণ :

অত্র নীতিমালা অনুসরণের ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ/বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। সংশোধন/পরিবর্তন ও পরিবর্ধন :

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যে কোন সময় অত্র নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাইবে। ইহাছাড়া সরকার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে সময় সময় জারীকৃত সকল আদেশ/নির্দেশ অত্র নীতিমালার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

৯। এই নীতিমালা "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০" এর অধীন পরিচালিত হবে।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-এর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি দখলমুক্ত রাখা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে কর্তৃপক্ষের সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, অস্থায়ীভিত্তিতে ইজারা প্রদান, ইজারা মূল্য নির্ধারণ এবং ইজারা অর্থ আদায়ের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পরিচালনার লক্ষ্যে অত্র নির্দেশিকা জারি করা হলো। এটি জুন ২০০৮ হতে কার্যকর হবে।

১। <u>জমির রেকর্ড সংরক্ষণ:</u>

১.১ বাসেক-এর এস্টেট শাখা এর মালিকানাধীন সকল জমির রেকর্ডপত্রের মূল কপি সংগ্রহপূর্বক এল.এ. কেইসভিত্তিক বই আকারে বাঁধা করে সংরক্ষণ করবে। এতদ্দুপলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সাইট অফিস/প্রকল্পে দায়িত্বরত প্রকল্প পরিচালক/প্রকৌশলীগণ নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন প্রকল্পের জমির শ্রেণীবিন্যাস করত: শ্রেণীভিত্তিক রেকর্ড বাসেক-এর এস্টেট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;

১.২ বাসেক-এর আওতাধীন সকল জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এস্টেট শাখা সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহায়তায় জমির স্বত্ব রেকর্ড/পর্চা (Record of Right) হালনাগাদ ও সকল জমির নামজারী ও জমা-খারিজ (Mutation) করবে;

১.৩ জমির হিসাব নকশাসহ সংরক্ষণ করা এবং প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক জমির সীমানা চিহ্নিত করবে; এবং

১.৪ বাসেক-এর মালিকানাধীন সকল জমি/স্ট্যাকইয়ার্ড/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর, ভবন ও সমতল ভূমির প্রয়োজনীয় তথ্য জরিপকালীন রেকর্ডে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না তা জরিপ চলাকালে নিশ্চিত করবে।

২। <u>বাসেক-এর জমির শ্রেণীবিন্যাস: বাসেক-এর আওতাধীন সকল জমি নিম্নরূপ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে:</u>

২.১ বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেতু, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদি, যা নির্মাণ/উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে বা হতে পারে, এরূপ জমি/জলাশয়/বারোপিট/ খাদ/পুকুর/স্থাপনা ইত্যাদি; এবং

২.২ সেতু, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক ইত্যাদি, যা উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে নিকট ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে না বা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা করা যায় এরূপ জমি/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর এবং পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি।

৩। <u>বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমি সংরক্ষণ ও অস্থায়ী ইজারা প্রদান:</u>

৩.১ অনুচ্ছেদ ২.১ এ বর্ণিত জমি/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর, যা বর্তমানে এবং অচিরেই সেতু, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক ইত্যাদি উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে, এরূপ জমি কোন অবস্থাতেই ইজারা প্রদান করা যাবে না;

০৩.৬.২০২০
শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

০৩.০৬.২০২০
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৩.২ অনুচ্ছেদ ২.২ এ মতে যে জমি/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর কিংবা সমতল ভূমি/পরিত্যক্ত ভবন বা স্থাপনা আপাতত: উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তা বছরভিত্তিক নবায়ন সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের জন্য ইজারা প্রদান করা যেতে পারে;

৩.৩ অনুচ্ছেদ ২.২ এ বর্ণিত বাসেক-এর জমি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বছরওয়ারী ব্যবহারের জন্য বাসেক-এর নির্বাহী পরিচালক-এর অনুমোদনক্রমে ইজারা প্রদান করা যেতে পারে;

(ক) কৃষি/চাষাবাদ;
(খ) নার্সারী স্থাপন;
(গ) মৎস্য চাষকল্পে জলাশয়/পুকুর/সড়ক পার্শ্বস্থ খাদ/বারোপিট;
(ঘ) প্রবেশ পথ হিসেবে;
(ঙ) সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকাণ্ডের জন্য;
(চ) পর্যটন ও সার্ভিস সুবিধা স্থাপনা; এবং
(ছ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্যে।

৪। <u>ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলী:</u>

৪.১ প্রতি বছর নবায়ন সাপেক্ষে মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছরের অধিক হবে না। ইজারা গ্রহীতা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন পরিশোধ করবেন, যা প্রতি বছর নবায়নের সময় ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে শর্তসাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) মেয়াদে ইজারা প্রদান করা যাবে;

৪.২ ইজারা গ্রহীতা ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে বাসেক-এর নিকট লিখিতভাবে নবায়নের জন্য আবেদন করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। চুক্তি নবায়নের সময় পরবর্তী বছরের ইজারা ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে;

৪.৩ বাসেকের পক্ষে পরিচালক (প্রশাসন) জমি/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর ও পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ও সমতল ভূমির বিপরীতে অস্থায়ী ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করবেন;

৪.৪ এস্টেট শাখা ইজারা মেয়াদ অনুসারে বাৎসরিক ইজারা চুক্তি নবায়ন, ইজারা মূল্য আদায় ও জমির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে;

৪.৫ ইজারা গ্রহীতা ইজারা চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যতিরেকে ইজারাকৃত জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না এবং কোন স্থায়ী কাঠামোও নির্মাণ করতে পারবেন না। এছাড়া ইজারাকৃত জমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের নিকট বন্ধক রাখা বা সাব-লীজ দিতে পারবেন না;

৪.৬ কারণ উল্লেখপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে বাসেক ইচ্ছা করলে ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং এ জন্য ইজারা বা লীজ প্রদানের পূর্বে বাসেক ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা (Undertaking) গ্রহণ করবে যে, "সেতু, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক ইত্যাদি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য কোন জরুরী কাজের প্রয়োজনে ইজারা বাতিল করা যাবে। ইজারা গ্রহীতা এ জন্য কোন ওজর আপত্তি করবেন না এবং এ আদেশের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু ও ক্ষতিপূরণ দাবী করবেন না। বরং চাহিবামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে বাসেক বরাবরে ইজারাকৃত

০৩.০৮.২০২০
শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

০৩.০৮.২০২০
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

জমি/জলাশয়/বারোপিট/খাদ/পুকুর ও পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ও সমতল ভূমির দখল হস্তান্তর বাধ্য থাকবেন"। এরূপ ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ইজারা মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের ইজারা মূল্য ফেরত পাবেন;

৪.৭ পতিত জমি ও চাষাবাদযোগ্য জমি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির পূর্বের/মূল মালিক/মালিকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। তিনি বা তারা ইজারা নিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত পতিত জমি/চাষাবাদযোগ্য জমি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বাড়ী বা পার্শ্ববর্তী জমির মালিক/মালিকগণ ইচ্ছুক হলে তাদেরকে ইজারা প্রদান করা হবে;

৪.৮ সকল প্রকার বারোপিট/জলাশয়/পুকুর/খাদ ইত্যাদি ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিলাম বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে। তবে পুনর্বাসন এলাকার মধ্যে অবস্থিত বারোপিট/পুকুর/খাদ ইজারা প্রদানে পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এ ক্ষেত্রে তাকে/তাদেরকে সর্বোচ্চ দরে ইজারা নিতে হবে, অন্যথায় বাইরে সর্বোচ্চ দরদাতা ইজারা পাবেন;

৪.৯ ইজারাযোগ্য জলাশয়/বারোপিট/পুকুর/স্থাপনা ইত্যাদির সিডিউল তৈরী করে বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজী) এবং একটি বহুল প্রচারিত স্থানীয় পত্রিকায় (বাংলা) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে। কোন টেন্ডারের উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দর নির্ধারিত দরের কম হলে দ্বিতীয়বার টেন্ডার আহবান করতে হবে। দ্বিতীয়বারও নির্ধারিত দরের কম দর উদ্ধৃত করা হলে তৃতীয়বারের জন্য টেন্ডার আহবান করতে হবে। তৃতীয়বারও যদি নির্ধারিত হারের কম দর উদ্ধৃত করা হয় তবে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরের ভিত্তিতে ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

৪.১০ দরপত্র উদ্বৃত দরের ২০% অর্থ পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা জামানত বাবদ জমা দিতে হবে। জবংঢ়ড়হংরাব সর্বোচ্চ দরদাতা লীজ গ্রহণ না করলে বাসেক বরাবরে উক্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে;

৪.১১ টেন্ডার সিডিউলের মূল্য ও টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলী এতদসংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;

৪.১২ সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মকান্ডের প্রয়োজনে (যেমন-পাইপলাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন, বাঁধ, রাস্তা, নর্দমা ইত্যাদি) বাসেক-এর জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হারে বিনা টেন্ডারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অস্থায়ী ইজারা প্রদান করা যাবে;

৪.১৩ প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে নম্বরযুক্ত ইজারা প্ল্যান/স্কেচম্যাপ থাকতে হবে। প্ল্যানের/ম্যাপের উপর মৌজার নাম দাগ ও খতিয়ান নং উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট জমির অন্যকোন চিহ্নিতকরণ বিবরণীও থাকতে পারে;

৪.১৪ নিম্নে বর্ণিত কমিটির মাধ্যমে ইজারা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। (১) পরিচালক (প্রশাসন)- সভাপতি, (২) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)- সদস্য, (৩) অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)- সদস্য, (৪) উপপরিচালক (এস্টেট)- সদস্য, (৫) সংশ্লিষ্ট সাইট/ সদর দপ্তরের নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী- সদস্য, (৬) সাইট অফিসের এস্টেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- সদস্য, এবং (৭) সহকারী পরিচালক (এস্টেট)-কে সদস্য-সচিব করে কেন্দ্রীয় ইজারা প্রদান কমিটি গঠন করা হবে। পরিচালক (প্রশাসন) এর অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন; এবং

৪.১৫ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বা বর্তমানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সাথে ইতোপূর্বে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর কার্যক্রম মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

০৩.০৬.২০২০
শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

০৩.০৬.২০২০
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৫। <u>আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনপত্র দাকিল করার পদ্ধতি:</u>

৫.১ ইজারা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জমির তফসিল সহযোগে আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। আবেদনে কি উদ্দেশ্যে ইজারা নিতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে প্রজেক্ট প্রোফাইল, নকশা, লে-আউট প্ল্যান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে; এবং

৫.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যেকোন বা সকল আবেদন কোন কারণ না দর্শিয়ে বাতিল বা বিবেচনা না করার অধিকার ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং তজ্জন্য কোন আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না।

৬। <u>সামাজিক বনায়ন/বনায়ন/বৃক্ষরোপণ এর বরাদ্দযোগ্য জমির ব্যবস্থাপনা:</u>

৬.১ বাসেক-এর আওতাধীন সড়ক ও সংযোগ সড়কের পার্শ্বের জমি, এ্যামবেঙ্কমেন্ট/বার্ম (berm) অথবা পরিত্যক্ত জমিতে সামাজিক বনায়ন/বনায়ন/নার্সারী বৃক্ষরোপণের জন্য সরকারী সংস্থা/বন বিভাগ/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/এনজিও/ব্যক্তি/সংঘ/সমতি এর নিকট লাভ-অংশীদায়িত্বের ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ প্রদান করা যাবে; এবং

৬.২ সকল বড় বড় সেতু সংলগ্ন স্থানে সরকারের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নান্দনিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকারক ও ফলদ, বনজ, ওষধি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/বন বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭। <u>প্রবেশপথ হিসেবে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান পদ্ধতি:</u>

৭.১ বাসেক-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ইজারা ফি গ্রহণ সাপেক্ষে আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবাহেরর (Right of Use) নিমিত্ত বাসেক-এর জমি ইজারা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তলদেশের প্রশস্থতার (bottom width) আলোকে ইজারা ফি'র হার নির্ধারিত হবে।

৮। <u>ইজারা মূল্যহার:</u>

৮.১ ইজারার হার নিম্নরূপ হবে:

ক্র: নং	জমির শ্রেণী/অন্যান্য শ্রেণী	বার্ষিক ইজারা ফি
(১)	প্রবেশ পথ: আবাসিক (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৫০/-
(২)	প্রবেশ পথ: বাণিজ্যিক (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৫০০/-
(৩)	প্রবেশ পথ: শিল্প প্রতিষ্ঠান (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৮০০/-
(৪)	কৃষি (বালু/চর) এক ফসলী (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	২০/-
(৫)	কৃষি (বালু/চর) দুই ফসলী (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৪০/-
(৬)	কৃষি (বালু/চর) তিন ফসলী (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৬০/-
(৭)	মৎস্য চাষ: সারা বছর পানি থাকে এরূপ পাড়বিশিষ্ট পুকুর/জলাশয় (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	১৫০/-
(৮)	মৎস্য চাষ: সিজনাল (Seasonal) পানি থাকে এরূপ পাড়বিশিষ্ট পুকুর/জলাশয় (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৭৫/-
(৯)	মৎস্য চাষ: সারা বছর পানি থাকে এরূপ পাড়বিহীন বারোপিট/খাদ (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	১০০/-
(১০)	মৎস্য চাষ: সিজনাল (Seasonal) পানি থাকে এরূপ পাড়বিহীন বারোপিট/খাদ (শতাংশ প্রতি বাৎসরিক)	৫০/-

শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

০৩.০৮.২০২০
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

৮.২ উপরোক্ত (২) ও (৩) নং ক্রমিকের ক্ষেত্রে লীজ/ইজারা গ্রহীতা বার্ষিক নবায়ন ফি বাবদ ৫০/- টাকা প্রদান করবে। তবে সকল ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে;

৮.৩ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলতে সকল ধরণের দোকান, সিএনজি/ফিলিং স্টেশন এবং ছোট-খাটো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

৮.৪ শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে ছোট-বড় সকল ধরণের শিল্প যা মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত এবং যেখানে বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার্য/পরিধেয়/সেব্য/খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং

৮.৫ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় উপরে উল্লেখিত ইজারা ফি পুন:নির্ধারণ করতে পারবে।

৯। প্রয়োজনবোধে জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের স্বার্থে অত্র নির্দেশিকার যেকোন ধারা সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

=====০====

০৩.০৬.২০২০
শরীফ মোহাম্মদ রেজাউল করিম
উপপরিচালক (এস্টেট)
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১২, ২০২০

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ আষাঢ় ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২২ জুন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও নং ১৬২-আইন/২০২০।—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর সহিত পঠিতব্য, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়
সূচনা

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ।**—(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সকল সার্বক্ষণিক কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইতে প্রেষণে নিয়োজিত অথবা অস্থায়ী, চুক্তি বা খণ্ডকালীন ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে, এই প্রবিধানমালার কোনো কিছু প্রযোজ্য বলিয়া তাহাদের চাকরির শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলে, ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়,—

মূল্য : টাকা ৪৮.০০

(১) "অসদাচরণ" অর্থ চাকরির শৃঙ্খলা বা নিয়মের হানিকর, অথবা কোনো কর্মচারীর পক্ষে শোভনীয় নয় এমন আচরণ এবং নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা :—

(ক) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনসংগত আদেশ অমান্যকরণ;

(খ) কর্তব্যের চরম অবহেলা;

(গ) কোনো আইনসংগত কারণ ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষের কোনো আদেশ, পরিপত্র ও নির্দেশের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন; এবং

(ঘ) কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে অসংগত, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ-সংবলিত দরখাস্ত দাখিল;

(২) "অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল" বা "তহবিল" অর্থ প্রবিধান ৬০ এ উল্লিখিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল;

(৩) "আনুতোষিক" অর্থ প্রবিধান ৭৯ তে উল্লিখিত আনুতোষিক;

(৪) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি নিষ্পত্তির জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত কর্তৃপক্ষ;

(৫) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং, ক্ষেত্রমত, উহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো কর্মকর্তা এবং উক্ত কর্মকর্তার ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) "কর্মচারী" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের যে কোনো অস্থায়ী বা স্থায়ী কর্মচারী এবং যে কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৭) "চাঁদা" অর্থ প্রবিধান ৬৭ এর অধীন কর্মচারীগণ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(৮) "চাঁদাদাতা" অর্থ তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

(৯) "ছুটি" অর্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য বিভিন্ন ধরনের ছুটি;

(১০) "ট্রাস্টি" অর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের কোনো সদস্য;

(১১) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ প্রবিধান ৬২ এর অধীন গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড;

(১২) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(১৩) "নির্বাহী পরিচালক" অর্থ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(১৪) "নির্ভরশীল ব্যক্তি" অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিতা বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং, পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে, পিতামহ ও পিতামহী;

(১৫) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ এবং কোনো নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৬) "পদ" অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোনো পদ;

(১৭) "পরিবার" অর্থ—

(ক) পুরুষ সদস্যের ক্ষেত্রে সদস্যের স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, সন্তান ও মৃত পুত্রের সন্তান, বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো সদস্য প্রমাণ করিতে পারেন যে, তাহার স্ত্রী আইনগতভাবে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়াছেন বা স্ত্রী যে সমাজে বসবাস করেন উহার প্রচলিত প্রথাগত নিয়মে বিবাহ বিচ্ছেদ হইবার পর তিনি ভরণ-পোষণ পাইয়াছেন, তাহা হইলে সেই সময় হইতে তিনি উক্ত সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না; এবং

(খ) মহিলা সদস্যের ক্ষেত্রে সদস্যের স্বামী, সন্তান ও মৃত পুত্রের সন্তান, বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো মহিলা সদস্য ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট তাহার স্বামীকে পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য না করিবার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করিলে তিনি উক্ত সদস্যের পরিবারের সদস্য হিসাবে গণ্য হইবেন না;

(১৮) "পলায়ন" অর্থ বিনা অনুমতিতে চাকরি বা কর্তব্যস্থল ত্যাগ করা, অথবা ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় যাবত কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকা, অথবা অনুমতিসহ কর্তব্যে অনুপস্থিতির ধারাবাহিকতায় অনুমোদিত মেয়াদের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় পুনঃঅনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে অনুপস্থিত থাকা, অথবা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করা এবং ৩০ (ত্রিশ) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান করা, অথবা অনুমতিসহ দেশ ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে অনুমোদিত সময়ের পর ৬০ (ষাট) দিন বা তদূর্ধ্ব সময় বিদেশে অবস্থান;

(১৯) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ কোনো পদে নিয়োগের নিমিত্ত উক্ত পদের বিপরীতে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(২০) "ফরম" অর্থ তফসিল-১ এ উল্লিখিত কোনো ফরম;

(২১) "বৎসর" অর্থ ১ (এক) জুলাই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ (ত্রিশ) জুন তারিখ পর্যন্ত সময়কাল;

(২২) "বেতন" অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং কর্তৃপক্ষের কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত নির্ধারিত মাসিক বেতন;

(২৩) "বিজ্ঞাপন" অর্থ ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রিকা বা অন্য কোনো গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন;

(২৪) "মনোনীত ব্যক্তি" অর্থ প্রবিধান ৭০ এর উপ-প্রবিধান (১) এবং, ক্ষেত্রমত, প্রবিধান ৭৯ এর উপ-প্রবিধান (৪) এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি;

(২৫) "শিক্ষানবিশ" অর্থ কোনো স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষানবিশ হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(২৬) "সন্তান" অর্থ কোনো সদস্যের আইনানুগ সন্তান, এবং দত্তক সন্তানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৭) "সম্মানী" অর্থ মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় এইরূপ বিশেষ বা কষ্টসাধ্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ অনাবর্তক ধরনের নগদ পুরস্কার;

(২৮) "সুবিধাভোগী" অর্থ কোনো কর্মচারী বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ, যাহারা তহবিল হইতে আর্থিক সুবিধা পাইবার যোগ্য;

(২৯) "সিজিপিএ" অর্থ Cumulative Grade Point Average (CGPA); এবং

(৩০) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান" বা "স্বীকৃত ইনস্টিটিউট" বা "স্বীকৃত বোর্ড" অর্থ আপাতত বলবৎ কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ড, এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট বা বোর্ডও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিয়োগ পদ্ধতি, ইত্যাদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) তফসিল-২ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যাইবে, যথা :—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে;

(গ) প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; এবং

(ঘ) আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে।

(২) কোনো ব্যক্তিকে কোনো পদে নিয়োগ করা হইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং, সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কোনো ব্যক্তি কোনো পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন; অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডমিসাইল না হন; এবং

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া থাকেন বা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়া থাকেন।

(২) কোনো পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি—

(ক) উক্ত পদে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত চিকিৎসা পর্ষদ বা চিকিৎসা কর্মকর্তা তাহাকে স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ত বলিয়া প্রত্যয়ন না করেন;

(খ) এইরূপ নির্বাচিত ব্যক্তির পূর্বকার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সির মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত;

(গ) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরম ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোনো ব্যক্তি দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(ঘ) কোনো ব্যক্তি, সরকারি চাকরি কিংবা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিলে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৩) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সকল পদ উন্মুক্ত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে এবং বিভিন্ন সময়ে এইরূপ নিয়োগদানের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক জারীকৃত কোটা সম্পর্কিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগদান করা হইবে।

(৫) কোনো পদ পূরণের ক্ষেত্রে সরাসরি ও পদোন্নতির কোটা বিভাজনে কোনো ভগ্নাংশ আসিলে উভয় কোটার ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে পদোন্নতির কোটার সহিত যুক্ত হইবে।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট বাছাই বা নির্বাচন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোনো ব্যক্তির চাকরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় এবং নির্ধারিত মেধা অর্জন না করেন, তাহা হইলে তিনি কোনো পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বিবেচিত হইবেন না।

(৩) পদোন্নতির উদ্দেশ্যে মেধা যাচাই এর জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, টেকনিক্যাল ও গবেষণাধর্মী পদের ক্ষেত্রে বাছাই বা নির্বাচন কমিটি স্বীয় পদ্ধতিতে মেধা যাচাইপূর্বক পদোন্নতির জন্য সুপারিশ প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **শিক্ষানবিশি।**—(১) স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে কোনো পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিশি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, স্থায়ী নিয়োগের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, এইরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, শিক্ষানবিশির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ২ (দুই) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোনো শিক্ষানবিশের শিক্ষানবিশি মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবেন; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিশির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হইবার পর নিয়োগকারী, কর্তৃপক্ষ—

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিশির মেয়াদ চলাকালে কোনো শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তাহাকে চাকরিতে স্থায়ী করিবে এবং স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাকরিতে যোগদানের তারিখ হইতে চাকরিতে স্থায়ী হইবেন; এবং

(খ) যদি মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিশের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইয়াছিল, সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোনো শিক্ষানবিশকে কোনো নির্দিষ্ট পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা অথবা কর্তৃপক্ষের আদেশবলে, সময় সময়, যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

(৫) অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি শিক্ষানবিশ হিসাবে গণ্য হইবেন না, তবে অস্থায়ী পদ যে তারিখে স্থায়ী হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত ব্যক্তির চাকরি উক্ত পদে স্থায়ী হইবে।

(৬) যে সকল কর্মচারীর বয়স ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর উত্তীর্ণ হইবে, সেই সকল কর্মচারীকে তফসিল-২ এ বর্ণিত পদের শিক্ষানবিশকাল শেষ হইবার ১ (এক) বৎসরের মধ্যে চাকরি স্থায়ী হইবার ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৪) এ বর্ণিত পরীক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
চাকরির সাধারণ শর্তাবলি

৭। যোগদানের সময়।—(১) অন্য চাকরিস্থলে বদলির ক্ষেত্রে, কোনো নূতন পদে যোগদানের জন্য কোনো কর্মচারীকে নিম্নরূপ সময় প্রদান করা হইবে, যথা :—

(ক) প্রস্তুতির জন্য ৬ (ছয়) দিন; এবং

(খ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় ভ্রমণে প্রকৃতপক্ষে অতিবাহিত সময়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-প্রবিধান অনুযায়ী যোগদানের সময় গণনার উদ্দেশ্যে সাপ্তাহিক ছুটির দিন গণনা করা হইবে না।

(২) কর্তৃপক্ষ, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন প্রাপ্য যোগদানের সময় হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্যত্র বদলি অথবা চাকরিস্থল পরিবর্তন করিতে হয় এমন কোনো নূতন পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহার পুরাতন চাকরিস্থল, অথবা যে স্থানে তিনি নিয়োগের বা বদলির আদেশ পাইয়াছেন, এই দুইয়ের মধ্যে যে স্থান কর্মচারীর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়, সেই স্থান হইতে তাহার যোগদানের সময় গণনা করা হইবে।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী এক চাকরিস্থল হইতে অন্য চাকরিস্থল, বা এক পদ হইতে অন্য পদে, যোগদানের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ছুটি গ্রহণ করেন, তবে তাহার দায়িত্ব হস্তান্তর করিবার পর হইতে যে সময় অতিবাহিত হয় তাহা, মেডিকেল সার্টিফিকেট পেশ করিয়া ছুটি গ্রহণ না করিলে, ছুটির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৫) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের পূর্বের চাকরির মেয়াদকাল শুধুমাত্র পেনশন বা অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক বিষয়ক আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পূর্বের কর্মস্থলের পেনশন স্কিম, অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক স্থানান্তরিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পূর্বের চাকরিস্থল হইতে প্রাপ্ত পেনশন বা অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক এর অর্থ গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য ইহা প্রযোজ্য হইবে না এবং পূর্বের চাকরিকাল কেবল জ্যেষ্ঠতার ক্ষেত্রে গণনাযোগ্য হইবে না।

৮। বেতন ও ভাতা।—সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

৯। প্রারম্ভিক বেতন।—(১) কোনো পদে কোনো কর্মচারীকে প্রথম নিয়োগের সময়ে উক্ত পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন বেতনই হইবে তাহার প্রারম্ভিক বেতন।

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিশেষ মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ তাহাকে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) সরকার, সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, সময় সময়, যে নির্দেশাবলি জারি করিবে, তদানুসারে কর্মচারীদের বেতন সংরক্ষণ করা হইবে।

১০। **পদোন্নতির ক্ষেত্রে বেতন।**—কোনো কর্মচারীর পদোন্নতির ক্ষেত্রে যে পদে তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে সাধারণত সেই পদের জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে এবং উক্ত সর্বনিম্ন বেতন অপেক্ষা তাহার পূর্বতন পদে প্রাপ্ত স্কেলের বেতন উচ্চতর হইলে, উচ্চতর পদের জন্য প্রাপ্য বেতনক্রমে তাহার পূর্বতন পদের মূল বেতনের অব্যবহিত উপরের স্তরে তাহার বেতন নির্ধারিত হইবে।

১১। **বেতন বর্ধন।**—(১) বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা না হইলে, সাধারণত সময়মত নির্ধারিত বেতন বর্ধন মঞ্জুর করা হইবে।

(২) যদি বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা হয়, তাহা হইলে উহা যে মেয়াদ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়, স্থগিতকারী কর্তৃপক্ষ তাহা উল্লেখ করিবে।

(৩) কোনো শিক্ষানবিশ সাফল্যজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল সমাপ্ত না করিলে এবং চাকরিতে স্থায়ী না হইলে, তিনি বেতন বর্ধনের অধিকারী হইবেন না।

(৪) প্রশংসনীয় বা অসাধারণ কর্মের জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীকে একসঙ্গে অনধিক ২ (দুই) টি বিশেষ বেতন বর্ধন মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

১২। **জ্যেষ্ঠতা।**—(১) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো পদে কোনো কর্মচারীর জ্যেষ্ঠতা সেই পদে তাহার যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(২) একই সময় একাধিক কর্মচারী নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মেধা তালিকা অনুসারে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি যে সুপারিশ করিবে সেই সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করিবে।

(৩) একই বৎসরে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ জ্যেষ্ঠ হইবেন।

(৪) যে ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একই সময়ে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে, সেই ক্ষেত্রে যে পদ হইতে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে সেই পদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে তাহাদের পারস্পরিক জ্যেষ্ঠতা স্থির করা হইবে।

(৫) পদের সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর উচ্চশিক্ষা বা প্রশিক্ষণে থাকাকালীন কোনো কর্মচারীর পদোন্নতির সময় হইলে তিনি ফিরিয়া আসিবার পর মেধা যাচাইপূর্বক তাহাকে পদোন্নতি প্রদান করা হইবে এবং এই ক্ষেত্রে পরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইলেও তাহার জ্যেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন থাকিবে।

(৬) বিভিন্ন পদের সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রেডের প্রারম্ভিক পদে নিয়মিত যোগদানের তারিখের ভিত্তিতে সমন্বিত জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(৭) কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং, সময় সময়, তাহাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবে।

১৩। **পদোন্নতি।**—(১) তফসিল-২ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো কর্মচারীকে পরবর্তী উচ্চতর পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

(২) কেবল জ্যেষ্ঠতার কারণে কোনো ব্যক্তি অধিকার হিসাবে তাহার পদোন্নতি দাবি করিতে পারিবেন না।

(৩) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর গ্রেড ৫ (টাকা ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/-) ও তদূর্ধ্ব বেতক্রমের পদসমূহের পদোন্নতি মেধা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারীকে, তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং চাকরিকালে উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কারণে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র হিসাবে, পালা অতিক্রমে করত পদোন্নতি প্রদান করা যাইতে পারে।

১৪। **প্রেষণ ও পূর্বস্বত্ব।**—(১) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, উহার কোনো কর্মচারীর পারদর্শিতা এবং তৎকর্তৃক গৃহীত বিশেষ প্রশিক্ষণ অন্য কোনো সংস্থা, অতঃপর হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা বলিয়া উল্লিখিত, এর জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ এবং হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার মধ্যে পারস্পরিকভাবে সম্মত মেয়াদ ও শর্তে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার অনুরূপ বা সদৃশ পদে কর্মরত থাকিবার জন্য কোনো কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করা যাইতে পারে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থায় কর্মরত থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোনো পাবলিক সংস্থা কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারীর চাকরির আবশ্যকতা রহিয়াছে বলিয়া বোধ করিলে কর্তপক্ষের নিকট অনুরূপ আবশ্যকতার কারণ বর্ণনা করিয়া অনুরোধ জানাইবে এবং অনুরোধ প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর সম্মতি লইয়া হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃক উল্লিখিত শর্তাবলির ভিত্তিতে তাহার প্রেষণের শর্তাবলি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর বিধান সত্ত্বেও, প্রেষণের শর্তাবলিতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা :

(ক) প্রেষণের সময়কাল, ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া, ৩(তিন) বৎসরের অধিক হইবে না;

(খ) কর্তৃপক্ষের চাকরিতে উক্ত কর্মচারীর পূর্বস্বত্ব থাকিবে এবং প্রেষণের সময়কাল শেষ হইবার পর অথবা তৎপূর্বেই ইহার অবসান ঘটিলে তিনি কর্তৃপক্ষের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন; এবং

(গ) হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্মচারীর ভবিষ্য তহবিল ও পেনশন তহবিল, যদি থাকে, তবে উহাতে অর্থ পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করিবে।

(৪) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে, তিনি কর্তৃপক্ষের চাকরিতে পদোন্নতির জন্য বিবেচনাযোগ্য হইলে তাহার পদোন্নতির বিষয় অন্যান্যদের সহিত একত্রে বিবেচনা করা হইবে এবং পদোন্নতি কার্যকর করিবার জন্য তাহাকে কর্তৃপক্ষের চাকরিতে প্রত্যাবর্তন করাইতে হইবে।

(৫) কোনো কর্মচারী প্রেষণে থাকাকালে তাহার পদোন্নতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ তাহাকে ফেরত চাহিলে, তিনি যদি যথাসময়ে ফেরত না আসেন, তবে পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা তাহার প্রকৃত যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

(৬) যদি কোনো কর্মচারীতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থার স্বার্থে প্রেষণে থাকিবার অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহা হইলে কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়া next below rule অনুযায়ী পদোন্নতি প্রদত্ত পদে তাহার জ্যেষ্ঠতা রক্ষা করা হইবে।

(৭) শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থার বিষয়ে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা প্রেষণে কর্মরত কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সূচনা করিবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম গ্রহণ সূচনা করা হইবে, তাহা হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে উহা অবহিত করিবে।

(৮) প্রেষণে কর্মরত কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে সূচিত শৃঙ্খলামূলক কার্যধারায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হাওলাত গ্রহণকারী সংস্থা যদি এইরূপ মত পোষণ করে যে, তাহার উপর কোনো দণ্ড আরোপ করা আবশ্যক, তাহা হইলে উক্ত সংস্থা উহার রেকর্ডসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে এবং অতঃপর কর্তৃপক্ষ যেরূপ প্রয়োজন বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
ছুটি, ইত্যাদি

১৫। বিভিন্ন প্রকারের ছুটি।—(১) কোনো কর্মচারী নিম্নবর্ণিত যে কোনো ধরনের ছুটি প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি;

(খ) অর্ধ গড় বেতনে ছুটি;

(গ) প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি;

(ঘ) অসাধারণ ছুটি;

(ঙ) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি;

(চ) সঙ্গরোধ ছুটি;

(ছ) প্রসূতি ছুটি;

(জ) অবসর উত্তর ছুটি;

(ঝ) অধ্যয়ন ছুটি; এবং

(ঞ) নৈমিত্তিক ছুটি।

(২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি ব্যতীত অন্যবিধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং ইহা সাপ্তাহিক ছুটি বা সরকারি ছুটির দিনের সহিত সংযুক্ত করিয়াও প্রদান করা যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন লইয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি ও অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৬। পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১১ হারে পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি অর্জন করিবেন এবং পূর্ণ গড় বেতনে প্রাপ্য এককালীন ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইবে না।

(২) অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪ (চার) মাসের অধিক হইলে, তাহা ছুটির হিসাবের অন্য খাতে জমা দেখানো হইবে, উহা হইতে ডাক্তারি সার্টিফিকেট উপস্থাপন সাপেক্ষে অথবা বাংলাদেশের বাহিরে ধর্মীয় সফর, অধ্যয়ন বা অবকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য পূর্ণ গড় বেতনের ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

১৭। **অর্ধ গড় বেতনে ছুটি।**—(১) প্রত্যেক কর্মচারী তৎকর্তৃক দায়িত্ব পালনে অতিবাহিত কার্যদিবসের ১/১২ হারে অর্ধ গড় বেতনের ছুটি অর্জন করিবেন এবং এইরূপ ছুটি জমা হইবার কোনো সীমা থাকিবে না।

(২) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে, অর্ধ গড় বেতনে ২ (দুই) দিনের ছুটির পরিবর্তে, ১ (এক) দিনের পূর্ণ গড় বেতনে ছুটির হারে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনের ছুটিতে রূপান্তর করা যাইতে পারে।

১৮। **প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি।**—(১) ডাক্তারি সার্টিফিকেট দ্বারা সমর্থিত হইলে, কোনো কর্মচারীকে তাহার সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত এবং অন্য কোনো কারণে হইলে, ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত অর্ধ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যখন কোনো কর্মচারী তাহার ছুটি পাওনা হইবার পূর্বেই প্রাপ্যতাবিহীন ছুটি ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বেই যে ছুটি ভোগ করিয়াছেন সেই ছুটি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত নূতনভাবে অর্ধ গড় বেতনে কোনো ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৯। **অসাধারণ ছুটি।**—(১) যখন কোনো কর্মচারীর অন্য কোনো ছুটি পাওনা না থাকে বা অন্য প্রকার কোনো ছুটি পাওনা থাকে অথচ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী লিখিতভাবে অসাধারণ ছুটির জন্য আবেদন করেন, তখন তাহাকে অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) অসাধারণ ছুটির মেয়াদ একবারে ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না, তবে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা যাইতে পারে, যথা :—

(ক) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী এই শর্তে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অনুমতিপ্রাপ্ত হন যে, উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর ৫ (পাঁচ) বৎসরের জন্য তিনি কর্তৃপক্ষে চাকরি করিবেন; অথবা

(খ) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী চিকিৎসাধীন থাকেন; অথবা

(গ) যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কর্মচারী তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে কর্তব্যে যোগদান করিতে অসমর্থ।

(৩) ছুটি মঞ্জুর করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষ কোনো কর্মচারীর বিনা ছুটিতে অনুপস্থিতির সময়কে ভূতাপেক্ষ কার্যকারিতাসহ অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবে।

(৪) অসাধারণ ছুটিকাল বিনা বেতনে ছুটি হিসেবে গণ্য হইবে।

২০। **বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি।**—(১) কোনো কর্মচারী তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অক্ষম হইলে, কর্তৃপক্ষ তাহাকে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(২) যে অক্ষমতার কারণে অক্ষমতাজনিত ছুটি যাচনা করা হইবে, সেই অক্ষমতা ৩ (তিন) মাসের মধ্যে প্রকাশ না পাইলে এবং যে ব্যক্তি অক্ষম হন, সেই ব্যক্তি অনুরূপ অক্ষমতার কারণে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করিলে, বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৩) যে মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি প্রয়োজন বলিয়া চিকিৎসা পরিষদ প্রত্যয়ন করিবে সেই মেয়াদের জন্য বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা হইবে এবং চিকিৎসা পরিষদের প্রত্যয়ন ব্যতিরেকে তাহা বর্ধিত করা হইবে না এবং উক্ত ছুটি কোনোক্রমেই ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না।

(৪) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি অন্য যে কোনো ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে।

(৫) যদি একই ধরনের অবস্থায় পরবর্তীকালে কোনো সময় অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বা উহার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহা হইলে একাধিকবার বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে, তবে অনুরূপ ছুটির পরিমাণ ২৪ (চব্বিশ) মাসের অধিক হইবে না এবং তাহা যে কোনো একটি অক্ষমতার কারণে মঞ্জুর করা যাইবে।

(৬) কেবল আনুতোষিকের এবং যে ক্ষেত্রে অবসরভাতা প্রাপ্য হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে অবসরভাতার বিষয়ে চাকরি হিসাব করিবার সময়ে বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটি কর্তব্য পালনের সময় হিসাবে গণনা করা হইবে এবং ইহা ছুটির হিসাব হইতে বিয়োজন করা হইবে না।

(৭) বিশেষ অক্ষমতাজনিত ছুটিকালীন বেতন হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) উপ-প্রবিধান (৫) এর অধীন মঞ্জুরকৃত ছুটির মেয়াদসহ যে কোনো মেয়াদের ছুটির প্রথম ৪ (চার) মাসের জন্য পূর্ণ গড় বেতন; এবং

(খ) এইরূপ কোনো ছুটির অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য অর্ধ গড় বেতন।

(৮) এই প্রবিধানের অন্যান্য বিধানসমূহের প্রযোজ্যতা এমন কর্মচারীর ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে যিনি তাহার যথাযথ কর্তব্য পালনকালে বা উহা পালনের পরিণতিতে অথবা তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার কারণে, দুর্ঘটনাবশত আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যিনি নির্দিষ্ট কোনো কর্তব্য পালনকালে তাহার পদের স্বাভাবিক ঝুঁকি বহির্ভূত অসুস্থতা বা জখম বাড়াইয়া তুলিবার সম্ভাবনা থাকে এইরূপ অসুস্থতার দরুণ অক্ষম হইয়াছেন।

২১। সঙ্গরোধ ছুটি।—(১) কোনো কর্মচারীর পরিবারে বা গৃহে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত আদেশ দ্বারা নির্ধারণকৃত সংক্রামক ব্যাধি থাকিবার কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে অফিসে উপস্থিত না হইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়, তবে যে সময়ের জন্য উক্তরূপ নির্দেশ কার্যকর থাকিবে, সেই সময়কাল হইবে সঙ্গরোধ ছুটি।

(২) অফিস প্রধান কোনো চিকিৎসা কর্মকর্তার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে, অনূর্ধ্ব ২১ (একুশ) দিন, অথবা অস্বাভাবিক অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য সঙ্গরোধ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) সঙ্গরোধের জন্য উপ-প্রবিধান (২) এ উল্লিখিত মেয়াদের অতিরিক্ত ছুটি প্রয়োজন হইলে উহা সাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী প্রাপ্য সর্বাধিক ছুটি সাপেক্ষে, প্রয়োজন হইলে অন্যবিধ ছুটির সহিত সঙ্গরোধ ছুটিও মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৫) সঙ্গরোধ ছুটিতে থাকাকালে কোনো কর্মচারীকে তাহার দায়িত্ব পালনে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

২২। **প্রসূতি ছুটি**।—(১) কোনো কর্মচারীকে পূর্ণ গড় বেতনে সর্বাধিক ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং উহা তাহার পাওনা ছুটির হিসাব হইতে কর্তন করা যাইবে না।

(২) প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরির অনুরোধ কোনো নিবন্ধিত চিকিৎসক কর্তৃক সমর্থিত হইলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিবেচনা মতে কর্মচারীর প্রাপ্য অন্য যে কোনো ছুটির সহিত একত্রে বা সম্প্রসারিত করিয়া মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(৩) কর্তৃপক্ষে চাকরিরত কোনো কর্মচারীকে জীবনে ২ (দুই) বারের অধিক প্রসূতি ছুটি মঞ্জুর করা যাইবে না।

২৩। **অবসর উত্তর ছুটি**।—(১) কোনো কর্মচারী অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি পাইবেন, কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ৬১ (একষট্টি) বৎসর এবং অন্যান্য কর্মচারীদে ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) বৎসরের বয়স-সীমা অতিক্রমের পর উহা সম্প্রাসারণ করা যাইবে না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের কমপক্ষে ১ (এক) মাস পূর্বে অবসর উত্তর ছুটির জন্য আবেদন না করিলে তাহার পাওনা ছুটি অবসর গ্রহণের তারিখের পর তামাদি হইয়া যাইবে।

(৩) কোনো কর্মচারী তাহার অবসর গ্রহণের তারিখের পরবর্তী দিনে অবসর উত্তর ছুটিতে যাইবেন।

২৪। **অধ্যয়ন ছুটি**।—(১) কর্তৃপক্ষের চাকরির জন্য সহায়ক এইরূপ বৈজ্ঞানিক, কারিগরি বা অনুরূপ বিষয়াদি অধ্যয়ন অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোনো কর্মচারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অর্ধ গড় বেতনে অনধিক ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত অধ্যয়নের জন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন, যাহা তাহার ছুটির হিসাব হইতে কর্তন করা হইবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা হয় এবং তিনি পরবর্তীকালে দেখিতে পান যে, মঞ্জুরিকৃত ছুটির মেয়াদ তাহার শিক্ষা কোর্স ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে সময়ের স্বল্পতা পূরণকল্পে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তাহাকে অনধিক ১ (এক) বৎসরের জন্য উক্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) পূর্ণ গড় বেতনের বা অর্ধ গড় বেতনের ছুটি বা অসাধারণ ছুটির সহিত একত্রে অধ্যয়ন ছুটি মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে এইরূপ মঞ্জুরিকৃত ছুটি কোনোক্রমেই একত্রে মোট ২ (দুই) বৎসরের অধিক হইবে না।

২৫। **নৈমিত্তিক ছুটি**।—(১) সরকার , সময় সময়, উহার কর্মচারীদের জন্য প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে মোট যতদিন নৈমিত্তিক ছুটি নির্ধারণ করিবে কর্মচারীগণ মোট ততদিন নৈমিত্তিক ছুটি পাইবেন।

(২) সরকারি কর্মচারীদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটি সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-বিধান কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **ছুটির পদ্ধতি**।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীর ছুটির হিসাব কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে।

(২) ছুটির জন্য সকল আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হইতে হইবে।

(৩) আবেদনকারী কর্মচারী যে কর্মকর্তার অধীন কর্মরত থাকিবেন তাহার সুপারিশক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(৪) বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনো কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তাহার অধীন কর্মরত কোনো কর্মচারীর ছুটি পাওনা রহিয়াছে, তবে তিনি আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি আদেশ সাপেক্ষে তাহাকে অনূর্ধ্ব ১৫ (পনেরো) দিনের জন্য ছুটিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

২৭। **ছুটিকালীন বেতন**।—(১) কোনো কর্মচারী পূর্ণ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের সমান হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) কোনো কর্মচারী অর্ধ গড় বেতনে ছুটিতে থাকাকালে, উক্ত ছুটি আরম্ভের পূর্বে তিনি সর্বশেষ যে মূল বেতন পাইয়াছেন সেই বেতনের অর্ধ-হারে ছুটিকালীন বেতন পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৩) ছুটি যে দেশেই ভোগ করা হউক, ছুটিকালীন বেতন বাংলাদেশি টাকায় বাংলাদেশে প্রদেয় হইবে।

২৮। **ছুটি হইতে প্রত্যাবর্তন**।—ছুটি ভোগরত কোনো কর্মচারীকে ছুটির মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে দায়িত্ব পালনের জন্য তলব করা যাইবে এবং তাহাকে অনুরূপভাবে তলব করা হইলে, তিনি যে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশিত হইবেন, উহার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইবার তারিখ হইতে কর্মরত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য উক্ত কর্মচারী ভ্রমণ ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
ভাতা, ইত্যাদি

২৯। **ভ্রমণ ভাতা, ইত্যাদি**।—কোনো কর্মচারী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তাহার দায়িত্ব পালনার্থে ভ্রমণকালে বা বদলি উপলক্ষ্যে ভ্রমণকালে, সরকার কর্তৃক উহার কর্মচারীদের জন্য, সময় সময়, নির্ধারিত হার ও শর্ত অনুযায়ী ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন।

৩০। **সম্মানী, ইত্যাদি**।—(১) কর্তৃপক্ষ উহার কোনো কর্মচারীকে, সাময়িক প্রকৃতির কোনো কর্ম সম্পাদনের জন্য অথবা বিশেষ মেধার প্রয়োজন হয় এমন নব-প্রবর্তনমূলক বা গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কর্ম সম্পাদনের জন্য সম্মানি হিসাবে অর্থ বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার প্রদানের যৌক্তিকতা থাকিলে উক্ত সম্মানি বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন কোনো সম্মানি বা নগদ অর্থ বা পুরস্কার মঞ্জুর করা হইবে না, যদি এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক তাহা সুপারিশ করা না হয়।

৩১। **দায়িত্ব ভাতা।**—কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে কর্মপক্ষে ২১ (একুশ) দিনের জন্য তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে সমপদের অথবা উচ্চতর কোনো পদের দায়িত্ব পালন করিলে, তাহাকে মূল বেতনের শতকরা ১০ (দশ) ভাগ হারে দায়িত্ব ভাতা প্রদান করা হইবে এবং উক্ত দায়িত্ব ২ (দুই) মাসের অধিক হইলে বাছাই বা নির্বাচন কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৩২। **উৎসব ভাতা ও বোনাস।**—সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, সময় সময়, জারীকৃত সরকারি আদেশ মোতাবেক কর্মচারীগণকে উৎসব ভাতা ও বোনাস প্রদান করা হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
চাকরির বৃত্তান্ত

৩৩। **চাকরির বৃত্তান্ত।**—(১) পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য চাকরির বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবে এবং উহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট চাকরি বহিতে সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) কোনো কর্মচারী কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরে একবার তাহার চাকরি বহি দেখিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোনো ভুল বা বিলুপ্তি দেখিতে পান, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিষয়টি লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন।

৩৪। **বার্ষিক অনুবেদন।**—(১) কর্তৃপক্ষ কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক অনুবেদন প্রণয়ন পদ্ধতি প্রস্তুত করিবে এবং উক্ত অনুবেদন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন নামে অভিহিত হইবে এবং কোনো কর্মচারীর বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন প্রয়োজন হইলে তাহাও কর্তৃপক্ষ চাহিতে পারিবে।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু উহাতে কোনো বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের কিংবা সংশোধনের সুযোগ প্রদানের জন্য তাহাকে তৎসম্পর্কে অবহিত করা হইবে, এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক হইলে কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য বিমোচন করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা

৩৫। আচরণ ও শৃঙ্খলা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারী—

(ক) এই প্রবিধানমালা মানিয়া চলিবেন;

(খ) যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এখতিয়ার, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে আপাতত কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহার বা তাহাদের দ্বারা, সময় সময়, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন এবং মানিয়া চলিবেন; এবং

(গ) সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কর্তৃপক্ষের চাকরি করিবেন।

(২) কোনো কর্মচারী—

(ক) কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোনো উপায়ে উহার সহায়তা করিবেন না এবং কর্তৃপক্ষের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(খ) তাহার অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(গ) কর্তৃপক্ষের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোনো দান গ্রহণ করিবেন না;

(ঘ) কোনো বীমা কোম্পানির এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(ঙ) কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে কোনো ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না;

(চ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বাহিরের কোনো বৈতনিক বা অবৈতনিক চাকরি গ্রহণ করিবেন না; এবং

(ছ) সরকার বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ব্যতীত অন্য কোনো খণ্ডকালীন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষের নিকট বা উহার কোনো সদস্যের নিকট কোনো ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না এবং কোনো নিবেদন থাকিলে, উহা কর্মচারীর অব্যবহিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারী তাহার চাকরি সম্পর্কিত কোনো দাবির সমর্থনে কর্তৃপক্ষ বা উহার কোনো কর্মচারীর উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোনো প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) কোনো কর্মচারী তাহার কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য সরাসরি কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) কোনো কর্মচারী কর্তৃপক্ষের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোনো গণমাধ্যমের সহিত কোনো যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক কর্মচারী অভ্যাসগতভাবে ঋণগ্রস্ততা পরিহার করিবেন।

(৮) এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, কোনো কর্মচারী উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে, নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধু ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে এমন কোনো উপহার গ্রহণ করিতে বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্যকে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তিকে গ্রহণের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না, যাহা গ্রহণ কর্তব্য পালনে উপহার দাতার নিকট তাহাকে যে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ করে, তবে যদি অনুচিত মনোকষ্ট প্রদান ব্যতিরেকে উপহারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা যায়, তাহা হইলে উপহার গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তির সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথা অনুযায়ী যে সকল বিবাহ অনুষ্ঠান, বার্ষিকী, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপহার গ্রহণের রীতি প্রচলিত, সেই সকল অনুষ্ঠানে দাপ্তরিক লেনদেনের সহিত সম্পৃক্ত নয়, এমন নিকট আত্মীয় বা ব্যক্তিগত বন্ধুর নিকট হইতে মাঝে মধ্যে উপহার গ্রহণ করা যাইবে এবং এই ক্ষেত্রে উপহারের মূল্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার অধিক হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৯) কোনো কর্মচারী তাহার এখতিয়ারাধীন এলাকার কোনো ব্যক্তি বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো সংস্থার ঘন ঘন অমিতব্যয়ী দাওয়াত বা ঘন ঘন দাওয়াত পরিহার করিবেন।

৩৬। যৌতুক প্রদান ও গ্রহণ।—কোনো কর্মচারী—

(ক) যৌতুক প্রদান করিতে বা গ্রহণ করিতে বা যৌতুক প্রদানে বা গ্রহণে প্ররোচিত করিতে পারিবেন না; অথবা

(খ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কন্যা বা বরের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করিতে পারিবেন না।

৩৭। মূল্যবান সামগ্রী ও স্থাবর সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর।—(১) প্রকৃত ব্যবসায়ীর সহিত সরল বিশ্বাসে লেনদেনের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, একজন কর্মচারী তাহার কর্মস্থল, জেলা বা যে স্থানীয় এলাকার জন্য তিনি নিয়োজিত, সেই এলাকায় বসবাসকারী, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যরত কোনো ব্যক্তির নিকট ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা অন্য কোনো পন্থায় হস্তান্তর করিতে চাহিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, নিজেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইলে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিপ্রায় জানাইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহার অধস্তন কর্মচারীর সহিত সকল প্রকার লেনদেনের ক্ষেত্রে পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত অভিপ্রায়ের বক্তব্যে লেনদেনের কারণ ও স্থিরকৃত মূল্যসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে হস্তান্তর করা হইলে, উক্ত হস্তান্তরের পদ্ধতি উল্লেখসহ লেনদেনের সম্পূর্ণ বিবরণ থাকিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত আদেশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কাজ করিবেন।

(৪) এ প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো কর্মচারী বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত—

(ক) ক্রয়, বিক্রয়, দান, উইল বা অন্যভাবে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো স্থাবর সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না; এবং

(খ) কোনো বিদেশি, বিদেশি সরকার বা বিদেশি সংস্থার সহিত কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৩৮। ইমারত, অ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট ইত্যাদি নির্মাণ অথবা ক্রয়।—কোনো কর্মচারী নির্মাণ বা ক্রয়ের প্রয়োজনীয় অর্থের উৎসের উল্লেখপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ব্যবসায়িক বা আবাসিক উদ্দেশ্যে নিজে বা কোনো ডেভলপার দ্বারা কোনো ইমারত, এপার্টমেন্ট বা ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৯। সম্পত্তির ঘোষণা।—(১) প্রত্যেক কর্মচারীকে চাকরিতে প্রবেশের সময়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, তাহার অথবা তাহার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন বা দখলে থাকা শেয়ার, সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি, বিমা পলিসি এবং মোট ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা ততোধিক মূল্যের অলংকারাদিসহ সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের নিকট ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত ঘোষণায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) যে জেলায় সম্পত্তি অবস্থিত উক্ত জেলার নাম;

(খ) ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার অধিক মূল্যের প্রত্যেক প্রকারের অলংকারাদি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) সরকারের সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে আরও যেসকল তথ্য যাচনা করা হয়।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর ডিসেম্বর মাসে উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন, প্রযোজ্যক্ষেত্রে, প্রদত্ত ঘোষণায় অথবা বিগত ৫ (পাঁচ) বৎসরের হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত সম্পত্তির হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব বিবরণী যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

৪০। রাজনীতি এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ।— (১) কোনো কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গ-সংগঠনের সদস্য হইতে অথবা অন্য কোনোভাবে উহার সহিত যুক্ত হইতে পারিবেন না, অথবা বাংলাদেশে বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিতে বা কোনো প্রকারেই সহায়তা করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো কর্মচারী তাহার তত্ত্বাবধানের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোনো আইনে সরকারের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ বলিয়া গণ্য হয়, এইরূপ কোনো আন্দোলনে বা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিতে বা যে কোনো উপায়ে সহযোগিতা করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো কর্মচারী বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অথবা কোনো স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে বা নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে অথবা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করিতে বা প্রভাব খাটাইতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোনো কর্মচারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে কোনো বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন অথবা অন্য কোনো প্রকারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজেকে প্রার্থী হিসাবে বা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে জনসম্মুখে কোনো ঘোষণা প্রদান করিয়া থাকেন বা ঘোষণা করিবার অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপ-প্রবিধান (৩) এর মর্ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) স্থানীয় সংস্থা বা পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য একজন কর্মচারীর ক্ষেত্রে কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন বা সরকারের কোনো আদেশে অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, উক্ত সংস্থা বা পরিষদসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত বিধানসমূহ যতটুকু প্রয়োগযোগ্য ততটুকু প্রযোজ্য হইবে।

(৬) কোনো আন্দোলন বা কর্মকাণ্ড এই প্রবিধানের আওতাধীন হয় কিনা, তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১। নারী সহকর্মীদের প্রতি আচরণ।—কোনো কর্মচারী নারী সহকর্মীদের প্রতি এমন কোনো ভাষা ব্যবহার বা আচরণ করিতে পারিবেন না, যাহা অনুচিত, এবং অফিসিয়াল শিষ্টাচার ও নারী সহকর্মীদের মর্যাদার হানি ঘটায়।

৪২। স্বার্থের দ্বন্দ্ব।—যখন কোনো কর্মচারী নিজ দায়িত্ব পালনকালে দেখিতে পান যে—

(ক) কোনো কোম্পানি বা ফার্ম বা অন্য কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো চুক্তি সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয়ের স্বার্থ রহিয়াছে এমন কোনো বিষয় তাহার বিবেচনাধীন আছে; এবং

(খ) উক্তরূপ কোম্পানি, ফার্ম বা ব্যক্তির অধীন তাহার পরিবারের কোনো সদস্য বা কোনো নিকটাত্মীয় কর্মরত আছেন,—

তাহা হইলে উক্ত বিষয়টি তিনি নিজে বিবেচনা না করিয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৪৩। সরকারি সিদ্ধান্ত, আদেশ, ইত্যাদি।—কোনো কর্মচারী সরকারের বা কর্তৃপক্ষের কোনো সিদ্ধান্ত বা আদেশ পালনে জনসম্মুখে আপত্তি উত্থাপন করিতে বা যে কোনো প্রকারে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না, অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে তাহা করিবার জন্য উত্তেজিত বা প্ররোচিত করিতে পারিবেন না।

৪৪। বিদেশি মিশন ও সাহায্য সংস্থার নিকট তদ্বির।—কোনো কর্মচারী নিজের জন্য বিদেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ সংগ্রহ অথবা বিদেশে প্রশিক্ষণের সুবিধা লাভের জন্য দেশে অবস্থিত কোনো বিদেশি মিশন বা সাহায্য সংস্থার নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো তদবির করিতে পারিবেন না।

৪৫। কোনো অনুরোধ বা প্রস্তাব নিয়া কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য, ইত্যাদির দ্বারস্থ হওয়া।—কর্তৃপক্ষের কোনো কর্মচারী কোনো বিষয়ে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কোনো অনুরোধ বা প্রস্তাব লইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোনো বেসরকারি ব্যক্তির দ্বারস্থ হইতে পারিবেন না।

৪৬। নাগরিকত্ব, ইত্যাদি।—(১) কোনো কর্মচারী সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, কোনো বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোনো কর্মচারীর স্বামী বা স্ত্রী বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তাহা সরকারকে অবহিত করিবেন।

৪৭। আচরণ সংক্রান্ত বিধানের প্রযোজ্যতা।—যেক্ষেত্রে আচরণ সংক্রান্ত কোনো বিধান এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪৮। দণ্ডের ভিত্তি।—কর্তৃপক্ষের মতে যদি কোনো কর্মচারী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; বা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন; বা

(গ) পলায়নের জন্য দোষী হন; বা

(ঘ) অদক্ষ হন, অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন; বা

(ঙ) নিম্নবর্ণিত কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :—

(অ) তিনি বা তাহার কোনো পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি, তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ এইরূপ অর্থসম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন এবং কর্তৃপক্ষকে যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন; এবং

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা না করিয়া জীবন-যাপন করেন; বা

(চ) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; বা

(ছ) কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত হন, বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং তাহাকে চাকুরিতে রাখা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি ক্ষতিকর বলিয়া বিবেচিত হয়,—

তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ উক্ত কর্মচারীর উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৪৯। দণ্ডসমূহ।—(১) এই প্রবিধানের অধীনে নিম্নোক্ত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) লঘু দণ্ড—

(অ) তিরস্কার;

(আ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি বা বেতন-বর্ধন স্থগিত রাখা;

(ই) ৭ (সাত) দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা কর্তন;

(ঈ) বেতনস্কেল নিম্নস্তরে অবনমিতকরণ;

(খ) গুরু দণ্ড—

(অ) নিম্নপদে বা নিম্ন বেতনস্কেলে অবনমিতকরণ;

(আ) কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষতির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ তাহার বেতন বা অন্য কোনো খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) বাধ্যতামূলক অবসর;

(ঈ) চাকুরি হইতে অপসারণ; এবং

(উ) চাকুরি হইতে বরখাস্ত।

(২) কোনো কর্মচারী চাকুরি হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে; বরং চাকুরি হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষে চাকুরি প্রাপ্তির অযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন।

৫০। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) প্রবিধান ৪৮ এর দফা (ছ) অনুসারে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে তাহার প্রাপ্য ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার বিষয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবে; এবং

(গ) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেইক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-প্রবিধান ১ এর দফা (গ) এর অধীন তদন্ত কমিটি গঠনের প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, অভিযুক্ত কর্মচারীর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এমন ৩ (তিন) জন কর্মচারীর সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে।

৫১। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোনো দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত প্রদানের জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি থাকে, বিবেচনা করিবে, এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাহাকে লঘু দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন ১ (এক) জন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় তদন্তপূর্বক তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) তদন্তকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইবার পর কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রবিধান ৪৮ এর দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করে যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানি গ্রহণ করতঃ দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে, শুনানি ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (খ) ও উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরু দণ্ড আরোপ করিতে হইবে।

৫২। গুরু দন্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের কার্যপ্রণালী।—(১) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরু দন্ড আরোপ করা প্রয়োজন হইবে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবে এবং প্রস্তাবিত দন্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবে, এবং যেসকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময়ে অন্য যেসকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাহাও কর্মচারীকে অবহিত করিবে; এবং

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন এবং প্রস্তাবিত দন্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইতে বলিবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি পেশ করিবার জন্য ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করিবেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত জবাব বিবেচনা করিবে এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবে এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিষ্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘু দন্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া যে কোনো লঘু দন্ড প্রদান করিতে পারিবে অথবা লঘু দন্ড আরোপের উদ্দেশ্যে প্রবিধান ৫১ এর অধীন একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া উক্ত প্রবিধানে বর্ণিত কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে পারিবে; এবং

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরু দন্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা অথবা একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হইবার তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা ৩ (তিন) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত বোর্ড তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবে এবং প্রবিধান ৫৩ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবে এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবে এবং উক্ত অভিযোগের উপর তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবে।

(৬) কর্তৃপক্ষ যদি উপ-প্রবিধান (৫) মোতাবেক গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে প্রস্তাবিত দন্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (৬) এ বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে কোনো কারণ দর্শাইলে তাহা বিবেচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উহা অবহিত করিবে।

(৮) এই প্রবিধানের অধীন তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে কোনো তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত বোর্ড নিযুক্ত করা হয় সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত মতামতের সপক্ষে যথাযথ যুক্তি ও কারণ থাকিতে হইবে।

(৯) তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৫৩। **তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী।**—(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানি মুলতবি রাখিবেন না।

(২) এই প্রবিধানের অধীন পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যেসকল অভিযোগ অস্বীকার করেন সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যের শুনানিও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং অভিযোগের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিবার এবং ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য সাক্ষীগণকে তলব করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে উক্ত বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তিও অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার সমর্থনকারী সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নথির টোকার অংশ কোনো প্রকারেই অবলোকন করিতে দেওয়া হইবে না;

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হইবে, তিনি উহা লিখিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি উহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষীকে বা কোনো নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।

(৪) কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা বাধা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায়বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে উক্ত তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ তাহার কার্যালয়ের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন, অতঃপর কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, প্রবিধান ৪৮ এর দফা (খ) মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো সুপারিশ করিবেন না।

(৯) কর্তৃপক্ষ কোনো বিষয় উপযুক্ত বলিয়া মনে করিলে, এই প্রবিধানমালার অধীনে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবার পরিবর্তে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করিতে পারিবে এবং যে যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো তদন্ত বোর্ড নিয়োগ করা হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে তদন্ত বোর্ড উল্লেখ রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(১০) উপ-প্রবিধান (৯) এর অধীন নিযুক্ত তদন্ত বোর্ডের কোনো একজন সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে উহার কোনো কার্যক্রম বা সিদ্ধান্ত বাতিল প্রতিপন্ন হইবে না, কিংবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৫৪। **সাময়িক বরখাস্ত।**—(১) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের দায়ে প্রবিধান ৪৯ এর অধীন গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ অধিকতর সমীচীন মনে করিলে এইরূপ কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার পরিবর্তে লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে, তাহার ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, তাহাকে ছুটিতে যাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারীর প্রতি আরোপিত চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড কোনো আদালত বা প্রশাসনিক ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর, মূলত যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড প্রদান করা হইয়াছিল সেই বিষয়ে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্ত কার্য পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দন্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তী আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোনো কর্মচারী সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি বিধি ও আদেশানুযায়ী খোরাকি ভাতা পাইবেন।

(৪) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কারাগারে সোপর্দ ("কারাগারে সোপর্দ" অর্থে "হেফাজতে" রক্ষিত ব্যক্তিগণও অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন) কর্মচারীকে গ্রেফতারের তারিখ হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে এই প্রবিধানমালার অধীন সূচিত কার্যধারা পরিসমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যথারীতি খোরাকি ভাতা পাইবেন।

৫৫। **পুনর্বহাল।**—(১) যদি প্রবিধান ৫০ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) মোতাবেক ছুটিতে প্রেরিত কোনো কর্মচারীকে বরখাস্ত, অপসারণ বা পদাবনত করা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হইবে, অথবা, ক্ষেত্রমত, তাহাকে তাহার পদমর্যাদায় আসীন বা সমপদমর্যাদা প্রদান করা হইবে এবং ঐ ছুটিকালীন তিনি পূর্ণ বেতনে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(২) সাময়িকভাবে বরখাস্তের পর পুনর্বহালের বিষয় সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫৬। **ফৌজদারি মামলা, ইত্যাদিতে আটক কর্মচারী।**—(১) ঋণ বা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে কোনো কর্মচারী কারাগারে সোপর্দ হইবার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি কোনো বেতন, ছুটিকালীন বেতন বা ভাতাদি পাইবেন না এবং মামলার পরিস্থিতি অনুসারে তাহার বেতন ও ভাতাদি সমন্বয় সাধন করা হইবে।

(২) অপরাধ হইতে খালাস পাইলে, অথবা ঋণের দায়ে কারাবরণের ক্ষেত্রে, উক্ত দায় তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হইলে, তাহার প্রাপ্য বেতন- ভাতাদির টাকা সম্পূর্ণরূপে প্রদান করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর অধীন কোনো কর্মচারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত অনুপস্থিতিকালে তিনি কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত প্রাপ্য বেতন-ভাতাদি বাবদ সম্পূর্ণ টাকা অপেক্ষা কম টাকা প্রদান করা হইলে, উক্ত সময় কর্তব্যকাল বা ছুটি বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদনুযায়ী নির্দেশ প্রদান না করিলে এইরূপ গণ্য করা হইবে না।

৫৭। **আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**—(১) কোনো কর্মচারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশবলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, অথবা যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নাই, সেইক্ষেত্রে যে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলের প্রস্তাব করা হইবে, তিনি যে কর্তৃপক্ষের অব্যবহিত অধস্তন তাহার নিকট, অথবা যে ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ আদেশ দান করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) এই প্রবিধানমালার নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কিনা, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায়বিচারের হানি হইয়াছে কিনা;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত কিনা;

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা।

(৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল দাখিল না করিলে উক্ত আপিল গ্রহণযোগ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আপিল বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৫৮। **আদালতে বিচারাধীন কার্যধারা।**—(১) কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোনো বাধা থাকিবে না।

(২) কোনো কর্মচারী সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ এর ৫৭ নং আইন) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের দায়ে কোনো আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে, এইরূপ সাজাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে এই প্রবিধানমালার অধীনে শাস্তি প্রদান করা হইবে কিনা তাহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো কর্মচারীকে দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, বিষয়টির পরিস্থিতিতে যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় সেইরূপ দণ্ড প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ দণ্ড প্রদানের জন্য কোনো কার্যধারা সূচনা করার প্রয়োজন হইবে না এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্যও উক্ত কর্মচারীকে কোনো সুযোগ প্রদানের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোনো কর্মচারীর উপর কোনো দণ্ড আরোপ না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, যেক্ষেত্রে তাহাকে চাকরিতে পুনর্বহাল বা বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৯। **আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিলের সময়সীমা।**—যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল করা হইবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী তৎসম্পর্কে অবহিত হইবার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপিল বা, ক্ষেত্রমত, পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে আপিল কর্তৃপক্ষ বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনাকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩ (তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে কোনো আপিল বা পুনর্বিবেচনার দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
অবসর গ্রহণ ও অন্যান্য সুবিধা

৬০। **তহবিল গঠন**।—(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ১৯৮৯ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, এই প্রবিধানমালার বিধান অনুযায়ী, উক্ত নামে এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই প্রবিধানমালার অধীন গঠিত হইয়াছে।

(২) তহবিল নিম্নরূপ ২ (দুই) টি অংশে বিভক্ত থাকিবে, যথা :—

(ক) কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা; এবং

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

(৩) তহবিলে জমাকৃত অর্থের কোনো অংশ তাৎক্ষণিক প্রয়োজন না পড়িলে উহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৩৯৯ এর বিধানাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা যাইবে।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ড, তহবিল সংশ্লিষ্ট সকল কাজের ব্যয় বা কোনো সদস্যের আর্থিক দাবি তহবিল হইতে বহন করিবে।

৬১। **তহবিলের হিসাব পরিচালনা**।—(১) তহবিলের অর্থ যে কোনো তফসিলি ব্যাংকে একটি হিসাবে জমা থাকিবে এবং উক্তরূপ অর্থ হইতে তহবিলের যে কোনো কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিলের হিসাব পরিচালিত হইবে।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবের বহি সংরক্ষণ করিবে।

ব্যাখ্যা।—এই প্রবিধানে উল্লিখিত "তফসিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।

৬২। **ট্রাস্টি বোর্ড গঠন**।—তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন);

(গ) কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব);

(ঘ) চাঁদাদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত ১ (এক) জন প্রতিনিধি; এবং

(ঙ) কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (হিসাব ও বাজেট), যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৬৩। **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা।**—(১) ট্রাস্টি বোর্ডের সভা, উহার সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি বৎসর ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উহার সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন, তবে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত কোনো ট্রাস্টি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য উহার অন্যূন ৩ (তিন) জন ট্রাস্টির উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সভার সভাপতিসহ উপস্থিত ট্রাস্টিগণের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে কোনো বিষয়ে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) ট্রাস্টি বোর্ডের সকল সভার কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি কার্যবিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

৬৪। **কমিটি গঠন।**—ট্রাস্টি বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তার জন্য ট্রাস্টি বোর্ড, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যাহা উক্ত বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক ট্রাস্টি সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে।

৬৫। **ট্রাস্টিগণের পারিতোষিক।**—তহবিল পরিচালনার জন্য ট্রাস্টিগণ কোনো পারিতোষিক বা সম্মানি প্রাপ্ত হইবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় যোগদানের জন্য ট্রাস্টিগণ ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে সম্মানি বা ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

৬৬। **তহবিলে যোগদানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কর্মচারীগণ ফরম-ক তে বর্ণিত আবেদন ফরম পূরণপূর্বক তহবিলে যোগদান করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মচারী এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পূর্বে তহবিলে যোগদান করিয়া থাকিলে তাহাদিগকে নূতন করিয়া তহবিলে যোগদান করিতে হইবে না।

(২) নিম্নবর্ণিত কর্মচারীগণ তহবিলে যোগদানের যোগ্য হইবেন না, যথা:—

(ক) যে সকল কর্মচারী শিক্ষানবিশ বা অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত;

(খ) যাহারা অন্য কোনো ভবিষ্য তহবিলের সদস্য বা এমন কোনো তহবিলে চাঁদা প্রদান করেন যাহা Provident Funds Act, 1925 (Act No. XIX of 1925) অনুযায়ী পরিচালিত; এবং

(গ) যে সকল কর্মচারীর পক্ষে অবসর ভাতা বা ভবিষ্য তহবিলের জন্য কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরকারকে চাঁদা প্রদান করে; বা

(আ) অন্য কোনো নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে চাঁদা প্রদান করে।

(৩) চাকুরিতে স্থায়ী হইবার পর কর্মচারীগণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে তহবিলে যোগদানের যোগ্য হইবেন এবং চাকুরি স্থায়ীকরণের তারিখ হইতে তাহারা তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

৬৭। **তহবিলের চাঁদা।**—(১) তহবিলে যোগদানকারী প্রত্যেক কর্মচারী মূল বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, সময়ে সময়ে, নির্ধারিত হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ, উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের মূল বেতনের ৮.৩৩% (আট দশমিক তিন তিন) শতাংশ হারে তহবিলে চাঁদা হিসাবে প্রদান করিবে।

৬৮। **চাঁদার পৃথক হিসাব।**—(১) প্রবিধান ৬৭ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী কোনো কর্মচারী যে পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিবে তাহা উক্ত কর্মচারীর "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" নামে তহবিলের হিসাব বহিতে জমা হইবে।

(২) প্রবিধান ৬৭ এর উপ-প্রবিধান (২) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" নামে তহবিলের হিসাব বহিতে জমা হইবে।

৬৯। **চাঁদাদাতার পাওনা পরিশোধ।**—(১) কোনো চাঁদাদাতার মৃত্যুর পর তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট হইতে তহবিলের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে উক্ত দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতার চাকুরির মেয়াদ যাহাই হউক না কেন, তাহার মৃত্যুর পর তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত পরিশোধযোগ্য অর্থ নিম্নবর্ণিতভাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) যখন কোনো চাঁদাদাতা পরিবার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন, সেই ক্ষেত্রে—

(অ) প্রবিধান ৭০ এর বিধান মোতাবেক যদি কোনো চাঁদাদাতা তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া যান, তাহা হইলে তহবিলের হিসাবে উক্ত চাঁদাদাতার জমাকৃত অর্থ মনোনয়নে বর্ণিত অংশ অনুযায়ী উক্ত মনোনীত সদস্য বা সদস্যগণের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(আ) যদি কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে তাহার প্রাপ্য অংশ পরিশোধের জন্য কোনো মনোনয়ন প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত চাঁদাদাতার তহবিলের প্রাপ্য অংশ পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে সমান অংশে পরিশোধ করিতে হইবে;

(খ) যখন কোনো চাঁদাদাতা পরিবার না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন সেই ক্ষেত্রে তাহার তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রবিধান ৭০ এর বিধান মোতাবেক মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(৩) যদি কোনো চাঁদাদাতা আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হন তাহা হইলে উক্ত চাঁদাদাতার তহবিলে রক্ষিত অর্থ প্রবিধান ৭০ এর বিধান মোতাবেক তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মধ্যে বন্টিত হইবে।

৭০। **প্রতিনিধি মনোনয়ন।**—(১) ফরম-খ পূরণপূর্বক একজন চাঁদাদাতা তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করা হইলে প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তি তহবিলের কত অংশ প্রাপ্ত হইবেন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং এইরূপ নির্দিষ্ট করা না হইলে উক্ত অর্থ মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলের অর্থ গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে সেইক্ষেত্রে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) যদি কোনো মনোনীত ব্যক্তি চাঁদাদাতার মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে মনোনীত মৃত ব্যক্তির মনোনয়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতার উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী নূতন মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট ফরম-গ অনুযায়ী লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া একজন চাঁদাদাতা যে কোনো সময় তাহার মনোনয়ন বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে উক্ত নোটিশের সহিত নূতন মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(৫) কোনো চাঁদাদাতা যদি কোনো কারণে মনোনয়ন প্রদান করিতে না পারেন তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য অংশ উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৭১। **স্বার্থ হস্তান্তরযোগ্য নয়।**—কোনো চাঁদাদাতা বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো ব্যক্তি তহবিল বা তাহার অংশবিশেষ বন্ধক বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না এবং যদি কোনো চাঁদাদাতা বা মনোনীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ বন্ধক বা হস্তান্তর করা হয় তাহা হইলে উহা তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

৭২। **চাকুরিতে ইস্তফা, অবসানের ক্ষেত্রে পাওনা পরিশোধ।**—(১) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যুক্ত থাকিবার যোগ্যতা হারাইলেও তিনি "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এ তাহার জমাকৃত অর্থ পাইবার যোগ্য হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে তাহার নামে "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" এ জমাকৃত অর্থ তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

(২) প্রবিধান (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো চাঁদাদাতা যদি অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর সন্তোষজনকভাবে চাকুরি সম্পন্ন করিবার পর যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে নোটিশ প্রদান করিয়া স্বেচ্ছায় চাকুরি হইতে ইস্তফা প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" এ তাহার নামে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতার চাকুরি নিম্নলিখিত কারণে অবসান হইলে তিনি "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" সহ তাহার "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এ জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থ পাইবার যোগ্য হইবেন, যথা :—

(ক) অসদাচরণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের কারণে; এবং

(খ) স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণ করিবার কারণে।

(৪) কোনো চাঁদাদাতা, তাহার চাকুরিকাল যাহাই হউক না কেন, অসদাচরণের কারণে চাকুরি হইতে অপসারিত হইলে "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" এ তাহার নামে জমাকৃত অর্থের কোনো অংশ প্রাপ্য হইবেন না।

৭৩। তামাদি ও বাজেয়াপ্ত হিসাবে কর্তৃপক্ষের স্বত্ব।—কোনো চাঁদাদাতা "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এ রক্ষিত অর্থ যদি কোনো কারণে তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং কর্তৃপক্ষকে যদি উহা কখনই পরিশোধ করিতে না হয় তাহা হইলে উহা "তামাদি ও বাজেয়াপ্ত হিসাব" এ তহবিলে জমা করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতার তহবিল হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কর্তৃপক্ষ যে পাওনা কর্তন করিবে তাহা কখনই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত চাঁদাদাতার জন্য "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" এ জমাকৃত অর্থের অধিক হইবে না।

৭৪। পরিশোধযোগ্য পাওনা নির্ধারণ।—চাকুরি হইতে অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো চাঁদাদাতা তহবিল হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হইবেন তাহা ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন ট্রাস্টি দ্বারা নির্ধারিত ও স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং তদনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত চাঁদাদাতার প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে।

৭৫। উত্তোলনসমূহ।—(১) Provident Funds Act, 1925 (Act No. XIX of 1925) এর বিধানাবলি প্রতিপালন এবং নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, একজন চাঁদাদাতা তাহার "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এ জমাকৃত অর্থ হইতে অগ্রিম মঞ্জুরের জন্য ফরম-ঘ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন; যথা :—

(ক) নিজের বা পরিবারের কোনো সদস্যের চিকিৎসা ব্যয়;

(খ) সন্তানের শিক্ষার ব্যয়;

(গ) বাড়ী নির্মাণ, বাড়ী ক্রয় বা বাড়ীর জন্য জমি ক্রয়; এবং

(ঘ) বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত ব্যয়, যাহা সম্পাদন কোনো চাঁদাদাতার উপর ধর্মীয়ভাবে বর্তায়।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের জন্য কোনো চাঁদাদাতাকে তাহার "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এ জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না।

(৩) প্রথম গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের ৬ (ছয়) মাস পর কোনো চাঁদাদাতা দ্বিতীয় বা পরবর্তী অগ্রিম মঞ্জুরের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৪) কোনো চাঁদাদাতার গৃহীত অগ্রিম সমান সংখ্যক মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য হইবে এবং উহার সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম বা ৫০ (পঞ্চাশ) এর বেশী হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা তাহার জন্য নির্ধারিত কিস্তি সংখ্যার পূর্বেই অগ্রিমের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো চাঁদাদাতার তহবিলে চাঁদা পরিশোধের ন্যায় তাহার বেতন হইতে অর্থ কর্তন করিয়া অগ্রিমের টাকা আদায় করিতে হইবে এবং অগ্রিম প্রদানের দ্বিতীয় মাসের বেতন হইতে কর্তন আরম্ভ হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা বিনা বেতনে ছুটিতে থাকিলে চাকুরিতে যোগদানের দ্বিতীয় মাস হইতে অগ্রিমের টাকা কর্তন আরম্ভ হইবে।

(৬) কোনো অগ্রিম যাহা ১২ (বারো) কিস্তির অধিক হিসাবে পরিশোধযোগ্য নয় সেইক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এবং ১২ (বারো) কিস্তির অধিক পরিশোধযোগ্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম অর্থের ৬% (ছয় শতাংশ) হিসাবে সুদ পরিশোধ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে তাহার জমাকৃত অর্থের উপর কোনো সুদ গ্রহণ না করিলে তাহার গৃহীত অগ্রিমের উপর কোনো সুদ ধার্য করা হইবে না।

(৭) তহবিল হইতে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থ যদি উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয় তাহা হইলে উপ-প্রবিধান (৬) অনুযায়ী নির্ধারিত সুদে উক্ত চাঁদাদাতাকে অগ্রিমের অর্থ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করিতে হইবে, অন্যথায় উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে মাসিক কিস্তিতে সুদসহ আদায় করা যাইবে।

৭৬। তামাদি এবং বাজেয়াপ্ত হিসাব।—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো চাঁদাদাতার হিসাব হইতে তহবিলের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত অর্থ বা ৫ (পাঁচ) বৎসর যাবৎ তহবিলে জমা থাকা অদাবিকৃত সকল স্থিতি "তামাদি এবং বাজেয়াপ্ত হিসাব" শিরোনামে পৃথক হিসাবে স্থানান্তর করিতে হইবে এবং এই অর্থ তহবিলের অর্থ হিসাবে পরিগণিত হইবে।

৭৭। হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড তহবিলে আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত বার্ষিক হিসাব বিবরণী হইতে প্রতি বৎসর প্রত্যেক চাঁদাদাতার জন্য পৃথক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তাহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে।

৭৮। বার্ষিক হিসাব।—(১) ট্রাস্টি বোর্ড প্রত্যেক বৎসর ৩০ (ত্রিশ) জুন তারিখের মধ্যে তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ ও সঞ্চিত সুদ বা অন্য কোনোভাবে অর্জিত অর্থের হিসাব সংবলিত একটি স্থিতিপত্র (Balance Sheet) প্রস্তুত করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত স্থিতিপত্রের আলোকে তহবিলের একটি বার্ষিক লাভ বা ক্ষতির হার নির্ধারণপূর্বক উক্ত লাভ বা ক্ষতি সমভাবে প্রত্যেক চাঁদাদাতার "নিজস্ব চাঁদা হিসাব" এবং "কর্তৃপক্ষের চাঁদা হিসাব" এ বন্টন করিতে হইবে।

৭৯। আনুতোষিক।—(১) নিম্নবর্ণিত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক প্রাপ্য হইবেন, যথা :—

(ক) যিনি কর্তৃপক্ষে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরি করিয়াছেন এবং শাস্তিস্বরূপ চাকুরি হইতে বরখাস্ত, পদচ্যুত বা অপসারিত হন নাই;

(খ) যিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে চাকরি হইতে পদত্যাগ বা চাকুরি ত্যাগ করেন নাই;

(গ) ৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে যে কর্মচারীর চাকুরি অবসান হইয়াছে, যথা :—

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা পদসংখ্যা হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরি হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন; বা

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক অসমর্থতার কারণে তাহাকে চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত করা হইয়াছে; বা

(ই) চাকরিরত থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

(২) কোনো কর্মচারীকে তাহার চাকুরির প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর বা উহার অংশ বাবদ ১২০ (একশত বিশ) টি কার্যদিবসের উর্ধ্বে কোনো সময়ের জন্য ২ (দুই) মাসের মূল বেতনের হারে আনুতোষিক প্রদান করা হইবে।

(৩) সর্বশেষ গৃহীত বেতন আনুতোষিক গণনার মূল ভিত্তি হইবে।

(৪) কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর কারণে আনুতোষিক প্রাপ্য হইলে যাহাতে তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উহা পাইবার অধিকারী হন তজ্জন্য প্রত্যেক কর্মচারী ফরম-ঙ পূরণপূর্বক এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(৫) কোনো কর্মচারী উপ-প্রবিধান (৪) অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিলে, মনোনয়নপত্রে মনোনীত ব্যক্তিগণকে প্রদেয় অংশ এইরূপে উল্লেখ করিবেন যেন আনুতোষিকের সম্পূর্ণ টাকা উহাতে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং যদি এইরূপে উল্লেখ করা না হয় তবে টাকার পরিমাণ সমান অংশে ভাগ করা হইবে।

(৬) কোনো কর্মচারী যে কোনো সময়ে ফরম-চ অনুযায়ী লিখিত নোটিশ দ্বারা উক্ত মনোনয়নপত্র বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ বাতিল করিবার সময়ে, উক্ত নোটিশের সহিত উপ-প্রবিধান (৪) ও (৫) অনুসারে একটি নূতন মনোনয়নপত্র প্রেরণ করিবেন।

(৭) কোনো মনোনয়নপত্র না থাকিলে কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাহার আনুতোষিকের টাকা উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে প্রদান করা হইবে।

৮০। **অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্ব অনুমোদনক্রমে, লিখিত আদেশ দ্বারা, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, অবসরভাতা ও অবসরগ্রহণ সুবিধা পরিকল্প প্রবর্তন করিলে যে কোনো কর্মচারী উক্ত পরিকল্পের অধীন অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী অবসরভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধাদি পাইবেন।

(৩) কোনো কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল হিসাবে তাহার প্রদত্ত চাঁদার অংশ বাবদ জমা টাকা কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পন করিলে, তিনি উপ-প্রবিধান (২) অনুসারে অবসরভাতা ও অন্যান্য অবসর গ্রহণ সুবিধা পাইবেন।

৮১। **অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি।**—অবসর গ্রহণ এবং উহার পর পুনঃনিয়োগের বিষয়ে কোনো কর্মচারী সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর বিধানাবলি দ্বারা পরিচালিত হইবেন।

৮২। **চাকুরি অবসান, চাকুরি হইতে অপসারণ, ইত্যাদি।**—(১) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ প্রদর্শন করিয়া এবং ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা উক্ত নোটিশের পরিবর্তে ১ (এক) মাসের বেতন প্রদান করিয়া, কোনো শিক্ষানবিশের চাকরির অবসান ঘটাইতে পারিবে এবং শিক্ষানবিশ তাহার চাকুরি অবসানের কারণে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

(২) এই প্রবিধানমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কারণ প্রদর্শন করিয়া কোনো কর্মচারীকে ৯০ (নব্বই) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৯০ (নব্বই) দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকুরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

৮৩। **ইস্তফাদান, ইত্যাদি।**—(১) কোনো কর্মচারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ৩ (তিন) মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরি ত্যাগ করিতে বা চাকুরি হইতে বিরত থাকিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্তৃপক্ষকে তাহার ৩ (তিন) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) কোনো শিক্ষানবিশ তাহার অভিপ্রায় উল্লেখপূর্বক ১ (এক) মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান না করিয়া তাহার চাকুরি ত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, তিনি কর্তৃপক্ষকে তাহার ১ (এক) মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে তিনি কর্তৃপক্ষের চাকুরি হইতে ইস্তফাদান করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবে সেইরূপ শর্তে, কোনো কর্মচারীকে ইস্তফাদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়
বিবিধ

৮৪। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—যেক্ষেত্রে এই প্রবিধানমালার কোনো বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো বিধিমালা বা আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োগ বা অনুসরণের বিধান আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগে বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সরকারের কোনো সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৮৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ১৯৮৯, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত রহিত প্রবিধানমালার অধীন—

(ক) নিয়োগকৃত বা পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ এই প্রবিধানমালার অধীন নিয়োগকৃত বা পদোন্নতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

(খ) গৃহীত বা কৃত কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার অধীন গৃহীত বা কৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) গৃহীত কোনো কার্য বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে, উক্ত কার্য বা কার্যধারা, এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই প্রবিধানমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(ঘ) গঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল, প্রবিধান ৬০ এর বিধান অনুযায়ী, বহাল থাকিবে।

তফসিল-১

[প্রবিধান ২ (১২) দ্রষ্টব্য]

ফরম-ক

[প্রবিধান ৬৬ (১) দ্রষ্টব্য]

(বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের যোগদানের জন্য আবেদন)

প্রাপক :

....

....

....

বিষয় : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

আমি বিগত ....তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ....পদে যোগদান করি। স্মারক নং .... তারিখ .... এর মাধ্যমে আমার চাকুরি যোগদানের তারিখ হইতে স্থায়ী করা হইয়াছে। আমি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধান ৬৬ এর উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে যোগদান করিতে ইচ্ছুক।

অতএব, আমাকে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে যোগদান করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আপনার অনুগত

তারিখ :

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ফরম-খ

[প্রবিধান ৭০ (১) দ্রষ্টব্য]

(বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির জন্য মনোনয়নপত্র)

অংশ-১

(পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন দান)

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধ হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা আমার পরিবারের নিম্নবর্ণিত সদস্য/সদস্যগণকে মনোনয়ন প্রদান করিলাম, যথা :—

নং	মনোনীত সদস্য/সদস্যগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা দাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা :

১।

২।

চাঁদা দাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম :

পদবি :

তারিখ :

অংশ-২

(পরিবার না থাকিলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর ২ (১৭) তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী আমার কোনো পরিবার নাই। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম, যথা :—

নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা দাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা :
১।

২।

চাঁদা দাতার স্বাক্ষর
পূর্ণ নাম :
পদবি :
তারিখ :

ফরম-গ

[প্রবিধান ৭০ (৪) দ্রষ্টব্য]

(মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ)

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরির প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধান ৭০ (৪) এর বিধান অনুযায়ী আমার পরিবার হইবার/উপযুক্ত কারণ থাকিবার কারণে আমি............................তারিখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্বারা বাতিল করিয়া তদস্থলে একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিলাম।

সংযুক্তি : নূতন মনোনয়নপত্র।

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা :
১।

২।

চাঁদা দাতার স্বাক্ষর
পূর্ণ নাম :
পদবি :
তারিখ :

ফরম-ঘ

[প্রবিধান ৭৫ (১) দ্রষ্টব্য]

(বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন ফরম)

প্রাপক :

....

....

....

বিষয় : বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাব হইতে অগ্রিম (ফেরতযোগ্য/অফেরতযোগ্য) গ্রহণের আবেদন।

মহোদয়,

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলে আমার হিসাবে (নং...................) জমাকৃত অর্থ হইতে........................টাকা অগ্রিম উত্তোলনের মঞ্জুরি প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি।

আমি নিম্নবর্ণিত প্রশ্নাবলির প্রতিটির সঠিক উত্তর প্রদান করিয়াছি।

আপনার অনুগত

তারিখ :

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম :

পদবি :

প্রশ্নাবলি

নং	প্রশ্নাবলি	জবাব
১।	বিগত ৩০ (ত্রিশ) জুন তারিখে প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ : (অর্থ ও হিসাব উইং কর্তৃক প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবের স্লীপ সংযুক্ত করিতে হইবে, যাহা প্রয়োজনীয় পরীক্ষান্তে ফেরতযোগ্য)	
২।	কি কারণে অগ্রিম উত্তোলন করিতে চান : (একাধিক কারণ থাকিলে উহা পৃথকভাবে বর্ণনা করিতে হইবে)	
৩।	মূল বেতন (বেতনক্রমসহ) :	
৪।	পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে উহার বিবরণ : (ক) গৃহীত অগ্রিম কখন সুদসহ সম্পূর্ণ কিস্তিতে পরিশোধিত হইয়াছে- (খ) গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধিত না হইলে কত কিস্তি বাকি আছে-	
৫।	প্রার্থীত অগ্রিমের পরিমাণ :	
৬।	প্রার্থীত অগ্রিম তহবিলের হিসাবে জমাকৃত টাকা সুদসহ কিনা :	
৭।	কত কিস্তিতে (সুদসহ) অগ্রিম পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক :	
৮।	জন্ম তারিখ :	
৯।	কর্মকর্তার সুপারিশ :	

স্বাক্ষর :
পদবি :
সীল :

ফরম-ঙ

[প্রবিধান-৭৯ (৪) দ্রষ্টব্য]

(আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়নপত্র)

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধান ৭৯ (৪) এর বিধান অনুযায়ী আমার প্রাপ্য আনুতোষিকের অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে, অথবা উহা পরিশোধযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও পরিশোধিত না হইবার পূর্বে, আমার মৃত্যুর ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ গ্রহণের জন্য আমি এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে মনোনীত করিলাম, যথা :—

নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা দাতার সহিত সম্পর্ক	বয়স	মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হইলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ
১।				
২।				
৩।				

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা :

১।

২।

স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম :

পদবি :

তারিখ :

ফরম-চ

[প্রবিধান-৭৯ (৬) দ্রষ্টব্য]

(আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্তির মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ)

আমার ক্ষমতার কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করিয়া বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধান ৭৯ (৬)এর বিধান অনুযায়ী আমার পরিবার হইবার/উপযুক্ত কারণ থাকিবার কারণে আমি..........................তারিখে আমার আনুতোষিকের অর্থ প্রাপ্তির জন্য যে মনোনয়ন প্রদান করিয়াছিলাম তাহা এতদ্দ্বারা বাতিল করিয়া তদস্থলে একটি নূতন মনোনয়ন দাখিল করিলাম।

সংযুক্তি : নূতন মনোনয়নপত্র।

দুইজন সাক্ষীর নাম, স্বাক্ষর, পদবি ও ঠিকানা :

১।

২।

স্বাক্ষর

পূর্ণ নাম :

পদবি :

তারিখ :

তফসিল-২

[প্রবিধান ২(১২) দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা	পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১।	চীফ ইঞ্জিনিয়ার	৪৫ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ২০(বিশ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
২।	ডাইরেক্টর	৪৫ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ২০(বিশ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	এডিশনাল ডাইরেক্টর পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩।	এডিশনাল ডাইরেক্টর	৪২ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ১৫(পনোরো) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
৪।	সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার	৪২ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ১৫(পনেরো) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
৫।	ডেপুটি ডাইরেক্টর	৩৭ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক (সম্মান) সহ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বা প্রাইভেট সেক্রেটারী বা প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেসন্স অফিসার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬।	এগ্রিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার	৩৭ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৯ম গ্রেড বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসরের চাকরি।
৭।	প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।			
৮।	প্রাইভেট সেক্রেটারী	৩০ বৎসর	(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে; (খ) পদোন্নতিযোগ্য ও প্রেষণে বদলির মাধ্যমে নিয়োগযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সরকারি বা আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৩(তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বা সেকশন অফিসার বা স্টোর অফিসার বা লাইব্রেরীয়ান পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসরের চাকরি।
৯।	এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৬০(ষাট) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ৪০(চল্লিশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে: তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিযোগ্য বা সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট পদ সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।	এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার বা সেকশন অফিসার বা স্টোর অফিসার বা লাইব্রেরীয়ান পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১০।	এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৩৩ (তেত্রিশ) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ৬৭ (সাতষট্টি) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে: তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিযোগ্য বা সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সংশ্লিষ্ট পদ সরকারি কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলির মাধ্যমে পূরণ করা যাইবে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতক ডিগ্রি।	এস্টিমেটর/সাব-এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসরের চাকরি।
১১।	সহকারী প্রোগ্রামার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।			
১২।	এসিস্ট্যান্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।			
১৩।	প্রটোকল-কাম-পাবলিক রিলেশন অফিসার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; তবে শর্ত থাকে যে শিক্ষা জীবনের সকল স্তরে অন্যূন দ্বিতীয় বিভাগ বা শ্রেণি অথবা সমমানের সিজিপিএ থাকিতে হইবে।	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৪।	এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা ৩০(ত্রিশ) ভাগ পদ কম্পিউটার অপারেটর এবং ৭০ (সত্তর) ভাগ পদ সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট, একাউনটেন্ট ও অডিটর পদধারীগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে : তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	কম্পিউটার অপারেটর বা সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট বা একাউনটেন্ট বা অডিটর পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
১৫।	সেকশন অফিসার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা ৩০(ত্রিশ) ভাগ পদ কম্পিউটার অপারেটর এবং ৭০(সত্তর) ভাগ পদ সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট, একাউনটেন্ট ও অডিটর পদধারীগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে : তবে শর্ত থাকে যে, পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	কম্পিউটার অপারেটর বা সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর বা আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট বা একাউনটেন্ট বা অডিটর পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
১৬।	স্টোর অফিসার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি; (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা; এবং (গ) কম্পিউটার চালনায় অভিজ্ঞতা।	স্টোর কিপার পদে অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৭।	লাইব্রেরীয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	
১৮।	এস্টিমেটর/সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ২৫(পঁচিশ) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৭৫(পঁচাত্তর) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে সিভিল বা অটোমোবাইলস এ অন্যূন ৪(চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা।	কানুনগো পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর অথবা ড্রাফটসম্যান পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসর বা সার্ভেয়ার পদে ১০(দশ) বৎসরের চাকরি।
১৯।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অন্যূন ৪ (চার) বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা।	
২০।	কম্পিউটার অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।			
২১।	রিসিপশনিষ্ট কাম টেলিফোন অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।	
২২।	আপার ডিভিশন এসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৭৫(পঁচাত্তর) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ২৫(পঁচিশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রিসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	কেয়ারটেকার পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসর অথবা অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৭(সাত) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৩।	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	(ক) The Stenographers & Steno-typists (Ministries, Divisions & Attached Departments) Recruitment Rules, 1978 অনুযায়ী। তবে সাঁট-লিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবি পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী শুধু মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে : (ক) বাংলা : প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ; এবং (খ) ইংরেজি : প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।			
২৪।	কানুনগো	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে অন্যূন ৪(চার) বৎসর মেয়াদি সার্ভে (জরিপ) ডিপ্লোমা।	সার্ভেয়ার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকরি।
২৫।	একাউনটেন্ট	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৫০(পঞ্চাশ) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০(পঞ্চাশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ক্যাশিয়ার বা একাউন্ট এসিস্ট্যান্ট বা বাজেট এসিস্ট্যান্ট বা অডিট এসিস্ট্যান্ট পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
২৬।	অডিটর	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	ক্যাশিয়ার বা একাউন্ট এসিস্ট্যান্ট বা বাজেট এসিস্ট্যান্ট বা অডিট এসিস্ট্যান্ট পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৭।	স্টোর কিপার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
২৮।	কেয়ারটেকার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩(তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	
২৯।	ক্যাশিয়ার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) হিসাব বা অডিট অথবা অনুরূপ কোনো ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	ক্যাশ পিয়ন পদে অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের চাকরি।
৩০।	একাউন্ট এসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা বা বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩১।	বাজেট এসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা বা বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	
৩২।	অডিট এসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় শিক্ষা বা বাণিজ্য বিভাগে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের চাকরীর অভিজ্ঞতা।	
৩৩।	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	The Stenographers & Steno-typists (Ministries, Divisions & Attached Departments) Recruitment Rules, 1978 অনুযায়ী। তবে সাঁট-লিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক-কাম-অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবি পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী শুধু মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে : (ক) বাংলা: প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২৫ শব্দ; এবং (খ) ইংরেজি: প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ৩০ শব্দ।			
৩৪।	ক্যামেরাম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত কোর্স সার্টিফিকেটসহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৩৫।	ড্রাফটসম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট; এবং (গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	
৩৬।	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	সরকারি প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী।			
৩৭।	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	নিম্নমান সহকারী-তথা মুদ্রাক্ষরিক, প্লেইন পেপার কপিয়ার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী ও এম,এল,এস,এস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংযুক্ত অধিদপ্তর) বিধিমালা, ১৯৯৩ অনুযায়ী। তবে সাঁট-লিপিকার বা স্টেনোগ্রাফার, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক বা স্টেনোটাইপিস্ট, অফিস সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক, মুদ্রাক্ষরিক কাম অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক পদের পদবি পরিবর্তন ও নিয়োগযোগ্যতা নির্ধারণ (বিশেষ বিধান) বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী শুধু মুদ্রাক্ষর যন্ত্রের গতি সম্পর্কিত বিধানের পরিবর্তে কম্পিউটার ব্যবহার সংক্রান্ত ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডাটা এন্ট্রি ও টাইপিং ইত্যাদির সর্বনিম্ন গতি নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হইবে : (ক) বাংলা : প্রতি মিনিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ; এবং (খ) ইংরেজি : প্রতি মিটিটে সর্বনিম্ন ২০ শব্দ।			
৩৮।	সার্ভেয়ার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা— (ক) ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে; (খ) ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সার্ভে ডিপ্লোমা	কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে সার্ভে ডিপ্লোমাসহ চেইনম্যান পদে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকরি।
৩৯।	ক্যাটালগার -কাম-লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএ-তে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪০।	ড্রাইভার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ, ক্ষেত্রমত, ভারী বা হালকা গাড়ী চালনায় ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা।	
৪১।	ইলেকট্রিশিয়ান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট; এবং (গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	
৪২।	প্লাম্বার	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; (খ) কোনো স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হইতে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেট; এবং (গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	
৪৩।	লিফট অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	
৪৪।	এ্যামোনিয়া প্রিন্ট অপারেটর	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) এ্যামোনিয়া প্রিন্ট মেশিন পরিচালনায় অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা।	

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৫।	ফটোকপি অপারেটর	নিম্নমান সহকারী-তথা মুদ্রাক্ষরিক, প্রেইন পেপার কপিয়ার, ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর, ডেসপাস রাইডার, দপ্তরী ও এম,এল,এস, এস (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংযুক্ত অধিদপ্তর) বিধিমালা, ১৯৯৩ এর ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদের নিয়োগ যোগ্যতা অনুযায়ী।			
৪৬।	ডেসপাস রাইডার	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) চেইনম্যান বা অফিস সহায়ক বা স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫(পাঁচ) বৎসরের চাকরি
৪৭।	ক্যাশ পিয়ন	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ;	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে বাণিজ্যে বা ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) অফিস সহায়ক বা স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৮।	বার্তা বাহক	৩০ বৎসর	পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরির অভিজ্ঞতা।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) অফিস সহায়ক বা স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।
৪৯।	প্রসেস সার্ভার	৩০ বৎসর	মোট পদের শতকরা- (ক) ৬০ (ষাট) ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে, তবে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; (খ) ৪০ (চল্লিশ) ভাগ পদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতা।	(ক) কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; এবং (খ) অফিস সহায়ক বা স্থায়ীভাবে নিয়োগকৃত নিরাপত্তা প্রহরী পদে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকরি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫০।	চেইনম্যান	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	
৫১।	অফিস সহায়ক	৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোনো স্বীকৃত বোর্ড হইতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।	
৫২।	বাবুর্চি	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে।			
৫৩।	নিরাপত্তা প্রহরী	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে।			
৫৪।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	পদোন্নতি, অবসর, মৃত্যু বা অন্য কোনো কারণে কোনো পদ শূন্য হইলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত "আউটসোর্সিং (Outsourcing) প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা, ২০১৮" অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে।			

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন
নির্বাহী পরিচালক।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আসাদুজ্জামান, উপপরিচালক, (অতিঃ দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

"সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা ২০২০"

ভূমিকাঃ

সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাস্তবায়নাধীন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগসহ বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে বিভিন্ন প্রকারের মামলা-মোকদ্দমা দায়ের ও চলমান রয়েছে। উক্ত বিচারাধীন মামলাসমূহের যথাযথ পরিচালনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানসহ দ্রুত নিষ্পত্তি তথা সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সমন্বয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জন্য একটি এবং জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধস্তন আদালতসমূহের জন্য একটি মোট ২ (দুই) টি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রস্তুত, নিয়োগ এবং তাদের প্রদত্ত আইনগত সেবার বিপরীতে ফি/সম্মানী নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

১। **শিরোনামঃ**

এই নির্দেশিকা "সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ নির্দেশিকা ২০২০" নামে অভিহিত হবে।

সংজ্ঞাঃ

(১) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ;

(২) **"বিভাগ"** অর্থ সেতু বিভাগ;

(৩) **"নির্বাহী পরিচালক" অর্থ** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক;

(৪) **"আইন শাখা"** অর্থ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আইন শাখা;

২। **প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রণয়নঃ**

ক) বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের পক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, ভোলা, বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং সিরাজগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহে মামলা পরিচালনার জন্য একটি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য অপর একটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

খ) সুপ্রিম কোর্টের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল আইনজীবী তালিকায় মামলার সংখ্যানুপাতে সর্বনিম্ন ২ (দুই) জন হতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন এবং অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানি ও ফৌজাদারি আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহের জন্য প্রস্তুতকৃত প্যানেল আইনজীবী তালিকায় মামলার সংখ্যা বিবেচনায় সর্বনিম্ন ১০ (দশ) জন হতে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) জন আইনজীবীকে তালিকাভুক্ত করা হবে।

৩। প্যানেল আইনজীবীর যোগ্যতাঃ

(১) সুপ্রিম কোর্টের প্যানেল আইনজীবী তালিকায় অর্ন্তভুক্তির জন্য একজন আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ অর্জনসহ সুপ্রিম কোর্টে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অধিককাল সক্রিয়ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

(২) অধঃস্তন আদালত এবং ট্রাইব্যুনালসমূহে প্যানেল আইনজীবী তালিকায় অর্ন্তভুক্তির জন্য একজন আইনজীবীকে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদ অর্জনসহ সংশ্লিষ্ট বারে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অধিককাল সক্রিয়ভাবে আইন পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে।

৪। প্যানেল আইনজীবীর তালিকাভুক্তিঃ

(১) নির্বাহী পরিচালক এর নির্দেশনা এবং অনুমোদনক্রমে এতদুদ্দেশ্যে গঠিত বাছাই কমিটি যথাযথ বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বিভাগ ও কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহে একটি এবং বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে অপর একটি অর্থাৎ পৃথক দুইটি প্যানেল আইনজীবীর তালিকা প্রস্তুত করবেন।

(২) ইতঃপূর্বে কোন আইনজীবী বিভাগ বা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকলে মামলাসমূহে তার পারফরমেন্স বিবেচনাপূর্বক যোগ্যতা অনুযায়ী প্রযোজ্য প্যানেল আইনজীবীর তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৫। প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার পদ্ধতি ও মেয়াদঃ

(১) আইন শাখার রিকুইজিশন/প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে নতুন প্যানেল আইনজীবী তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে। এক্ষেত্রে যোগ্য প্যানেল আইনজীবী যাচাই-বাছাইয়ের নিমিত্তে নির্বাহী পরিচালক কমপক্ষে ৩ (তিন) সদস্যের একটি বাছাই কমিটি গঠন করবেন।

(২) বাছাই কমিটির সদস্যগণ এ সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতঃ এ নীতিমালার ৩, ৪ ও ৫ নম্বর দফায় বর্ণিত শর্তাবলী/যোগ্যতার আলোকে তালিকাভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্যানেল আইনজীবীর নাম সুপারিশ করবেন। উক্ত সুপারিশের আলোকে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইন শাখা প্যানেল আইনজীবী হিসেবে তাদের নাম অর্ন্তভুক্ত করবেন।

(৩) প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের মেয়াদ হবে নিয়োগপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ২ (দুই) বছর । তবে শর্ত থাকে যে কোন পক্ষ ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে এই নিয়োগ রহিত/বাতিল করতে পারবে।

(৪) উক্ত নিয়োগের মেয়াদান্তে পুনঃনিয়োগের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক আইনজীবীর বিগত বছরসমূহের পারফরমেন্স বিবেচনা করা হবে।

৬। প্যানেল আইনজীবীর প্রাপ্য ফি এর হারঃ

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ এবং দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনা এবং বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবীদের সম্মানী ও আনুষঙ্গিক ব্যয় নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারণ করা হলো।

(১) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মামলা পরিচালনার জন্য বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণ নিম্নবর্ণিত হারে সম্মানী আনুষঙ্গিক ব্যয় প্রাপ্য হবেন;

ক. আপিল বিভাগঃ

ক্র.নং	বিবরণ	প্রাপ্য ফি এর পরিমাণ
১	আপিলের অনুমতি বা লিভ-টু-আপিল প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
	আপিলের অনুমতি বা লিভ-টু-আপিল এর শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
২	দেওয়ানি আপিলের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	দেওয়ানি আপিলের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	পেপার বুক প্রস্তুতসহ আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-
৩	জরুরি দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
৪	মামলার গুণাগুণ বা অন্যান্য বিষয়ে আইনগত মতামত (Legal Opinion) প্রদান	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
৫	আপিল বিভাগের এ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড ফি	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
৬	রায়/আদেশ/পিটিশন ইত্যাদির জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত
৭	জুনিয়র ফি বাবদ সাকুল্যে (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
৮	ক্লার্ক ফি বাবদ সাকুল্যে (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-

খ. হাইকোর্ট বিভাগঃ

ক্র.নং	বিবরণ	প্রাপ্য ফি এর পরিমাণ
১	দেওয়ানি রিভিশনের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৬,০০০/-
	দেওয়ানি রিভিশনের শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
২	দেওয়ানি রিভিশনের দরখাস্ত মুসাবিদা প্রস্তুত দায়ের	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	দেওয়ানি রিভিশনের দরখাস্ত শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
৩	দেওয়ানি আপিলের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	দেওয়ানি আপিলের শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
৪	দেওয়ানি আপিলের দরখাস্তের মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৩,০০০/-
	দেওয়ানি আপিলের দরখাস্তের শুনানী বাবদ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-

	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৫	রিট পিটিশন এর মুসাবিদা প্রস্তুত ও দায়ের	সর্বোচ্চ ৭,০০০/-
	রিট পিটিশন এর শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
৬	মামলার গুণাগুণ বা অন্যান্য বিষয়ে আইনগত মতামত (Legal Opinion) প্রদান	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
৭	রায়/আদেশ/পিটিশন ইত্যাদির জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত
৮	জুনিয়র ফি বাবদ সাকুল্য (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ৫,০০০/-
৯	ক্লার্ক ফি বাবদ সাকুল্য (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ২,০০০/-

(২) দেশের বিভিন্ন জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল ও অন্যান্য অধঃস্তন দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলা পরিচালনা এবং বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত বিজ্ঞ প্যানেল আইনজীবীগণ নিম্নবর্ণিত হারে ফি প্রাপ্য হবেন;

ক) জেলা জজ আদালত/ট্রাইব্যুনাল /অন্যান্য অধঃস্তন আদালত দেওয়ানি মামলায়ঃ

ক্র.নং	বিবরণ	প্রাপ্য ফি এর পরিমাণ
১	আরজি ও আপিল স্মারক প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	কোর্ট ফি (প্রকৃত ও এ্যাডভেলোরেম)	সংশ্লিষ্ট আইনে নির্ধারিত ফি
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
২	লিখিত জবাবের মুসাবিদা প্রস্তুত, দায়ের ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৪,০০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ২,০০০/-
৩	ছানি মামলার দরখাস্ত বা আপত্তি প্রস্তুত শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৪	জরুরি বা অন্তর্বর্তী (Interlocutory) দরখাস্ত বা এতদসংক্রান্ত আপত্তি প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৫	সাধারণ দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৫০০/-
	সময়ের দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
	হাজিরা দলিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
৬	চূড়ান্ত শুনানি (সাক্ষ্য গ্রহণ) প্রতিদিনের জন্য	সর্বোচ্চ ৮০০/-
৭	যুক্তিতর্ক শুনানি (সম্পূর্ণ মামলার জন্য)	সর্বোচ্চ ১,২০০/-
৮	সোলেনামা দরখাস্ত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৭০০/-
৯	ডিক্রি জারি মামলা প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,২০০/-

১০	রায়/আদেশ/আরজি/জবাব/রিপোর্ট ইত্যাদি ও জাবেদা নকল উত্তোলন (প্রকৃত খরচসহ)	আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত
১১	আইনজীবী সহকারীর ফি বাবদ (১টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য)	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
১২	লিগ্যাল নোটিশ প্রস্তুত ও প্রেরণ (পোস্টাল খরচসহ) সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ১,০০০/-

ফৌজদারি মামলায়ঃ

ক্র.নং	বিবরণ	প্রাপ্য ফি এর পরিমাণ
১	এফ. আই. আর বা জিডি প্রস্তুত বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
২	আরজি মুসাবিদা ও আপিল স্মারক প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ২,৫০০/-
	আনুষঙ্গিক খরচ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
৩	রিভিশন দরখাস্ত প্রস্তুত ও এ্যাডমিশন শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,৫০০/-
৪	রিভিশন দরখাস্ত চূড়ান্ত শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৭০০/-
৫	নারাজি দরখাস্ত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৫০০/-
৬	অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
৭	জামিনের দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৭০০/-
৮	জামিননামা প্রস্তুত ও দাখিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৫০০/-
৯	বিভিন্ন জরুরী দরখাস্ত শুনানি (সময়ের দরখাস্ত ব্যতিরেকে) বাবদ	সর্বোচ্চ ৭০০/-
১০	সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সাকুল্যে	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
১১	যুক্তিতর্ক বা আপীল মামলার শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ১,০০০/-
১২	ফৌজদারি মামলার দরখাস্ত প্রস্তুত ও শুনানি বাবদ	সর্বোচ্চ ৭০০/-
১৩	হাজিরা দাখিল বাবদ	সর্বোচ্চ ৩০০/-
১৪	আইনজীবী সহকারীর ফি বাবদ (১টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য)	সর্বোচ্চ ৭০০/-

(৩) বিবিধঃ

(ক) উল্লেখ্য উপরিউক্ত তালিকা/সারণিতে উল্লেখ নেই এরুপ পদক্ষেপ/কাজের বিল নির্বাহী পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে আইন শাখা নির্ধারণ করবে।

(খ) আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, জেলা জজ আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ চলমান কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থে জরুরি প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের প্যানেলভুক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যতীত অন্য কোন স্বনামধন্য আইনজীবী নিযুক্ত করা আবশ্যক হলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আইন শাখা তাঁর ফি নির্ধারণ করবে।

(গ) আরো উল্লেখ্য যে, কোন মামলা শুনানি/যুক্তিতর্কের জন্য তারিখ নির্ধারিত থাকা সত্বেও কোন কারণে ঐ দিন শুনানি অনুষ্ঠিত না হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্যানেল আইনজীবী হাজিরা বিল প্রাপ্য হবেন। উল্লিখিত জেলা জজ আদালত/অধঃস্তন আদালত এর ফি তালিকায় বর্ণিত ৬ নম্বর ক্রমিকের শুনানি ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে শুনানি/যুক্তিতর্ক বাবদ উল্লিখিত বিল সাকুল্য বিল (Consolidated bill) হিসাবে গণ্য হবে।

(ঘ) আরো উল্লেখ্য যে, ৬ (১) নম্বর ক্রমিকের আওতাধীন হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ এর ফি তালিকায় উল্লিখিত শুনানির বিল দাখিলের সময় একাধিক তারিখে মামলার শুনানি হয়ে থাকলে এ সংক্রান্ত রেকর্ড/তথ্য প্রমান দাখিল করতে হবে।

৭। প্যানেল আইনজীবীর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

প্রত্যেক প্যানেল আইনজীবীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে নিম্নরূপঃ

(১) বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও শুনানী সম্পন্ন করা;

(২) প্রতিটি মামলায় বিভাগ ও কর্তৃপক্ষের স্বার্থ রক্ষা করা এবং মামলার দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৩) যে কোন মামলার অগ্রগতি কিংবা তথ্যগত বিষয়াদি সময়ে সময়ে বিভাগ ও কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে;

(৪) যেকোন মামলার রায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে/বিপক্ষে বা আংশিক-পক্ষে/বিপক্ষে ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে। রায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে না হলে (আপিল রিভিশন, সিপিএলএ/সিএমপি দায়ের যোগ্য মামলার ক্ষেত্রে) উক্ত রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নকলের দরখাস্ত দিতে হবে এবং নকল ডেলিভারির জন্য প্রস্তুতের তারিখেই উত্তোলন করে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে রায়ের নকলসহ কর্তৃপক্ষের আইন শাখাকে জানাতে হবে;

(৫) এছাড়াও মামলা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজাদি/জাবেদা নকল আদালত হতে উত্তোলন ও কর্তৃপক্ষের আইন শাখাকে সরবরাহ করা করা।

৮। প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হতে নাম কর্তন ইত্যাদিঃ

নির্বাহী পরিচালক এর অনুমোদনক্রমে আইন শাখা নিম্ন বর্ণিত যে কোন কারণে কোন প্যানেল আইনজীবীকে প্যানেল আইনজীবীর তালিকা হতে নাম-কর্তন বা অব্যাহতি দিতে পারবেঃ

(ক) প্যানেল আইনজীবীর ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা গাফিলতির কারণে কোন মামলায় বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থ ক্ষুন্ন হলে;

(খ) প্যানেল আইনজীবীর সাথে মামলার বিরুদ্ধ পক্ষ বা মামলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনৈতিক যোগাযোগ থাকলে;

(গ) প্যানেল আইনজীবী বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের কোন মামলা দায়ের, পরিচালনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা শুন্যানীর অনুষ্ঠানে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব ঘটালে;

(ঘ) প্যানেল আইনজীবীর জন্য বিভাগ বা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত মামলার অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ফরম বিল সমন্বয় ইত্যাদি সময়মত দাখিলে ব্যর্থ হলে;

৯। প্যানেল আইনজীবীর বিল পরিশোধ পদ্ধতিঃ

(১) প্যানেল আইনজীবীগণ মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় ফি সেতু কর্তৃপক্ষের আইনশাখা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে সুস্পষ্ট দফা উল্লেখপূর্বক যথাযথ ভাবে পূরণ করে মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্য ও নম্বর উল্লেখপূর্বক খাতওয়ারি বিল দাখিল করবেন। দফা ব্যতিরেকে দাখিলকৃত বিলের সংশ্লিষ্ট অংশ/টাকা প্রদেয় হবে না। পূর্বে গৃহিত অগ্রিম নেয়ার বিষয়টিও দাখিলকৃত বিলে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

(২) সকল প্রকার মামলা দায়ের/অংশ গ্রহণের পর বা জবাব/আপত্তি ইত্যাদি দাখিলের পর খাতওয়ারি মামলার নম্বরসহ প্রয়োজনীয় কাগজাদি দাখিল হলে ১ম পর্যায়ের ফি/বিলের টাকা পরিশোধযোগ্য হবে। মামলা পরিচালনা বাবদ বাকি বিল মামলা নিস্পত্তির পর রায়ের কপিসহ দাখিল করতে হবে।

(৩) আইন শাখা প্যানেল আইনজীবীগণ কর্তৃক দাখিলকৃত বিল যাচাই-বাছাই পূর্বক উক্ত বিল/সংশোধিত বিল পরিশোধের নিমিত্ত নির্বাহী পরিচালক এঁর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

(৪) যেকোন পর্যায়ের মামলার বিল অথবা অগ্রিম/চূড়ান্ত বিলের টাকা সংশ্লিষ্ট মামলার ভলিউম ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিল রেজিস্টারে এন্ট্রি করতে হবে।

১০। কার্যকারিতাঃ

কর্তৃপক্ষ যে তারিখে এ নির্দেশিকা কার্যকরের তারিখ বলে ঘোষণা করবে, প্যানেল আইনজীবীগণের বিলসহ নির্দেশিকার যাবতীয় বিষয়াবলী উক্ত তারিখ হতে কার্যকর হবে। তবে এ নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপ/কাজের বিল পূর্বের হার অনুযায়ী পরিশোধিত হবে।

(মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন)
নির্বাহী পরিচালক
ও
সভাপতি, নির্বাহী কমিটি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ২৩, ২০২০

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বন শাখা-২

www.moef.gov.bd

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ ব./ ২৬ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

নং ২২.০০.০০০০.০৬৭.৪৫.০০৫.২০.১৫২—বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর ১৩(১), ১৩(২), ২০(২) ও ২০(৩) ধারার ক্ষমতাবলে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, মুন্সিগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার পদ্মা নদী ও তৎসংলগ্ন নিম্ন তফসিল এ বর্ণিত ১১,৭৭২.৬০৫ হেক্টর চর ও জলাভূমির বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক "পদ্মা সেতু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণা করা হলো এবং আদেশ জারির তারিখ হতে তা কার্যকর হবে। তবে শর্ত থাকে যে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে অভয়ারণ্যের সীমানা পুনঃনির্ধারিত হবে।

তপশিল

ধারা ১৩ (১), ১৩ (২) ও ২০ (৩) অনুযায়ী তপশিল (কোর জোন)

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	ড্রেজিং ব্লক নং	মোট দাগের সংখ্যা	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত চরভূমির পরিমাণ (একর)	সরকারি খাস ভূমি/ নতুন জেগে ওঠা চর (একর)	নদী এলাকার পরিমাণ (একর/হেক্টর)	মোট রক্ষিত এলাকা (একর /হেক্টর) (৬+৭+৮)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মাদারীপুর	শিবচর	উত্তর চরজানাজাত	১২	৮৭৩	৪৬৭.১৯৩		৬৩৯০.৩২০ একর/ ২৫৮৭.১৭৪ হেক্টর	৮৮৯৫.৫৪০ একর / ৩৬০১.৪৩৩ হেক্টর	
		মাতবরের চর	১২	৪১৩	১৬১.৩৭৮				
		পূর্বখাস বান্দরখোলা	১২	৩	০.১৮০				
		কাঁঠালবাড়ি	১৩	৯৫	১৯.৪২০				
		দক্ষিণ চরজানাজাত	১৩	২৪৭	১৪৬.৪৮২				
		মাতবরের চর	১৩	৪৩৮	১৭২.৪৪৯				
		উত্তর চরজানাজাত	১৩	৯৯	৫৪.৭২২				
		চর চন্দ্রা	৬	১১৩	১০১.৯৫৪				
		মাঘুরখন্দ	৬	৭৮	৬০.৭৮১				
		সাহবাজনগর	৬	৩	০.৫৬০				
		কালিরপাড়া	৬	২৩	৯.৭৯১				

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		সাহবাজনগর	৪,৫	২১২	২৫২.০৫০				
		বটেশ্বর	৪,৫	৭৩	২৯৪.২২০				
		মাগুরখন্দ	৪,৫	১৪৭	২৮১.৪১০				
		রঞ্জিত খাঁ	৪,৫	৯	৫৬.১০০				
		চর চন্দ্রা	৪,৫	৮৪	২৮.৬৯০				
		কালিপাড়া	৪,৫	২১৫	৩১৫.২০০				
		করালি	৩	১৩৩	৭৯.৬৪০				
		ভাসালদি	৩	৮	৩.০০০				
		মোট -			২৫০৫.২২০ একর/ ১০১৪.২৫৯ হেক্টর				
শরীয়তপুর	জাজিরা	-	১	-	-	৫৩৬.৪০০	৪৮৪০.৫০০ একর/ ১৯৫৯.৭১৭ হেক্টর	৮৩০২.৭২৪ একর/ ৩৩৬১.৪২৬ হেক্টর	নদী ভরাট এলাকা
		আরা	-		-	৩৬৬.৩১৪			নতুন চর
		বড়দিয়া		--	-	২৬০.৩৩০			"
		ছোট সাতগাও			-	৪৭১.৮৩০			"
		কাহালিয়া বড়গাও			-	২৯০.২৬০			"
		লৌহজং			-	৫৫৩.০৬০			"
		পাইনপাড়া			-	২৪.৪০০			"
		বেপারী কান্দি			-	১২০.৫৭০			"

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		রাম নেওলস			-	২১৫.৬১০			নতুন চর
		স্বরূপবাবুর চর			-	৬২৩.৪৫০			"
						৩৪৬২.২২৪ একর/ ১৪০১.৭১০ হেক্টর	৪৮৪০.৫০০ একর / ১৯৫৯.৭১৭ হেক্টর	৮৩০২.৭২৪ একর/ ৩৩৬১.৪২৬ হেক্টর	
মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	-				-	২৯০১.৮৩০ একর / ১১৭৪.৮৩০ হেক্টর	২৯০১.৮৩০ একর/ ১১৭৪.৮৩০ হেক্টর	
ফরিদপুর	সদরপুর					-	১২.০৭০ একর/ ৪.৮৮৬ হেক্টর	১২.০৭০ একর/ ৪.৮৮৬ হক্টর	
			সর্বমোট =		২৫০৫.২২০ একর/ ১০১৪.২৫৯ হেক্টর	৩৪৬২.২২৪ একর/ ১৪০১.৭১০ হেক্টর	১৪১৪৪.৭২০ একর / ৫৭২৬.৬০৭ হেক্টর	২০১১২.১৬৪ একর/ ৮১৪২.৫৭৫ হেক্টর	

ধারা ১৩ (১), ১৩ (২) ও ধারা ২০ (২) অনুযায়ী তপশিল (বাফার জোন)

জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	ড্রেজিং ব্লক নং	মোট দাগের সংখ্যা	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত চরভূমির পরিমাণ (একর)	সরকারি খাস ভূমি/নতুন জেগে ওঠা চর (একর)	নদী এলাকার পরিমাণ (একর / হেক্টর)	মোট বাফার জোন এলাকা (হেক্টর) (৬+৭+৮)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মাদারীপুর	শিবচর	চর চন্দ্রা	-	৩৯৬	১৬৪.৯৮০		২৫৩১.৯৯০ একর/ ১০২৫.০১০ হেক্টর	৪০৯৪.৭৬০ একর / ১৬৫৭.৯৩৯ হেক্টর	
				১১০	৩৪.০০০				
				৩৮৭	১৩২.৬৭০				
		কাঠালবাড়ি	-	২৩১	১০৮.৭৬০				
				৬০	১৫.২৬০				
				১৮৫	৯১.৯০০				
				৩	০.২১০				
				৭০	৮০.২২০				
		বাঘিয়া	-	৫০	২৫.৫০০				
				১	০.০৫০				
				১২	১.০৯০				
				১৮৬	৮০.০৩০				
		বড়কেশবপুর	-	৩৮	২০.৫০০				
				৮০	৭৪.৩৩০				
		মাতবরের চর	-	৮৪	২৬.১২০				
				২৪	৯.৬১০				

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		দক্ষিণ চর জানাজাত	-	৮৪ ১ ২৬৪ ৩৮	৪২.৪৮০ ০.০৯০ ১১৭.৩৮০ ৪০.৮৪০				
		বাখরের কান্দি	-	৫ ২৬২	৪.৪০০ ৫৪.৩৩০				
		ভাসালদি	-	১৩ ৬	২.৯১০ ১.৬৫০				
		করালি	-	৬ ৫৫	০.৩৭০ ৭৭.০৪০				
		তারপাশা	-	১	০	৩২৫.৮৫০(পানি)			
		Unknown in the mid river	-		০		৩০.২০০ একর ১২.২২৬ হেক্টর		
				মোট -	১২০৬.৭২০ একর / ৪৮৮.৫৫০ হেক্টর	৩২৫.৮৫০ একর/ ১৩১.৯২৩ হেক্টর	২৫৬২.১৯০একর/ ১০৩৭.৩২৬ হেক্টর	৪০৯৪.৭৬০ একর/ ১৬৫৭.৭৯৭ হেক্টর	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
শরীয়তপুর	জাজিরা	দিয়ারা নাওডোবা	-	২৭০	১৩০.০০০	-	১১৭৬.৮২০ একর / ৪৭৬.৪৪৫ হেক্টর		
				২০৩	৯৩.৫৭০				
				২৯৯	৩১৫.৬২০				
				৮৯	১৯.০৮০				
				২০৬	৭৫.৭৫০				
				৬১	৫০.৯০০				
		নাওডোবা	-	৭২	২৪.৭৫০				
				৩৭২	২১৯.৭৬০				
		পূর্ব নাওডোবা	-	৪৯	২৬.২৫০				
		পাইনপাড়া	-	৮৪	৪৯.৯৯০				
				২২	২৯.৩৫০				
				৩০	৬.৯৭০				
				মোট =	১০৪১.৯৯০ একর/ ৪২১.৮৫৮ হেক্টর		১১৭৬.৮২০ একর/ ৪৭৬.৪৪৫ হেক্টর	২২১৮.৮১০ একর/ ৮৯৮.৩০৩ হেক্টর	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মুন্সিগঞ্জ	লৌহজং	-					১০২৯.৪৫০ একর/ ৪১৬.৭৮১ হেক্টর	১০২৯.৪৫০ একর/ ৪১৬.৭৮১ হেক্টর	
ফরিদপুর	সদরপুর	-					১৬২৩.১৬০ একর / ৬৫৭.১৪৯ হেক্টর	১৬২৩.১৬০ একর / ৬৫৭.১৪৯ হেক্টর	
			সর্বমোট =		২২৪৮.৭১০ একর / ৯১০.৪০৮ হেক্টর	৩২৫.৮৫০ একর / ১৩১.৯২৩ হেক্টর	৬৩৯১.৬২০ একর/ ২৫৮৭.৭০১ হেক্টর	৮৯৬৬.১৮০ একর/ ৩৬৩০.০৩২ হেক্টর	

আয়তন :

অভয়ারণ্যটির মোট আয়তন ১১,৭৭২.৬০৮ হেক্টর বা ১১৭.৭২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে কোর এলাকার আয়তন ৮,১৪২.৫৭৬ হেক্টর ও বাফার এলাকার আয়তন ৩,৬৩০.০৩২ হেক্টর।

চৌহদ্দী :

উত্তর : ভাগ্যকূল, বাঘড়া, মেদিনীমন্ডল, কান্দিপাড়া, মাওয়া, কুমারভোগ ও তেউতিয়া।

পূর্ব : লৌহজং উপজেলা সদর, পালের চর, নদী ও ঢংগীকান্দি।

দক্ষিণ : পালের চর, পূর্ব নাওডোবা, নাওডোবা, কাঁঠালবাড়ি, মাতবরের চর ও ঢংগীকান্দি।

পশ্চিম : বান্দরখোলা, আড়িয়াল খাঁ নদীর মুখ, খালপাড় ও নারিকেল বাড়ি।

জিপিএস কোঅর্ডিনেটস (স্থানাঙ্ক) অনুসারে কোর জোনের অবস্থান :

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
১	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৭.৯৮৭"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ১৯.১৯৪"	৪৪	উত্তর ২৩° ২৭' ২৩.৯৭৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৮' ৮.২৮৫"
২	উত্তর ২৩° ২৮' ৪.৫৭৬"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২৬.৯৭৪"	৪৫	উত্তর ২৩° ২৭' ১০.৪৫৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৮' ৪৬.৭৬৭"
৩	উত্তর ২৩° ২৮' ৯.৭৮৬"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৫৩.৪২২"	৪৬	উত্তর ২৩° ২৬' ৪৭.৫৭৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৯'৩১.০২৬"
৪	উত্তর ২৩° ২৮' ৯.৫৫১"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৪.১৪৪"	৪৭	উত্তর ২৩° ২৬' ১৬.৮৯১"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ১১.৭১০"
৫	উত্তর ২৩° ২৮' ১৯.৮৫৬"	দক্ষিণ ৯০° ১০'২৭.২২২"	৪৮	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৯.১৭১"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ৫০.০০১"
৬	উত্তর ২৩° ২৮' ৪২.৫০৩"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৭.২৮০"	৪৯	উত্তর ২৩° ২৫' ২২.২৩৭"	দক্ষিণ ৯০° ২১' ২৪.০৭৯"
৭	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৭.৪২১"	দক্ষিণ ৯০° ১১'৪১.৬৬০"	৫০	উত্তর ২৩° ২৪' ৪৩.৬৯৮"	দক্ষিণ ৯০° ২১'৫৮.৩৮৪"
৮	উত্তর ২৩° ২৮' ৫১.৪১৪"	দক্ষিণ ৯০° ১১'৪৮.৫৬৫"	৫১	উত্তর ২৩° ২৪' ১১.৪০৭"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ২২.৭৭৭"
৯	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৫.৬৫৮"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৩.১৩৩"	৫২	উত্তর ২৩° ২৩' ৫১.৪৬৬"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ১১.০৬১"
১০	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৪.১৭৪"	দক্ষিণ ৯০° ১২'১৬.২১২"	৫৩	উত্তর ২৩° ২৩' ৪০.৭৬৭"	দক্ষিণ ৯০° ২১' ৪৮.৪৫১"
১১	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৯.৮৯"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ২৩.০৮২"	৫৪	উত্তর ২৩° ২৩' ২৫.৬৮৪"	দক্ষিণ ৯০° ২১'২০.৮০৬"
১২	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৫.১৬৭"	দক্ষিণ ৯০° ১২'২৯.৯৬১"	৫৫	উত্তর ২৩° ২৩' ৭.৯০৫"	দক্ষিণ ৯০° ২০'২১.০৮৩"
১৩	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৬.৩৬৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৩'১২.৮০৯"	৫৬	উত্তর ২৩° ২২' ৫৯.৫৫০"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ১০.০৭৩"
১৪	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৮.৯৯৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ৩৩.৪৬"	৫৭	উত্তর ২৩° ২৩' ১০.৫৪০"	দক্ষিণ ৯০° ১৯' ৫৯.১৪২"

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
১৫	উত্তর ২৩° ২৮' ৪১.২৯৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ২৩.৯৫"	৫৮	উত্তর ২৩° ২৩' ৩৫.৮৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৯' ৫৪.৯১০"
১৬	উত্তর ২৩° ২৮' ৪১.১৯৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৪'৪২.৬০০"	৫৯	উত্তর ২৩° ২৪' ১.১৬৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৯'২৮.৩১৯"
১৭	উত্তর ২৩° ২৮' ১০.৪৮৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৫'২০.৫১৬"	৬০	উত্তর ২৩° ২৪' ২৬.১৭১"	দক্ষিণ ৯০° ১৯' ৭.৩২২"
১৮	উত্তর ২৩° ২৮' ১.৮২০"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪১.১৯৮"	৬১	উত্তর ২৩° ২৪' ৫১.৪৫৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৮'৩৭.৯৩৩"
১৯	উত্তর ২৩° ২৭' ১১.৮০৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৫'৩২.৪৪৬"	৬২	উত্তর ২৩° ২৪' ৩৭.৫১৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৮'২৭.০৩৬"
২০	উত্তর ২৩° ২৬' ১৭.৬১২"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৩০.৭৭"	৬৩	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৮.৩২৬"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৫.৯৪১"
২১	উত্তর ২৩° ২৬' ১৩.৩১৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৩০.৮৫"	৬৪	উত্তর ২৩° ২৬' ৯.০০৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৮.৭৭৯"
২২	উত্তর ২৩° ২৫' ২৬.৪২৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৫'২৯.০৩১"	৬৫	উত্তর ২৩° ২৬' ২২.৮১৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ১১.৭৫৮"
২৩	উত্তর ২৩° ২৫' ২১.৬৪৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ২৫.৮৬৯"	৬৬	উত্তর ২৩° ২৬' ২৪.৩৫৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ১.৪৭৭"
২৪	উত্তর ২৩° ২৫' ৩৯.৯২৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৫০.০৮"	৬৭	উত্তর ২৩° ২৬' ৩৫.৭০৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৬'৪৬.৮০২"
২৫	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৬.২২৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ১৭.৩৪৯"	৬৮	উত্তর ২৩° ২৬' ৩৭.৬৭৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৬'৩৬.৫১২"
২৬	উত্তর ২৩° ২৫' ৫১.৮০৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৪'১৬.৭৬৮"	৬৯	উত্তর ২৩° ২৬' ৩২.৬৭৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ২০.৭৭৫"
২৭	উত্তর ২৩° ২৬' ৪.৯৬১"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৭.১৭৭"	৭০	উত্তর ২৩° ২৬' ৩২.৯৯০"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ১৪.২৪৬"
২৮	উত্তর ২৩° ২৬' ৩১.১৮০"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ৪২.৮৭"	৭১	উত্তর ২৩° ২৬' ১৩.২০৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৯.০৩০"
২৯	উত্তর ২৩° ২৭' ০.১৩৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ২৭.৩৫"	৭২	উত্তর ২৩° ২৬' ২০.৫০১"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪৮.৪১৩"

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
৬০	উত্তর ২৩° ২৬' ৫৮.৭৪০"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৩৩.৩৪৩"	৭৩	উত্তর ২৩° ২৭' ৮.৬৯৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫১.১৪৭"
৬১	উত্তর ২৩° ২৬' ৫২.৯৫২"	দক্ষিণ ৯০° ১১'৩৪.২৯৭"	৭৪	উত্তর ২৩° ২৬' ৪০.০৬৫"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ১২.৪৭৯"
৬২	উত্তর ২৩° ২৬' ৫৬.৫২৬"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৩০.৩৯"	৭৫	উত্তর ২৩° ২৬' ১২.৬১২"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৩৯.১৫৫"
৬৩	উত্তর ২৩° ২৭' ০.২৪৯"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ২২.৩৯৫"	৭৬	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৩.৫১২"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৪৫.০৮১"
৬৪	উত্তর ২৩° ২৭' ০.৩৫০"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৪.২২৩"	৭৭	উত্তর ২৩° ২৬' ১.০৪২"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৩.৮১০"
৬৫	উত্তর ২৩° ২৬' ৫৯.৪২০"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৩৬.৭৫৬"	৭৮	উত্তর ২৩° ২৬' ৩.৫৬৬"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ১২.৯৮১"
৬৬	উত্তর ২৩° ২৭' ৩১.৮১১"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২১.৬১৯"	৭৯	উত্তর ২৩° ২৬' ১৭.৯৭৪"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৩৭.৭৩৭"
৬৭	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৮.৬৯৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫৮.৯৭"	৮০	উত্তর ২৩° ২৬' ২৫.০৫৮"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ১.৭১৫"
৬৮	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৮.৮৮১"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ৯.৬৮৩"	৮১	উত্তর ২৩° ২৬' ৪৫.৭৪৪"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ১৭.৪৮২"
৬৯	উত্তর ২৩° ২৭' ৪৩.৩৪৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৬'৩০.৯৭১"	৮২	উত্তর ২৩° ২৫' ৫৭.৭৭৫"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২৬.৮৯৫"
৭০	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৬.৬২১"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৪.১৯২"	৮৩	উত্তর ২৩° ২৫' ২৮.৬০৩"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৪.৮৭১"
৭১	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৮.৫২৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ১৪.৮৭০"	৮৪	উত্তর ২৩° ২৫' ১১.৪৬৬"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৮.০২৮"
৭২	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৫.৩৭২"	দক্ষিণ ৯০° ১৭'৩১.২৪৩"	৮৫	উত্তর ২৩° ২৫' ৪১.৩৩৭"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২১.১৯১"
৭৩	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৫.৫৯১"	দক্ষিণ ৯০° ১৭'৪৩.৮১৯"			

জিপিএস কোঅর্ডিনেটস (স্থানাঙ্ক) অনুসারে বাফার জোনের অবস্থান :

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
১	উত্তর ২৩° ২৮' ১৯.২০০"	দক্ষিণ ৯০° ৬' ৩১.৭৬১"	৫৪	উত্তর ২৩° ২৪' ৩৫.৬৩৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫২.০০৬"
২	উত্তর ২৩° ২৮' ৩৫.৫১১"	দক্ষিণ ৯০° ৬' ৩০.২২৪"	৫৫	উত্তর ২৩° ২৪' ৪২.৯৮৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৩৬.৫০৮"
৩	উত্তর ২৩° ২৯' ১৪.৭২৫"	দক্ষিণ ৯০° ৬' ৫৯.৪৮৫"	৫৬	উত্তর ২৩° ২৪' ৫০.৩০০"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ১৮.৬৫০"
৪	উত্তর ২৩° ২৯' ২২.৭৫১"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ২১.১৬০"	৫৭	উত্তর ২৩° ২৫' ৪.৪৮৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ২০.১২৮"
৫	উত্তর ২৩° ২৯' ১৯.৬৮১"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ৩১.৮৫৬"	৫৮	উত্তর ২৩° ২৫' ২১.৩১০"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৪৫.৫৪৫"
৬	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৩.৮৫২"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ৪৮.৯৫০"	৫৯	উত্তর ২৩° ২৫' ২৩.৮১৫"	দক্ষিণ ৯০°১৪' ২.৪০২"
৭	উত্তর ২৩° ২৮' ৪২.৪০৭"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ৪৮.৬০৮"	৬০	উত্তর ২৩° ২৫' ১৩.৪৯১"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ৩৩.১০৪"
৮	উত্তর ২৩° ২৮' ৩০.৮৬১"	দক্ষিণ ৯০° ৮' ৪২.০০০"	৬১	উত্তর ২৩° ২৪' ৫২.৫৫৬"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৪৯.২৭৪"
৯	উত্তর ২৩° ২৮' ১০.৫০৬"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ০.৭৪৩"	৬২	উত্তর ২৩° ২৪' ৩৮.৭২৮"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৭.০৬৮"
১০	উত্তর ২৩° ২৮' ১৭.৯৯৮"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৫৩.১৩৩"	৬৩	উত্তর ২৩° ২৪' ৩৮.৯৪৮"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ১৮.৬৬৭"
১১	উত্তর ২৩° ২৮' ২৫.৫১৬"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ১৭.১৮২"	৬৪	উত্তর ২৩° ২৪' ৪৬.৪২৪"	দক্ষিণ ৯০°১০' ৪০.১৪৫"
১২	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৩.১১৫"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৭.৩৭৭"	৬৫	উত্তর ২৩° ২৪' ৫২.৩৪৮"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৬.৩৭৭"
১৩	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৫.২৮১"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৩৬.৮৫৭"	৬৬	উত্তর ২৩° ২৪' ৪৪.৬৮৩"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৪.১৭৯"
১৪	উত্তর ২৩° ২৯' ০.৩৭৩"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৪৭.৩৭৯"	৬৭	উত্তর ২৩° ২৪' ৪১.১৭০"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৫০.৬৭৯"
১৫	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৩.৬৭৬"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৮.৭৮০"	৬৮	উত্তর ২৩° ২৪' ৫৪.৬৪২"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৪২.৭১৯"
১৬	উত্তর ২৩° ২৯' ৩.৮০৬"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ২৬.৮৭২"	৬৯	উত্তর ২৩° ২৫' ৩.৪১৮"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৪৬.০৭৩"
১৭	উত্তর ২৩° ২৯' ২.৫৭৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ২০.০৪৭"	৭০	উত্তর ২৩° ২৫' ৭.০৪৯"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৬.০৬৪"
১৮	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৩.৯১০"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ৫৩.২৯৯"	৭১	উত্তর ২৩° ২৫' ০.১৪২"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৪৫.৭৫৬"
১৯	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৮.৩৪৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৪৮.৩৩৪"	৭২	উত্তর ২৩° ২৪' ৫৪.১৬২"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ১৬.৫৭৪"

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
২০	উত্তর ২৩° ২৮' ১২.২৬৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪২.৮১৮"	৭৩	উত্তর ২৩° ২৪' ৫১.৫৮৫"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৫৪.৯৯৩"
২১	উত্তর ২৩° ২৮' ৭.১৪৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ১.২২৯"	৭৪	উত্তর ২৩° ২৪' ৫৬.৯৫০"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ২০.৮৫০"
২২	উত্তর ২৩° ২৮' ৪.১৬৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ১৭.৮২৪"	৭৫	উত্তর ২৩° ২৫' ১০.৫৫৬"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৫০.৬৬৭"
২৩	উত্তর ২৩° ২৭' ৪৭.৬৭৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ৪০.৬০১"	৭৬	উত্তর ২৩° ২৫' ৩০.২১৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ২৩.৯০১"
২৪	উত্তর ২৩° ২৭' ৪৭.৭৭২"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ১৭.২০৮"	৭৭	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৯.৯১০"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ৫৯.৪৯৮"
২৫	উত্তর ২৩° ২৭' ৪৪.৫০৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৪৮.৫৭০"	৭৮	উত্তর ২৩° ২৫' ৪৩.২৬০"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ২৩.৮৩৯"
২৬	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৫.৩৬৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৪৬.৫৭৭"	৭৯	উত্তর ২৩° ২৫' ৩৬.৭৭৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৫৭.৬২০"
২৭	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৫.৫৩৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৫৬.৬১২"	৮০	উত্তর ২৩° ২৫' ২০.৪৩৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ২৮.৬৫৩"
২৮	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৯.১৫১"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৫৩.৯৯৩"	৮১	উত্তর ২৩° ২৬' ৪৪.৩৭৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৩১.৬৪৩"
২৯	উত্তর ২৩° ২৭' ২৬.৬৫৪"	দক্ষিণ ৯০° ১৮' ২৭.৩১৩"	৮২	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৬.৪৪৬"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪১.৩৭৩"
৩০	উত্তর ২৩° ২৬' ৫১.৯৫৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৯' ৪০.০৪৭"	৮৩	উত্তর ২৩° ২৮' ৪.৪৩৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৩১.১৭০"
৩১	উত্তর ২৩° ২৫' ৫৬.৫৫৮"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ৫৩.৭৭৫"	৮৪	উত্তর ২৩° ২৮' ২৬.২১১"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৫৯.৪২৩"
৩২	উত্তর ২৩° ২৫' ০.৯৭৩"	দক্ষিণ ৯০° ২১' ৫৬.৮৬৪"	৮৫	উত্তর ২৩° ২৮' ৪২.৬১১"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ৩১.৯১৯"
৩৩	উত্তর ২৩° ২৩' ৫৬.৩৯৯"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ৪৪.১৮০"	৮৬	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৫.৩৬৫"	দক্ষিণ ৯০° ১৪' ২.৯২৫"
৩৪	উত্তর ২৩° ২৩' ৩৩.৮৩৪"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ৩০.৪৬০"	৮৭	উত্তর ২৩° ২৮' ৫২.৮৬১"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ২৪.৯৭৫"
৩৫	উত্তর ২৩° ২৩' ১.৮০০"	দক্ষিণ ৯০° ২১' ৩২.০৭৭"	৮৮	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৬.২৬২"	দক্ষিণ ৯০° ১৩' ১.৮৭৩"
৩৬	উত্তর ২৩° ২২' ৪২.৭২৯"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ২৭.৫৪২"	৮৯	উত্তর ২৩° ২৮' ৫৬.৯২৮"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৩৮.২৩৭"
৩৭	উত্তর ২৩° ২২' ৫৮.৭৭৪"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ১০.১০৮"	৯০	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৩.৮৮৬"	দক্ষিণ ৯০° ১২' ৯.৫৭৭"
৩৮	উত্তর ২৩° ২৩' ১৩.৫২৫"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ৪৪.৬৩২"	৯১	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৯.০৮৭"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৫৫.৮৮৫"
৩৯	উত্তর ২৩° ২৩' ৪৫.৮৭৩"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ১.৩০৩"	৯২	উত্তর ২৩° ২৮' ৪৪.২৬৪"	দক্ষিণ ৯০° ১১' ৩০.০০৪"

জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	জিপিএস পয়েন্ট ক্রম (ম্যাপে চিহ্নিত)	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ
৪০	উত্তর ২৩° ২৪' ১৭.২২১"	দক্ষিণ ৯০° ২২' ১৮.৯৮০"	৯৩	উত্তর ২৩° ২৮' ২৯.৮৫২"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ৪৬.০২৩"
৪১	উত্তর ২৩° ২৫' ৯.৩৬৭"	দক্ষিণ ৯০° ২১' ৩৭.৮০৮"	৯৪	উত্তর ২৩° ২৮' ১৫.১১৮"	দক্ষিণ ৯০° ১০' ১৪.৪৫১"
৪২	উত্তর ২৩° ২৬' ১.৬৮৩"	দক্ষিণ ৯০° ২০' ৩৪.৭৮১"	৯৫	উত্তর ২৩° ২৮' ৯.০২৯"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৩৯.১৫৪"
৪৩	উত্তর ২৩° ২৭' ০.৬১২"	দক্ষিণ ৯০° ১৯' ৫.০৩৮"	৯৬	উত্তর ২৩° ২৮' ১.৬৩৯"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২২.১৮৯"
৪৪	উত্তর ২৩° ২৭' ২৭.৭৪৬"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ৫৫.৯৯৭"	৯৭	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৯.৮১৭"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২০.২৯৫"
৪৫	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৫.৩৫১"	দক্ষিণ ৯০° ১৭' ২৩.৩৬৭"	৯৮	উত্তর ২৩° ২৭' ১১.০৮৯"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২৭.৯৯৬"
৪৬	উত্তর ২৩° ২৭' ৩৭.৪৫৭"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ৪৭.৮৯৬"	৯৯	উত্তর ২৩° ২৭' ৪.১০৮"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ৩৩.৪৫৯"
৪৭	উত্তর ২৩° ২৭' ৪৮.৯৬২"	দক্ষিণ ৯০° ১৬' ২০.৪৯৯"	১০০	উত্তর ২৩° ২৭' ০.৭১২"	দক্ষিণ ৯০° ৯' ২৬.৪৪৭"
৪৮	উত্তর ২৩° ২৭' ৫৫.১১৩"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫৮.৫২৫"	১০১	উত্তর ২৩° ২৭' ১০.৬৮৫"	দক্ষিণ ৯০° ৮' ৩৬.০৫১"
৪৯	উত্তর ২৩° ২৭' ২০.১৫০"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫২.৭৫০"	১০২	উত্তর ২৩° ২৭' ৩২.৬২০"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ৪৪.৮০৪"
৫০	উত্তর ২৩° ২৬' ৩৪.৩২৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪৮.৯৭১"	১০৩	উত্তর ২৩° ২৭' ৫০.০৯৭"	দক্ষিণ ৯০° ৭' ১৭.৮৫৭"
৫১	উত্তর ২৩° ২৫' ২২.৩৭৯"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৪৬.৩২১"	১০৪	উত্তর ২৩° ২৮' ১৪.৬১৭"	দক্ষিণ ৯০° ৬' ৪৮.৯৮৩"
৫২	উত্তর ২৩° ২৫' ৬.১২৬"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫১.৩৭৮"	১০৫	উত্তর ২৩° ২৮' ২১.৫৫"	দক্ষিণ ৯০° ৬' ৪১.১৫৬"
৫৩	উত্তর ২৩° ২৪' ৫১.৫৩৮"	দক্ষিণ ৯০° ১৫' ৫৮.১৭১"			

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দীপক কুমার চক্রবর্তী
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
প্রশাসন শাখা
www.bridgesdivision.gov.bd
সেতু ভবন, নিউ এয়ারপোর্ট রোড, বনানী, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫০.০০.০০০০.২০১.৪৩.০৪২.১৪.৬৬

তারিখ: ২ ফাল্গুন ১৪২৭
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১

বিষয়: **বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০**

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০" নিদের্শক্রমে চূড়ান্তকরণ করা হলোঃ

১.০ সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ

এ নীতিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন "প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট ব্যবস্থাপনা ও হস্তান্তর নীতিমালা-২০২০" নামে অভিহিত হইবে।

১.১। পরিধিঃ

এই নীতিমালা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতায় বাস্তবায়নকৃত যে সকল প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ প্রদান করা হইয়াছে বরাদ্দ গ্রহীতা বা তাহাদের ওয়ারিশগণ কর্তৃক উক্ত বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২. সংজ্ঞাঃ

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়:

(ক) **"কর্তৃপক্ষ"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(খ) **"নির্বাহী পরিচালক"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী পরিচালককে বুঝাইবে;

(গ) **"পরিবার"** বলিতে পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের বুঝাইবে;

(ঘ)**"প্লট"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত প্লটকে বুঝাইবে;

(ঙ)**"ফ্ল্যাট"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পুনর্বাসনের নিমিত্ত বরাদ্দকৃত ফ্ল্যাটকে বুঝাইবে;

(চ)

"বরাদ্দ" বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পে পুনর্বাসনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি(গণ)-এর অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দকে বুঝাইবে;

(ছ)**"লিজ"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত প্রকল্পে পুনর্বাসনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি(গণ)-এর অনুকূলে ৯৯ বছরের জন্য প্লট/ফ্ল্যাট লিজকে বুঝাইবে;

(জ)**"সাইট অফিস"** বলিতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতু/টানেল/এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে/ফ্লাইওভার/বাই-পাস/টোল সড়ক ইত্যাদি এলাকায় স্থাপিত অফিস এবং তৎস্থানে কর্মরত কর্মচারীগণকে

বুঝাইবে;

(ঋ)"হস্তান্তর" বলিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার পোষ্যদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট লিজ চুক্তিপত্রে উল্লেখিত মেয়াদের পর বরাদ্দ গ্রহীতা(গণ) কর্তৃক হস্তান্তরকে বুঝাইবে;

(এ)**"হস্তান্তর ফি"** বলিতে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত ফি'কে বুঝাইবে;

৩. **<u>বরাদ্দকৃত প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক হস্তান্তর:</u>**

৩.১ লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের পর প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বরাদ্দ গ্রহীতা(গণ) নির্ধারিত ফর্মে হস্তান্তরের অনুমতি চাহিয়া নির্বাহী পরিচালক বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন। লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কোন আবেদন গ্রহণ করা হইবে না;

৩.২ লিজ চুক্তিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে লিজ গ্রহীতা প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর/ দেখভাল/ রক্ষণাবেক্ষণ/বন্ধক বিক্রয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কাহাকেও আম-মোক্তারনামা বা অন্য কোনভাবে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর পূর্বানুমতি গ্রহণক্রমে আমমোক্তারনামা সম্পাদন করা যাইবে;

৩.৩ আম-মোক্তারনামা দলিল সম্পাদনের পর দলিল দাতা মারা গেলে সম্পাদিত আম-মোক্তারনামার কার্যকারিতা প্রচলিত আইন অনুযায়ী আপনা-আপনি বাতিল হইয়া যাইবে। এই প্রেক্ষিতে মূল লিজ গ্রহীতার বৈধ ওয়ারিশ(গণ) হইতে নতুন করিয়া আম-মোক্তারনামা দলিল নিতে হইবে। অন্যথায় উক্ত প্লট/ফ্ল্যাটের মালিকানাসহ যাবতীয় দায় দায়িত্ব ওয়ারিশ(গণ)-এর উপর বর্তাইবে;

৩.৪ মূল লিজ গ্রহীতা জীবিত থাকা অবস্থায় প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে তাহার পরিবারের সদস্য(গণ)-কে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য(গণ) এর নামে একই পুনর্বাসন এলাকায় কোন প্লট/ফ্ল্যাট থাকিতে পারিবে না। লিজ গ্রহীতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হস্তান্তর গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত বা আগ্রহী কেহ না থাকিলে প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন কিন্তু প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ পান নাই, এইরূপ ব্যক্তি(গণ) প্লট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাইবেন;

৩.৫ লিজ চুক্তি অনুযায়ী প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বসতবাড়ী/ইমারত নির্মাণ করা না হইলে প্রতি বৎসরের জন্য নির্ধারিত জরিমানা/বিলম্ব ফি পরিশোধ করিতে হইবে। অন্যথায় প্লট হস্তান্তরে অনুমতি দেওয়া হইবে না;

৩.৬ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরগ্রহণকারী (কর্তৃপক্ষ ও বরাদ্দ গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত) মূল চুক্তিতে বর্ণিত সকল শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্লটের হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে বসতবাড়ী/ইমারত নির্মাণ করিবেন। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ কোনরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতীত প্লট/ফ্ল্যাটের দখল গ্রহণ করিতে পারিবে;

৩.৭ প্লট/ফ্ল্যাট একই সাথে একাধিক ব্যক্তি, উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অন্য কোন প্রকারে যৌথভাবে ভোগদখল করিতে থাকিলে, কেউ এককভাবে তাহার অংশ, সহঅংশীদার ছাড়া অন্য কারো নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। এককভাবে তাহার অংশ শুধুমাত্র সহঅংশীদারদেরকে হস্তান্তর করা

যাইবে। তবে সকল অংশীদার যৌথভাবে অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্লট হস্তান্তর করিতে পারিবেন;

৩.৮ প্রকল্পের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ নহেন তবে সংশ্লিষ্ট পুনর্বাসন সংলগ্ন এলাকায় যাহারা বসবাস করিতেছেন এবং যাহাদের বসতবাড়ী তৈরী করিবার উপযোগী জমি নাই এইরূপ ব্যক্তি(গণ)ও প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণের ক্ষেত্রে ৩.৪-এ বর্ণিত ব্যক্তিদের পর অগ্রাধিকার পাইবেন;

৪. <u>প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের আবেদন:</u>

৪.১ প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহণকারী কর্তৃক প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরের ক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী(গণ)-কে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে। হস্তান্তরকারী একাধিক হইলে যৌথভাবে আবেদন করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-১);

৪.২ নির্ধারিত ফর্মে আবেদনকারী(গণে)র পূর্ণ নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। নাম/স্বাক্ষরের নীচে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর থাকিতে হইবে। নিজের মোবাইল নম্বর না থাকিলে নিকটাত্মীয়ের মোবাইল নম্বর (সম্পর্কসহ) দিতে হইবে;

৪.৩ আবেদনের সহিত মূল দলিলের সত্যায়িত কপি, মূল দলিল হারাইয়া গেলে/নষ্ট হইয়া গেলে মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি, পাসপোর্ট সাইজের ১ কপি সত্যায়িত রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.৪ যাহার বা যাহাদের অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর করা হইবে, জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাহার/তাহাদের পূর্ণ নাম, ঠিকানা ও ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৪.৫ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ)কে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নমুনা অনুযায়ী ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার রেভিনিউ স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা নোটারী পাবলিক করিয়া দাখিল করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-২)। অঙ্গীকারনামায় প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তকারী ও গ্রহণকারী প্রত্যেকের পক্ষে ও ২ (দুই) জন সাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বরসহ স্বাক্ষর থাকিতে হইবে। তাহাছাড়া সাক্ষীদের জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজের একটি করিয়া রঙ্গীন ছবি অঙ্গীকারনামার সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবিসহ সকল কাগজপত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/১ম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে;

৪.৬ আবেদনে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে। তবে গ্রহণকারীর বর্তমান ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত ঠিকানা ভিন্ন হইলে, প্রকৃত ঠিকানার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হইবে এবং তদনুযায়ী আবেদনে প্লট হস্তান্তর গ্রহণকারীর ঠিকানা উল্লেখ করিতে হইবে।

৪.৭ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরকারী/গ্রহণকারী/সাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্র হারাইয়া গেলে জিডি'র কপিসহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইনের কপি দাখিল করিতে হইবে;

৪.৮ দাখিলকৃত আবেদন সরেজমিন যাচাই-বাছাইয়ে সকল তথ্য ও কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলে হস্তান্তরের অনুমতি দেওয়া হইবে। অন্যথায় আবেদন বাতিল করা হইবে;

৫. <u>হস্তান্তর ফি পরিশোধ:</u>

৫.১ লিজ দলিল মূল্যের ২৫% হস্তান্তর ফি প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া লিজ দলিলে উল্লিখিত হারে প্লট/ফ্ল্যাটের সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করিতে হইবে;

৫.২ নামজারী/রেকর্ড সংশোধনী 'ফি'সহ সকল প্রকার পাওনার উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে;

৬. <u>হস্তান্তর দলিল সংক্রান্ত:</u>

৬.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তরকারী স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার অফিসে হস্তান্তর গ্রহণকারীর অনুকূলে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিবেন;

৬.২ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারীর সঙ্গে সম্পাদিত দলিলে প্লট/জমি/ফ্ল্যাট 'বিক্রয়' শব্দটি ব্যবহার না করিয়া 'হস্তান্তর' শব্দটি উল্লেখ করিতে হইবে;

৬.৩ দলিলের হলফনামায় 'আমি/আমরা হস্তান্তরাধীন প্লট/জমি/ফ্ল্যাটের নিরঙ্কুশ মালিক' এইরূপ বাক্যের স্থলে 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ হস্তান্তরাধীন ফ্ল্যাট/প্লট/জমির নিরঙ্কুশ মালিক' বাক্যটি উল্লেখ করিতে হইবে;

৬.৪ হস্তান্তর দলিলের একটি সার্টিফাইড কপি অত্র কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং

৬.৫ দাখিলকৃত অঙ্গীকারনামা মোতাবেক মূল লিজ দলিলের সমুদয় শতার্বলী সন্নিবেশিত করিয়া হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করিতে হইবে

৬.৬ হস্তান্তর দলিলে কোন ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করিয়া থাকিলে হস্তান্তর গ্রহণকারী নিজ খরচে ভুল সংশোধন করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নতুন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিতে বাধ্য থাকিবেন;

৭. <u>ওয়ারিশসূত্রে রেকর্ড সংশোধন:</u>

৭.১ প্লট/ফ্ল্যাট এর মূল বরাদ্দগ্রহীতা মারা গেলে প্রথমে মৃত ব্যক্তির বৈধ ওয়ারিশগণের অনুকূলে প্লট/ফ্ল্যাটটির রেকর্ড সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফর্মে আবেদন

করিতে হইবে (পরিশিষ্ট-৩)। আবেদনের সঙ্গে মূল দলিলের সত্যায়িত কপি, ওয়ারিশগণের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙ্গিন ছবি, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ইস্যুকৃত মৃত্যুসনদ ও প্লট/ফ্ল্যাটে ওয়ারিশগণের অংশসহ ওয়ারিশনামা, ওয়ারিশগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের (১৮ বছরের নীচের ব্যক্তির ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ) সত্যায়িত কপিসহ আবেদনে উল্লিখিত সকল তথ্য ও কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে;

৮. <u>হস্তান্তর সূত্রে রেকর্ড সংশোধন:</u>

৮.১ প্লট/ফ্ল্যাট হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ) হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের পর সম্পাদিত দলিলের সার্টিফাইড কপিসহ প্লট/ফ্ল্যাটটি তাহার অনুকূলে রেকর্ড সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিবেন (পরিশিষ্ট-৪)। আবেদন ফরমে যাচিত সকল তথ্য ও ডকুমেন্ট সংযুক্ত করিতে হইবে;

৮.২ হস্তান্তর দলিলে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ক্ষেত্রে হস্তান্তর গ্রহণকারী নিজ খরচে ভুল সংশোধন করিয়া ক্ষতিপূরণসহ নতুন দলিল প্রস্তুত ও রেজিস্ট্রি করিতে বাধ্য থাকিবেন।

৯ <u>অন্যান্য:</u>

৯.১ প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহণকারী(গণ) মূল লিজ দলিলের যাবতীয় শর্ত মানিয়া চলিবেন এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের পাওনা (যদি থাকে বা হয়) তাহা যথারীতি পরিশোধ করিবেন;

৯.২ প্লট/ফ্ল্যাট ১ম হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ) হস্তান্তর দলিল সম্পাদনের ৫ (পাচ) বছর পর অত্র নীতিমালায় বর্ণিত শর্তে প্লট/ফ্ল্যাটটি পুনরায় অন্যকে হস্তান্তর করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে ১ম হস্তান্তর গ্রহণকারী(গণ)কে মূল লিজ দলিলে বর্ণিত লিজ দলিল মূল্যের ২৫% বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করিতে হইবে;

৯.৩ অত্র নীতিমালা কার্যকর হইবার পূর্বে হস্তান্তরিত প্লট/ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে হস্তান্তর সংক্রান্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে না। তবে আর্থিক বিষয়সহ অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে; এবং

৯.৪ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অত্র নীতিমালা যেকোন সময় সংশোধন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করা যাইবে।

১৫-২-২০২১
এইচ. এম. রকিব হায়দার
উপসচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ২১, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৭৮-আইন/২০২১।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা :—

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর Serial No. 11. Ministry of Road Transport and Bridges শিরোনামাধীন B. Bridges Division উপশিরোনাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ উপশিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"B. Bridges Division :

1. All matters relating to planning (including feasibility study) implementation, monitoring and evaluation of construction of bridge, elevated expressway and tunnel of 1500m or over, subway, toll road, flyover, expressway, causeway, link road, etc.
2. Undertake steps to secure required funds from external and internal sources including Public Private Partnership (PPP) for the implementation of such plan.
3. Take all necessary steps to enter into agreements with various agencies for securing funds for the implementation of the bridge, elevated expressway, subway, tunnel and other projects subject to the approval of the Government.

4. Enter in to contracts/agreements with contractors and consultants as approved by the Government for the execution of different components of such projects.
5. Operation and maintenance of constructed structures and allow other agencies like Bangladesh Railway, Gas Transmission Company Limited (GTCL), Power Development Board (PDB) and Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL), mobile operators etc. to operate and maintain their facilities located within the designated area and enter into contracts with concerned agencies including private concerns for these purposes.
6. Determine and collect tolls and fare for various classes of traffic using bridge, elevated expressway, subway, tunnel, toll road, etc.
7. Take steps to secure and control development within the designated areas and controlled zones at the entry and exit terminal ends of the bridge, elevated expressway, subway, tunnel and other establishments relating to subjects allotted to this Division.
8. Employ and use traffic officers and other officials to enforce the by-laws, collect tolls and carry out such duties as the Division may consider necessary to discharge its functions.
9. Appointment, promotion and administration of all officers and staffs in National Pay Scale grade 10–20.
10. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.
11. All laws on subjects allotted to this Division.
12. Formulation of policies regarding subway network system.
13. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Division.
14. Fees, fare and tolls in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.
15. Secretariat administration including financial matters.
16. Administration and control of subordinate offices and organisations under this Division.
17. Matters relating to Bangladesh Bridge Authority.
18. Issuing license for the construction, maintenance and operation relating to subjects allotted to this Division."।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

শফিউল আজিম

যুগ্মসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
উন্নয়ন অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৮/০২ নভেম্বর ২০২১

নং ৫০.০০.০০০০.৩০১.৩৮.০০১.১৭-৩৪৯—সেতু বিভাগের আওতাধীন বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতুর জন্য অনুমোদিত যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস এবং টোল হার নিম্নরূপভাবে পুনঃনির্ধারণ করা হলো:—

(ক) বঙ্গবন্ধু সেতু:

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	পুনঃনির্ধারিত টোল হার (টাকা)
১।	মোটর সাইকেল	৫০.০০
২।	হাল্কা যানবাহন (কার/জীপ)	৫৫০.০০
৩।	হাল্কা যানবাহন (মাইক্রো, পিকআপ) (১.৫ টনের কম)	৬০০.০০
৪।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	৭৫০.০০
৫।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশী)	১০০০.০০
৬।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	১০০০.০০
৭।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	১২৫০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	১৬০০.০০
৯।	ট্রাক (৩ এক্সেল)	২০০০.০০
১০।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	৩০০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	৩০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ১০০০.০০
১২।	ট্রেন	বাৎসরিক ১ কোটি টাকা

(১৫৮০১)
মূল্য : টাকা ৪.০০

(খ) মুক্তারপুর (৬ষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী) সেতু:

ক্রম.	যানবাহনের শ্রেণিবিন্যাস	পুনঃনির্ধারিত টোল হার (টাকা)
১।	ভ্যান (৩ চাকাবিশিষ্ট)/মটর সাইকেল	১৫.০০
২।	সিএনজি/অটোরিক্সা (৩ চাকাবিশিষ্ট)	৩০.০০
৩।	কার/টেম্পু	৫০.০০
৪।	জীপ/মাইক্রো/পিক-আপ (৪ চাকাবিশিষ্ট)	৫০.০০
৫।	ছোট বাস (৩১ আসন বা এর কম)	১৫০.০০
৬।	বড় বাস (৩২ আসন বা এর বেশী)	২৫০.০০
৭।	ছোট ট্রাক (৫ টন পর্যন্ত)	২০০.০০
৮।	মাঝারি ট্রাক (৫ টন হতে ৮ টন পর্যন্ত)	২৫০.০০
৯।	মাঝারি ট্রাক (৮ টন হতে ১১ টন পর্যন্ত)	৬০০.০০
১০।	ট্রাক (৩ এক্সেল পর্যন্ত)	৮০০.০০
১১।	ট্রেইলার (৪ এক্সেল পর্যন্ত)	১০০০.০০
১২।	ট্রেইলার (৪ এক্সেলের অধিক)	১০০০.০০+ প্রতি এক্সেল ৫০০.০০

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের
উপসচিব (উন্নয়ন)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd.

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৭, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/০২ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর-৩৫৫-আইন/২০২১।—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৩৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১০ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার বিধি ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৫। **এককালীন অনুদান প্রদান।**—কোন সদস্য অন্যূন ১০ (দশ) বৎসর তহবিলে নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করিলে তাহার দায়-দেনা সমন্বয় বা কর্তন সাপেক্ষে তহবিল হইতে এককালীন নিম্নরূপ পরিমাণ অনুদান প্রদান করা যাইবে, যথা :—

(ক) চাকুরীর মেয়াদ শেষে অবসর গ্রহণের পর অথবা চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা; এবং

(খ) শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণে স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা:

তবে শর্ত থাকে যে, শারীরিক অক্ষমতাজনিত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ বা স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিলে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।"।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবুল হাসান
উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd